আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

মাত্রাতিরিক্ত হর্ন বাজালে
২৫০০ ডলার পর্যন্ত রিমানা

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: শব্দদুষণের নগরে পরিণত হয়েছে নিউইয়র্ক। সড়কে গাড়ির হর্ন বাজানোর **(বাকি অংশ ১৫ পাতায়)**

২৮ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৮ || সংখ্যা ১১ || সোমবার || অগ্রহন ২৬ || ১৪৩০ || জমাদিউল আঃ ২৭ || ১৪৪৫ || Vol. 28 || Issue 11 || December 11 || 2023 || USA. **FREE** in NY, Other State

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সেবাখাতে ব্যাপক বাজেট কর্তন
বাজেট দিয়ে বিপাকে মেয়র অ্যাডামস

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কে বাজেট কর্তন হয়েছে সকল খাতে। আর এতে ক্ষুব্ধ হয়েছে সকল মহল। নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল প্রগ্রেসিভ ককাসের সাথে গাঁটছড়া বেঁধেছে ইউনাইটেড ফেডারেশন অব টিচারসের সঙ্গে। আরও রয়েছে নিউইয়র্ক নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন, পিএসসি-কিউনি আর তৃণমূলের সংগঠনগুলো। সোমবার (১১ ডিসেম্বর) তারা মেয়র এরিক অ্যাডামসের কাছে বাজেট কর্তন বন্ধ করে বাজেট বাড়ানোর দাবি **(বাকি অংশ ১৫ পাতায়)**


হাকিম জাফরি


জামাল বৌমান


এরিক অ্যাডাম


ক্রিস্টিন গঞ্জালেস


জোহরান কে মামদানী

বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভি'র বর্ষপূর্তী অনুষ্ঠান ১৫ ডিসেম্বর

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটি সাংবাদিকতার শীর্ষস্থানীয় মিডিয়া হাউজ সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকার ২৭ বছর ও টাইম টেলিভিশনের নবম বছর পূর্তী উপলক্ষ্যে আগামী অনুষ্ঠান ১৫ ডিসেম্বর শুক্রবার এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। নিউইয়র্ক সিটির তিব্বতিয়া কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন ইউএস কংগ্রেসের প্রভাবশালী সদস্য এবং নিউইয়র্কের কংগ্রেশনার ডিষ্ট্রিক্ট-৮ থেকে নির্বাচিত, হাউজ ডেমোক্র্যাটিক লীডার হাকিম জাফরী।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি থাকবেন ইউএস কংগ্রেস ডিষ্ট্রিক্ট-১৬ এর সদস্য জামাল বৌমান, নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডাম, নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর ক্রিস্টিন গঞ্জালেস (অ্যাসেম্বলী **ডিষ্ট্রিক্ট ৫৯**), ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান জোহরান কে মামদানী (অ্যাসেম্বলী **ডিষ্ট্রিক্ট ৩৬**)। অনুষ্ঠান শুরু হবে সন্ধ্যা ৬টায়। শুধুমাত্র আমন্ত্রিত অতিথিরাই এতে যোগ দেবেন। মিডিয়া দুটির বর্ষপূর্তী উপলক্ষ্যে বাংলা পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করবে আর টাইম টেলিভিশন প্রচার করবে বিশেষ অনুষ্ঠান।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ অকার্যকর হয়ে পড়েছে: গুতেরেস



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় যুদ্ধবিরতির আহবান জানিয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তোলা প্রস্তাব ব্যর্থ হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন সংস্থাটির মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। এ ব্যর্থতার জন্য পরিষদের সদস্যদের মধ্যে বিভক্তির নিন্দা জানিয়েছেন তিনি। গুতেরেস বলেছেন, সদস্যদের মধ্যে ঐকমত্যের অভাবে নিরাপত্তা পরিষদ অকার্যকর হয়ে পড়েছে। কাতারে দোহা ফোরামে অংশ নিয়ে রোববার (১০ ডিসেম্বর) এ **(বাকি অংশ ১৫ পাতায়)**

কনজেশন প্রাইসিং অনুমোদন করলো এমটিএ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে ৬০ স্ট্রিটের দক্ষিণে যেতে হলেই যে কোনো গাড়িকে গুনতে হবে ন্যুনতম ১৫ ডলার। সিদ্ধান্ত আগেই হয়েছিলো।**(বাকি অংশ ১৫ পাতায়)**

গোপনে আসন সমঝোতার চেষ্টা
স্বতন্ত্রদের দায়িত্ব নেবে না, আ'লীগ!

ঢাকা ডেস্ক: গোপনে আসন সমঝোতার আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং সংসদের বিরোধী দল জাতীয় পার্টি (জাপা)। গত শনিবার রাতেও রাজধানীর গুলশানে দু'দলের নেতারা বসেছিলেন। আজ সোমবারও বৈঠক হতে পারে। তবে কখন, কোথায় সভাটি হবে তা গোপন রাখা হয়েছে। জাপা সূত্র বৈঠক-সংক্রান্ত **(বাকি অংশ ০৪ পাতায়)**

গাজায় চার দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ সেনা হারাল ইসরায়েল

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় গত দুই মাসের হামলা ও স্থল অভিযানে গত প্রায় ৪০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সেনা হারিয়েছে ইসরায়েল। গত অক্টোবর থেকে গাজার অভ্যন্তরে ট্যাঙ্ক নিয়ে জোরালো স্থল অভিযানের পর থেকে রোববার পর্যন্ত ১০৪ জন **(বাকি অংশ ১৫ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. 803152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant
37-42, 72nd St, Suite#1D, Jackson Heights NY 11372
Email: kashem2003@gmail.com

WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-899-7000
F: 718-899-2000
khanf04@yahoo.com
Ferdous Khan
Licensed Real Estate Sales Assoricate
Zillow
81-15 Queens Blvd. 2Fl
Elmhurst, NY 11373

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
সারা বছর জুড়ে একাউন্টিং সার্ভিসেস
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
Emirates ETIHAD QATAR ARC
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
DDC 6hr 10% Discount & 4 Points Reduction
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
(বিস্তারিত দেখুন ৯ পাতায়)
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com



Southeast USA Group Inc.

OUR SERVICES

- Tax Preparation & Planning
- Audits, Reviews, Compilations
- Bookkeeping/Write-Up
- Business Consulting
- IRS Representation
- Notary Public
- Payroll Services
- Retirement Planning
- Sales Tax Services



(917) 566-1612

Southeast USA Group Inc

Prof. Ehteshamul Haque

Financial & Business Planning

74-09 37th Avenue, Suite #206, Jackson Heights, NY 11372

Visit: www.southeastusagroup.com

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday / December 11 // 2023

দমকলের বাজেট কমিয়ে নগরবাসীকে ঝুঁকিতে ঠেলে দিচ্ছে নিউইয়র্ক!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: ডিসেম্বরের ১ তালিরখ থেকে নিউইয়র্ক ফায়ার ডিপার্টমেন্ট 'ফিফথ ফায়ারফাইটার' পদটি অবলুপ্ত ঘোষণা করেছে। আর প্রতিটি শিফট থেকে ৫ম দমকল কর্মীকে বাদ রাখা হচ্ছে। আর নগরীর ১৯৩টি ইঞ্জিন কমিটির কাজ সারা হচ্ছে ২০টি ইঞ্জিন কোম্পানি দিয়ে। মেয়র এরিক অ্যাডামস বলেছেন, এই বাজেট কর্তনে বাধ্য হয়েছেন মাইগ্রান্ট সঙ্কট মোকাবেলার জেরে। তবে এ ঘটনায় সোচ্চার হয়েছে ফায়ারফাইটারস অ্যাসোসিয়েশন। এ অবস্থায় নগরের বড় বড় অগ্নিকান্ডে দমকলকর্মীর ঘাটতি থাকবে, ফলে অগ্নিকান্ডে নগরবাসীকে কাঙ্খিত সেবা দেওয়া মুশকিল হবে, বলছিলেন ইউনিফর্মড ফায়ারফাইটারস অ্যাসোসিয়েশন এর প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রু আনবোরো। তিনি জানান, এফডিএনওয়াইর নিজস্ব জরিপে দেখা গেছে একটি ইঞ্জিন কোম্পানিতে ফিফথ ম্যানের উপস্থিতি আগুনে পানি ছেটানোর কাজ ৫০% সহজ করে দেয়। নগরের পাঁচ বোরোতেই কোম্পানিগুলো এই সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়বে। এর মধ্যে ২০টি ইঞ্জিন কোম্পানিই আশেপাশের ইঞ্জিন কোম্পানিগুলোকে সহায়তা করবে। আর এতে নগরবাসীর পাশাপাশি দমকলকর্মীরা নিজেরাও ঝুঁকিতে পড়বেন।



দেওয়ান সাহেদ চৌধুরীর বাংলাদেশ গমণ উপলক্ষে বিদায় সংবর্ধনা

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উপদেষ্টা দেওয়ান সাহেদ চৌধুরীর ছুটি কাটাতে বাংলাদেশে গমণ উপলক্ষে শনিবার (৯ ডিসেম্বর) এস্টোরিয়ার ৩৬ এভিনিউ এর হ্যালো বাংলাদেশ রেস্টুরেন্ট এর হলরুমে এক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়।

সোসাইটির সভাপতি সোহেল আহমদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো. জাবেদ উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সংগঠনের উপদেষ্টা এমাদ আহমেদ, হাজী আব্দুর রহমান, সংবর্ধিত অতিথি দেওয়ান সাহেদ চৌধুরী, এমদাদ রহমান তরফদার, আনোয়ার হোসেন, সাব্বির আহমদ, সিপার আহমদ চৌধুরী কোরায়শী ও শরিফুল হক মঞ্জু উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা দেওয়ান সাহেদ চৌধুরীর দেশে আনন্দময় ছুটি কাটিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে নিরাপদ প্রত্যাবর্তন কামনা করেন।

নিউইয়র্কে আলোচনা সভায় ড. মোস্তফা সরোয়ার

সিরাজুল আলম খান ছিলেন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা, সততার পরীক্ষায় উত্তীর্ন নির্লুভ, নিরহংকার মানুষ

নিউইয়র্ক: সিরাজুল আলম খান স্মৃতি পরিষদের উদোগে গত ৮ ডিসেম্বর শুক্রবার সন্ধ্যায় স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে সংগঠনের আহবায়ক ড. মহসিন পাটোয়ারীর সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় অব নিউ অরলিন্সের এমিরেটস অধ্যাপক ড. মোস্তফা সারওয়ার। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সদস্য সচিব, সাবেক ছাত্রনেতা শাহাব উদ্দীন। আলোচনায় অংশগ্রহন করেন এডভোকেট মুজিবুর রহমান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান, ডা. মুজিবুল হক, ওয়ালিউল ইসলাম সেলিম, লিগেল কনসালটেন্ট মুজিবুর রহমান, হাজী আনোয়ার হোসেন লিটন প্রমুখ নেতৃ বৃন্দ।

ড. মোস্তফা সারওয়ার বলেন, আমি ছাত্র জীবন থেকেই ছাত্র রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে ছিলাম। বিশেষ করে কাজী আরেফ আহমেদ, সিরাজুল আলম খানের খুব প্রিয় ছিলাম। আমি ছাত্র থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জীবনের খুব কাছে থেকে সিরাজুল আলম খানকে দেখেছি। তিনি সব সময় কর্মীদের বুকে আগলে রাখতেন। আদর্শিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতেন। বঙ্গবন্ধু অথবা বেগম মুজিবের কাছ থেকেই পয়সা এনে ঢাকার নীলখেতের আনোয়ারা রেস্টুরেন্টে কর্মীদের ভাত খাওয়ার বিল দিতেন। কিন্তু তিনি নিজে খেতেন না। তিনি রুমে এসে ডাল, ভাজি দিয়ে খেয়ে ফ্লোরে শুয়ে পড়তেন। তিনি তোফায়েল আহমেদ, আ স ম রব সহ বহু নেতার সৃষ্টি করেন। জয় বাংলা শ্লোগান, শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধি, বাংলাদেশের পতাকা, জয় বাংলা বাহিনী গঠন করে দেশকে পাকিস্তানীদের কবল থেকে মুক্তির জন্য সশস্ত্র মুক্তি সংগ্রামের দিকে নিয়ে স্বাধীন করার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে দেশের মানুষ ও ছাত্রসমাজ পরিচালিত করে ছিলেন। এক কথায় বলা যায় সিরাজ ভাই ছিলেন বঙ্গবন্ধুর ভেনগার্ড ও বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা।

সিরাজুল আলম খানের দেশপ্রেম, সততার জন্য বঙ্গবন্ধু খুবই স্নেহ করতেন। জাসদ গঠনের পরও সব সময় বঙ্গবন্ধু খোঁজ খবর নিতেন। একদিন অসুস্থতার খবর শুনে আমার সামনে বঙ্গবন্ধু বলেন, কি রে সিরাজ তোর না শরীর খারাপ। যা রাশিয়া থেকে গিয়ে চিকিৎসাটা করে আয়। কিন্তু তিনি



অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেন না ভাই, আমি ভালো আছি। এরকম আরও অনেক ঘটনা আমার সামনে-ই হয়েছে। একটি দল থেকে বেরিয়ে এসে সেই সময় জাসদ প্রধান বিরোধী দল হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলের নেতাদের মধ্যে কত মধুর সম্পর্ক ছিল এখন তা কল্পনাও করা যায় না। আজ হত্যা, হিংসা ও ধংসের রাজনীতি দেশ ও জাতীকে ধংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে এসেছে। এই ধারা পরিবর্তন করা একান্ত জরুরী। একটি গণতান্ত্রিক দেশে মতদ্বৈততা থাকবে একটাই স্বাভাবিক। এটা আদর্শিক মতবাদিক সংগ্রামের মাধ্যমে ই মোকাবেলা করতে হবে। মাসুল ম্যান পেশিশক্তির প্রভাব খাটিয়ে নয়।

সিরাজ ভাইর সাথে শেষ দিন পর্যন্ত ও আমার যোগাযোগ ছিল। দ্বীকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট, শ্রমিক কৃষক, ছাত্র সহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ও পেশার মানুষের নিয়ে বহু গবেষণামূলক লেখা রেখে গেছেন। এই সব লেখা সংগৃহীত করে সরকার ও বিরোধী দল দেশের কাজে লাগাতে পারেন। এবং আমাদের নূতন প্রজন্মের গবেষণার জন্য ও এগুলোকে সংগৃহিত করা একান্ত জরুরী। তিনি ছিলেন নির্লুভ আজীবন একজন দেশপ্রেমিক। তিনি এই পৃথিবীতে বউ বাচ্চা বাড়ি ঘর, ব্যাংক ব্যালেন্স, কিছুই রেখে যাননি। সে জন্য তিনি বলেন আমার মৃত্যুর পর কোন শোক সভা হবে না, শহীদ মিনারে নেওয়ার দরকার নেই। আমার মায়ের একটা সাদা কাপড় রেখেছি এটাদিয়ে মুড়িয়ে মা/ বাবার কবরের পাশে পূতে দিও। কতো উচু মনের দুরদর্শিতার মানুষ হলে এরকম কথা বলে যেতে পারেন। এধরনের মানুষ দল মতের উর্ধে রেখে তার জীবনাদর্শ চর্চা করলে আমরা সবাই উপকৃত হবো। সেই লক্ষ্যে নিউইয়র্কে সিরাজুল আলম খান স্মৃতি পরিষদের গঠনকে সাধুবাদ জানান। এবং আগামী ১৭ ডিসেম্বর রোববার সন্ধ্যা ছয়টা জ্যাকসন হাইটসের জুইস সেন্টারে অনুষ্ঠিতব্য 'বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে সিরাজুল আলম খানের ভূমিকা' সেমিনার একটা সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত। তিনি দল মত সবাইকে এই সেমিনারে উপস্থিত হওয়ার আহবান জানান। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

MIJAN REAL ESTATE LTD.

Reg. No. C-187784

মিজান রিয়েল এস্টেট লিমিটেড

রাজউক অনুমোদিত পূর্বাচল, উত্তরা এবং বসুন্ধরা,ধানমন্ডি, বনানী ও গুলশান সহ ঢাকায় জায়গা, বাড়ি, প্লট ও ফ্ল্যাট ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন। 917-631-5050



USA Address:
127-14 101 Avenue
Queens, NY 11419

Mijanur Rahman (Mijan)
Chairman & CEO
917-631-5050

EXIT REALTY PRIME
ThInkIng of BUYING-
SELLING, INVEST, RENT
Houses, Co-op&Condo
Mijanur Rahman (Mijan)
Licensed Real Estate Agent
189-10 Hillside Ave, Suite E, NY 11423
Tel: 718-262-0205, Fax: 718-262-0254
www.EXITprmeNY.com

Email: RealtorMijan@gmail.com

সেইফ হেল্‌থ মেডিকেল কেয়ার

অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত



MOHAMMED HELAL UDDIN, M.D.

মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন, এম.ডি.

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

শাদমান নোশিন
ফিজিশিয়ান এ্যাসিসট্যান্ট

কার্ডিওলজী — তরুণজিৎ সিং, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড জেনারেল, নিউক্লিয়ার এন্ড ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট

পডিয়াট্রি — ডা. সাদী আলম, ডিপিএম
পায়ের পাতা ও গোড়ালী রোগ বিশেষজ্ঞ

সাইকিয়াট্রিস্ট — সোহেল এম. শিপু, এম.ডি.
বোর্ড সার্টিফাইড এডাল্ট সাইকিয়াট্রিস্ট

We Accept most Insurance
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি

৩০৯৯ বেইনব্রিজ এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক ১০৪৬৭
ফোন: ৭১৮-৯৯৪-৭০০০
safehealth02@gmail.com

৯৩৮১ ক্যাসেলহিল এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক ১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯৭৫-৭৪৩১
safehealth02@gmail.com

বিশেষ ক্ষমতায় ইসরাইলকে ১৪ হাজার 'ট্যাংক শেল' দিচ্ছেন বাইডেন



ঢাকা ডেস্ক, ১০ ডিসেম্বর : যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ১৪ হাজার ট্যাংক শেল ইসরাইলের কাছে বিক্রি করতে যাচ্ছে। তবে কংগ্রেসের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা-পর্যালোচনা করেনি দেশটির সরকার।

শনিবার এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। খবর আলজাজিরার।

ইসরাইলের কাছে ১০৬ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করা হবে এসব ট্যাংক শেল।

সাধারণত কোনো দেশের কাছে যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র বা গোলাবারুদ বিক্রি করার আগে, তা কংগ্রেস পর্যালোচনা করে। এ পর্যালোচনার জন্য ২০ দিন সময় নেয় কংগ্রেস। তবে এই ১৪ হাজার ট্যাংক শেল দেওয়ার জন্য তা না করে নিজের বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন বাইডেন।

গাজায় অভিযানরত দখলদার ইসরাইলি বাহিনী এসব গোলা ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। মূলত এসব গোলা বড় প্যাকেজের একটি অংশ।

৫০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের ওই প্যাকেজের আওতায় যুক্তরাষ্ট্র সরকার ইসরাইলের মেরকাভা ট্যাংকের জন্য ৪৫ হাজার গোলা দেবে, যা গাজায় চলমান অভিযানে ব্যবহার করবে ইসরাইল।

হামাস কর্তৃক গত ৭ অক্টোবর ইসরাইলে হামলার প্রতিশোধ নিতে গাজায় অভিযান শুরু করে দখলদার ইসরাইলি বাহিনী। চলমান এই অভিযানে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে ১৭ হাজার ৭০০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। আর আহত হয়েছেন ৪৮ হাজার ৮০০ জনেরও বেশি মানুষ।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার গাজায় অবিলম্বে মানবিক যুদ্ধবিরতির জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের উত্থাপিত প্রস্তাবে ভেটো দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ফলে যুদ্ধবিরতির ওই প্রস্তাব আটকে গেছে।

স্বতন্ত্রদের দায়িত্ব নেবে না, আ'লীগ!

(প্রথম পাতার পর)

তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে জানিয়েছে, আসন সমঝোতা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। 'সম্মানজনক' সংখ্যক আসন ছাড়বে আওয়ামী লীগ। জাপাকে ছেড়ে দেওয়া আসন থেকে নৌকা সরাতে রাজি হলেও স্বতন্ত্র প্রার্থীদের দায়িত্ব নিতে চায় না শাসক দল। জয় নিশ্চতে জাপা চায়, তাদেরকে যেসব আসন ছাড়া হবে, সেখানে শুধু নৌকা নয়; আওয়ামী লীগের মনোনয়নবঞ্চিত স্বতন্ত্র প্রার্থীরাও থাকতে পারবেন না।

দলটির সূত্র জানিয়েছে, গত বুধবারের বৈঠকে আওয়ামী লীগের কাছে ৬০টির বেশি আসনে ছাড় চেয়েছিল জাপা। আওয়ামী লীগ ১০-১২টির বেশি আসন ছাড়তে রাজি ছিল না। তবে শনিবারের বৈঠকে আগের চেয়ে নমনীয় ছিলেন আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিরা। শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ কমবেশি ৩০টি আসন ছাড়তে পারে। জাপার একজন কো-চেয়ারম্যান সমকালকে বলেছেন, আসন সংখ্যার কারণে নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই।

নির্বাচনের তপশিল ঘোষণার পর থেকে দৃশ্যপটে নেই জাপা চেয়ারম্যান জি এম কাদের। গণমাধ্যমে কথা বলছেন না। জাপা সূত্র জানিয়েছে, আগের দুই বছর সরকারের কড়া সমালোচনা করলেও গত আগস্টে ভারত সফরের পর থেকে অনেকটাই নমনীয় অবস্থান নিয়েছেন জি এম কাদের। মাসখানেক আগেও নির্বাচন ব্যবস্থার সমালোচনা করা জাপা চেয়ারম্যান বিএনপিবিহীন ভোটে যাচ্ছেন একই কারণে। তাই জি এম কাদেরের বিষয়ে আপত্তি থাকলেও ক্ষমতাসীনরা তাঁকে জাপার একক নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছেন। তাতেই নির্বাচন থেকে ছিটকে গেছেন বিরোধীদলীয় নেতা রওশন এরশাদ। এ সমীকরণের কারণে জাপাকে আগামী সংসদে গণ্য করার মতো বিরোধী দল বানাতে সরকারি দল 'প্রয়োজনীয় সংখ্যক' আসন ছাড়বে।

জি এম কাদেরের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত একজনসহ জাপার দুই প্রেসিডিয়াম সদস্য সমকালকে বলেছেন, আওয়ামী লীগ প্রথমে কিংস পার্টি হিসেবে পরিচিত দলগুলোকে আগামী সংসদে প্রধান বিরোধী দল বানাতে চেয়েছিল। তবে দলগুলো বিএনপি নেতাদের ভাগিয়ে নির্বাচনে আনতে না পারায় এ পরিকল্পনা সফল হয়নি। দলের মনোনয়ন না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়া যত সংখ্যক আওয়ামী লীগ নেতাই এমপি হোন না কেন, তাদের নিয়ে বিরোধী দল বানাবে না আওয়ামী লীগ। প্রতিবেশী দেশ এবং আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতার জন্য জাতীয় পার্টিকে ফের প্রধান বিরোধী দল হতে দিতে হবে। এ কারণে হলেও জাপাকে সম্মানজনক আসন দিতে হবে। চলতি সংসদে সরাসরি নির্বাচিত জাপার ২৩ এমপি রয়েছেন। ৭ জানুয়ারীর নির্বাচনে এর চেয়ে বেশি সংখ্যক আসনে ছাড় পেতে পারে বিকল্প বিরোধী দল না থাকায়।

জাপার হয়ে আওয়ামী লীগের সঙ্গে আসন সমঝোতার আলোচনা চালাচ্ছেন দলের সিনিয়র কো-চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু। তাঁরা দু'জনই সরকারের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত। জাপার অন্য জ্যেষ্ঠ নেতারা দৃশ্যপটে নেই। আওয়ামী লীগের সঙ্গে বৈঠকের পর তাঁদেরকে আলোচনার অগ্রগতি জানানো হচ্ছে। আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও মুজিবুল হক চুন্নুর হাতে দলের নিয়ন্ত্রণ থাকায় জাপার নির্বাচন থেকে সরে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে জানিয়েছে দলীয় সূত্র। ১৪ দলের শরিকদের মতো নৌকা নয়; নিজস্ব প্রতীক লাঙ্গল নিয়ে নির্বাচন করবে জাপা। ১৪ দলের শরিকদের সঙ্গে দিনক্ষণ জানিয়ে বৈঠক করছে আওয়ামী লীগ। তবে জাপার ক্ষেত্রে তা হচ্ছে না। ৬ ডিসেম্বর রাতের বৈঠকের পর আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির নেতারা তা গণমাধ্যমে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু শনিবার রাতের বৈঠকের বিষয়ে কিছুই জানাননি।

জাপা সূত্র জানিয়েছে, আওয়ামী লীগের পক্ষে ছিলেন দলের সভাপতিমন্ডলীর সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল-আলম হানিফ, আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম ও সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম। জাপার পক্ষে ছিলেন মুজিবুল হক চুন্নু।

আসন ভাগাভাগি হবে- আগের দিন এ ইঙ্গিত দিলে শনিবার ফের কথা বদল করেন জাপা মহাসচিব। আসন বণ্টন নিয়ে আলোচনা হয়নি বলে দাবি করলেও ধোঁয়াশা রেখেছেন। বনানীতে দলের চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের বলেছেন, সংসদীয় পদ্ধতির সরকার যেখানে আছে, সেখানে আসন ভাগাভাগি হয়। অনেক দেশেই হয়। এবার হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে।

গত তিন নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোট অথবা আসন সমঝোতা করে অংশ নিয়েছে জাপা। এবার একই কৌশল থাকবে ইঙ্গিত দিয়ে জাপার কো-চেয়ারম্যান এবিএম রুহুল আমিন হাওলাদার সমকালকে বলেন, অতীতে একসঙ্গে পথ চলেছি। চাইলেই তো অতীত মুছে ফেলা যায় না। পরস্পরের প্রতি আস্থা ও ভালোবাসা রয়েছে। সম্মানজনক কিছু হবে বলে আশা করি।

বিএনপির বর্জনে দশম সংসদ নির্বাচনে জোট না হলেও আসন সমঝোতা ছিল আওয়ামী লীগ ও জাপার। এবারও বিএনপি নির্বাচন বর্জন করায় জাপা-আওয়ামী লীগের 'আসনের অঙ্ক' কী হবে, তা এখনও চূড়ান্ত নয়। জাপা সূত্র জানিয়েছিল, ৭ জানুয়ারির নির্বাচন 'অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ' করতে আওয়ামী লীগ চায় বিএনপিবিহীন ভোটযুদ্ধ যেন একতরফা না হয়। তাই ক্ষমতাসীনরা চেয়েছিল, নৌকা ও লাঙ্গলের প্রার্থীর মধ্যে প্রতিযোগিতা হোক। কিছু আসনে লাঙ্গলকে জেতানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। পরাজয়ের ঝুঁকি থাকায় ক্ষমতাসীন দলের এই কৌশলে রাজি হয়নি জাপা। লাঙ্গল নিয়ে নৌকার বিরুদ্ধে লড়তে রাজি নয়। জাপার এই অবস্থানের কারণে নৌকা সরিয়ে দিতে পারে আওয়ামী লীগ। শনিবার রাতের বৈঠকের কথা স্বীকার করলেও আসন ভাগাভাগির কথা হয়নি দাবি করে মুজিবুল হক চুন্নু বলেন, ভোটাররা যেন একটি ভালো নির্বাচনে কেন্দ্রে আসার সুযোগ পান, তেমন পরিবেশ যেন তৈরি হয়, তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নির্বাচনের আগ পর্যন্ত এ আলোচনা হবে। একটি অর্থবহ নির্বাচন করতে গেলে সময়ে সময়ে ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে যোগাযোগ হয়। তারাও করে, আমরাও করি। যত বেশি ভোটার কেন্দ্রে; ততই জাপার লাভ।



জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে সংস্কার করতে হবে: এরদোগান

ঢাকা ডেস্ক, ১০ ডিসেম্বর : জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সংস্কার আনার আহ্বান জানিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান।

অন্যান্য দেশের বিপুল সমর্থন সত্ত্বেও গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোতে ভেস্তে যাওয়ার পর শনিবার ইস্তাম্বুলে মানবাধিকারবিষয়ক এক সম্মেলনে তিনি এই আহ্বান জানান।

রয়টার্স জানিয়েছে, শনিবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সংস্কার আনার আহ্বান জানিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোগান। একই সঙ্গে জাতিসংঘে তোলা সংযুক্ত আরব আমিরাতের গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোদানের নিন্দা জানিয়েছেন তিনি।

ইস্তাম্বুলে মানবাধিকার সম্মেলনে দেওয়া বক্তৃতায় এরদোগান বলেন, যুদ্ধবিরতির জন্য জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের দাবি কেবল মার্কিন ভেটোর কারণে নাকচ হয়ে গেছে। এটাই কি ন্যায়বিচার?

তিনি বলেন, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদকে সংস্কার করতে হবে।

জাতিসংঘের সদর দপ্তর নিউইয়র্কে শুক্রবার সন্ধ্যায় (স্থানীয় সময়) গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবটি তোলা হয়। মুখে মুখে গাজায় যুদ্ধবিরতি, বেসামরিক জনগণের পূর্ণ নিরাপত্তার নীতিঘোড়া ছোটালেও বরাবরের মতো এবারও গাজায় ইসরাইলের পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ বন্ধের বড় বাধা হয়ে দাঁড়াল দোসর যুক্তরাষ্ট্রই। সুতরাং ফিলিস্তিনিদের হত্যায় আর কোনো আন্তর্জাতিক বাধা থাকল না গাজায়।

১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদে ১৩টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেয়। ভোটদানে বিরত ছিল যুক্তরাজ্য। শেষ পর্যন্ত ভেটো ক্ষমতাধর যুক্তরাষ্ট্র বিপক্ষে ভোট দিলে প্রস্তাবটি আটকে যায়।

প্রস্তাব আটকের পক্ষে যুক্তি হিসেবে জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন দূত রবার্ট উড বলেন, প্রস্তাবটি ভারসাম্যপূর্ণ নয়। এতে বাস্তবতা প্রতিফলিত হয়নি।

তবে গাজা ইস্যুতে এখন পর্যন্ত নিরাপত্তা পরিষদকে অকার্যকর করে রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের কড়া সমালোচনা করেছে রাশিয়া। এর ফলে গাজায় ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতিসংঘে নিযুক্ত রাশিয়ার দূত দিমিত্রি পোলিয়ানস্কি।

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে

নিরাপত্তা পরিষদে যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো

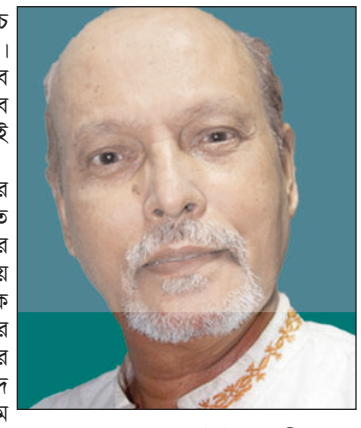
গত ৭ অক্টোবর ইসরাইলে হামাসের হামলার পর ইসরাইলি বাহিনী কোনো ধরনের যুদ্ধনীতি অবলম্বন না করে গাজায় নির্বিচারে বেসামরিক ফিলিস্তিনী হত্যা করে চলেছে। বাড়িঘর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমনকি হাসপাতালও বোমা মেরে ধ্বংস করে দিচ্ছে। বিশ্বের ইতিহাসে এমন বর্বর হামলা বিরল। সাধারণত যুদ্ধনীতি অনুযায়ী, নারী ও শিশু আক্রমণের লক্ষ্য হয় না। অথচ ইসরাইল হামাসকে ধ্বংস করার জন্য কোনো ধরনের যুদ্ধনীতির ধার না ধেরে নিরীহ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে চলেছে। শনিবার পর্যন্ত ইসরাইলি হামলায় প্রায় ১৭ হাজার ৪০০ জন ফিলিস্তিনী নিহত হয়েছে। এদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশই নারী ও শিশু। ইসরাইলি বাহিনীর হত্যাযজ্ঞে কোনো শ্রেণীর মানুষই রক্ষা পাচ্ছে না। এর মধ্যে দুইজন সাংবাদিকও নিহত হয়েছেন। এদের একজন আল জাজিরার সাংবাদিক, যার পুরো পরিবারই ইসরাইলি হামলায় নিহত হয়েছে। শুধু সাংবাদিকই নন, একজন কবিও নিহত হয়েছেন। ইসরাইলের যুদ্ধনীতি বর্হিভূত হামলার লক্ষ্য যে, ফিলিস্তিনীদের নির্মূল করা, তা পরিস্কার। গাজার ৮০ শতাংশ মানুষকে উদ্বাস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। ইসরাইলের এই বর্বরতাকে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মুখপাত্র ক্রিস্টিয়ান লিন্ডমিলার 'সভ্যতা ধ্বংসে'র সাথে তুলনা করেছেন।

ইসরাইলের বেপরোয়া হয়ে ওঠার মূল কারণ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ইসরাইল শত অন্যায় করলেও দেশটি সবসময় তার পাশে দাঁড়ায়। অস্ত্র ও অর্থসহ সবধরনের সহযোগিতা দিয়ে থাকে। বিশ্বব্যাপী ইসরাইলের নিন্দা করা হলেও যুক্তরাষ্ট্র তার সমর্থন থেকে একচুলও নড়ে না। গত দুই মাস ধরে ফিলিস্তিনে ইসরাইল যে বর্বরতা চালাচ্ছে, তাতে যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করছে। এর মানে হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র ফিলিস্তিনীদের হত্যায় ব্যবহৃত হচ্ছে। ফিলিস্তিনীদের হত্যার জন্য ইসরাইল যেমন দায়ী, যুক্তরাষ্ট্রও সমানভাবে দায়ী। অথচ হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ এমনকি মডারেট ইহুদীরা পর্যন্ত প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ করলেও জো বাইডেন প্রশাসন তা আমলে নিচ্ছে না। সব প্রতিবাদ উপেক্ষা করে সে একনিষ্ঠভাবে ইসরাইলের পাশে রয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য প্রভাবশালী দেশ যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানালেও ইসরাইল তা মানছে না এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলকে সমর্থন করে যাচ্ছে। অত্যন্ত দুঃখজনক, গত শুক্রবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আনিত যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রই একমাত্র দেশ যে ভেটো দিয়েছে। ১৫ সদস্যের নিরাপত্তা পরিষদের ১৩টি দেশ যুদ্ধবিরতির পক্ষে ভোট দিয়েছে। যুক্তরাজ্য ভোটদানে বিরত থেকেছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার, জাতিসংঘের মাহাসচিব আন্তেনিও গুতেরাস জাতিসংঘ সনদের ৯৯ আর্টিক্যাল প্রয়োগের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তার প্রেক্ষিতে, ডাকা নিরাপত্তা পরিষদের কথিত ভেটো দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ফিলিস্তিনী গণহত্যায় তার অবস্থান আরো স্পষ্ট করেছে।

ইরানের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রাইসি এখন রাশিয়া সফর করছেন। গত ৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে ফিলিস্তিন ইস্যু নিয়ে আলাপ করা হয়েছে। বৈঠকে পুতিন গাজায় ইসরাইল ও হামাসের চলমান সংঘাতকে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক ব্যর্থতা বলে আখ্যায়িত করে বলেছেন, দশকের পর দশক ধরে চলে আসা ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংঘাত নিরসনে রাশিয়া মধ্যস্ততা করতে প্রস্তুত। ইব্রাহিম রাইসি গাজায় ইসলাইলের নির্বিচার হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছেন, ফিলিস্তিন ও গাজায় ইসরাইল যা করছে, সেটা স্পষ্টতই যুদ্ধপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। এটি শুধু আঞ্চলিক ইস্যু নয়, পুরো মানবজাতির ইস্যু। এর দ্রুত সমাধান খুঁজে বের করা জরুরি। আমরা মনে করি, ফিলিস্তিন ইস্যুতে ইসরাইল ও তার মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের উচিৎ প্রভাবশালী দেশসহ সারা বিশ্বের সেন্টিমেন্ট উপলব্ধি করা। যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে ইসরাইলকে সমর্থন দিয়ে যে বিশ্বে তার প্রভাব হারাচ্ছে, তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেশটির উচিৎ ফিলিস্তিনে ইসরাইলের গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধকে সমর্থন না দিয়ে তা বন্ধে পদক্ষেপ নেয়া।

ভেবে আরো গ্লানি বোধ করি

॥ সালাহউদ্দিন বাবর ॥



ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান, সন্দেহ নেই তিনি ক্রিকেটের খ্যাতিমান এক অলরাউন্ডার। আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে যোগ দিয়েই সবাইকে অবাক করেছে। নৌকা প্রতীক পেয়ে একটা 'মিলেমিশে' বা রঙ তামাশার নির্বাচনে প্রার্থীও হয়েছেন। নিশ্চয়ই সাবেক বিএনপি নেতা মেজর শাহজাহান ওমরের (অব:) মতো জনাব সাকিবের যথেষ্ট 'হ্যাডম' আছে বলেই দলে যোগ দেয়ার আগেই দলের নির্বাচনী টিকিট পেতে এতটুকু কষ্ট ক্লেশ লবিং করতে হয়নি। রাজনীতিতেও তিনি নাকি অলরাউন্ডারই হবেন বলে উল্লেখ করেছেন। রাজনৈতিক অঙ্গনের এই অলরাউন্ডার বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন তা স্পষ্ট করেননি। রাজনীতির স্বঘোষিত এই অলরাউন্ডার অবশ্য এই ময়দানে নেমে প্রথমেই বোল্ডআউট হয়ে গেছেন।

যেমন, তিনি তার জনপ্রিয়তার 'হ্যাডম' দেখাতে মনোনয়নপত্র জমা দিতে বহু লোকজন নিয়ে নমিনেশন পেপার জমা দিতে গিয়েছিলেন। যা বিধিসম্মত নয়। নির্বাচন কমিশনে শোকজ নোটিশের জবাবে জনাব সাকিব অকপটে তা স্বীকার করেছেন। যে প্রার্থী এই সাধারণ বিধানই জানতেন না। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি সংসদ সদস্য পদের নির্বাচন করতে যাচ্ছেন। অথচ সাধারণবিধিটাই জেনে নেয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। আমাদের এই অনুমান ভুল হতে পারে। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন, আওয়ামী লীগার হয়ে যাওয়ার পর দেশের কোনো বিধিবিধান মানা কি খুব দরকার পড়ে। তা ছাড়া তার দল আওয়ামী লীগ সব আইন-কানুন অমান্য করেই ১৫ বছর ধরে দিব্বি রাষ্ট্রক্ষমতায় রয়েছে। সাকিব এসব জানেন বলে তার 'হ্যাডম' এতখানি। শুধু সাকিব নন, জনাব শাহজাহান ওমর কম যান কোথায়।

সাকিব সাহেব শুধু একাই এমন 'হ্যাডম' দেখিয়েছেন। সেটা ঠিক নয়। তার দলের সদস্যগণ নির্বাচন নিয়ে 'কুছ পরোওয়া' নেই মুডে অতীতেও থাকতেন এবং এখনো আছেন। বিশেষ করে যারাই নৌকা প্রতীক হাতে পেয়েছেন। আজ পর্যন্ত এসব প্রতীকধারীকে কখনোই ভোট নিয়ে ভাবতে হয়নি। মানুষের কাছে সমর্থন পেতে তাদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরতে হয়নি। তারা এও জানেন সম্মুখেও যেতে হবে না। সংসদের প্রবেশের গেট পাস তারা আগেই পেয়ে যান। নৌকায় ওঠার সাথে সাথেই তাদের ভোটকর্ম শেষ। এখন সংসদে প্রবেশের ক্ষেত্রে জনগণের হাত নয় ক্ষমতাসীনদের হাত থেকে নিতে হয়।

তবে সেই সংসদে প্রবেশ করার তাদের লক্ষ্য এমন নয়। তারা দেশ সেবার জন্য মরিয়া। তাদের মনের গহিনের বাসনাটি হচ্ছে আত্মসেবা। একাদশ সংসদের যারা সদস্য, তারা কতটুকু দেশ সেবা করেছেন। আর কতটুকু আত্মসেবা করেছেন। তার সামান্য কিছু হিসাব প্রকাশ পেয়েছে। প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে সেটা উল্লেখ করা যেতে পারে। বর্তমান সংসদে যারা সদস্য তাদের পূর্বাপর সম্পদের ফিরিস্তি হচ্ছে। পূর্বে যা ছিল কুমিল্লার লালমাইয়ের টিলা মতো। এখন সেখান থেকে সম্পদ তিন পার্বত্য জেলার সর্বোচ্চ পাহাড়ের মতো দীর্ঘ ও স্ফীত হয়েছে। আর একাদশ সংসদের সদস্যরা রাষ্ট্রের কতটা সাশ্রয় করে গেছেন। তার খন্ডাংশের কিছু তথ্যও প্রকাশ পেয়েছে। একাদশ সংসদের সম্মানিত সদস্যদের অধিবেশনে যোগ দেয়া নিয়ে হেলা অবহেলার কোনো শেষ ছিল না। সে কারণে সংসদের কোরামের অভাবে সংসদ অধিবেশনে মিলিত হতে নিয়তই বিলম্ব ঘটে। এর ফলে রাষ্ট্রের বিপুল অঙ্কের অর্থের অপচয় হয়েছে। আগামীতে এমনই এক সংসদেরই সদস্য হতে যাচ্ছেন সাকিব আল হাসান। এখনই তার যে হ্যাডম জনগণ দেখছে সেটা অবাক হওয়ারই মতো নয়। ইতোমধ্যে শোনা গেছে, টাকাকড়ির টানে তিনি নাকি নির্বাচন ফেলে দেশের বাইরে গিয়েছেন ক্রিকেট খেলতে। এ ছাড়া আরো অনেক ব্যবসা বাণিজ্য আছে তার। বাংলাদেশে ফ্রিস্টাইল ব্যবসা বাণিজ্য করতে যদি এমপির একটা তকমা জোগাড় করা যায়। তবে দিনে দিনে ব্যবসা বাণিজ্যের শনৈই শনৈই তরকিক আর কে ঠেকায়। আজকাল এমপি হওয়ার মতলবটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেটা খুব কষ্ট করে ঝুঝতে হয় না। শাসক দলের টিকিট পেলে একেবারে 'শিয়োর শট'। কোনো মায়ের পুত্র ধনের ধড়ে কটা মাথা আছে যে সাকিব সাহেবদের ক্যাচ লুফে নিতে পারবে। এটা সাকিব সাহেব নন, তার আর সব সারথিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

যাই হোক, গভীর বেদনা নিয়ে লিখতে হচ্ছে আমাদের অনেকের প্রিয় ইবরাহিম ভাইকে নিয়ে। হ্যাঁ, আমাদের প্রিয় ভাই মেজর জেনারেল সৈয়দ মুহম্মদ ইবরাহিম (বীর প্রতীক) (অব:), তার সাথে আমার সখ্যতা দীর্ঘ তিন দশকের মতো। ইবরাহিম ভাইয়ের ছোট ভাই সৈয়দ মুহাম্মদ ইশহাক (মরহুম) শুধু আমার অনুজ প্রতিমই ছিল না। সেই মেধাবী যুবক আমার তারুণ্যে প্রিয় সহকর্মীও ছিল। ওর চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলাম বটে। কিন্তু আমাদের সম্পর্ক গভীর মমতার ও বন্ধুত্বের পর্যায়ে ছিল। যাক সে কথা। নয়া দিগন্তের প্রতিটি অনুষ্ঠানে বিশেষ করে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে ইব্রাহিম ভাই কখনোই গরহাজির থাকতেন না।

এই তো গত ২৫ অক্টোবর '২৩ তারিখে তিনি নয়া দিগন্তের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। সে অনুষ্ঠানে জেনারেল সাহেব যে বক্তব্য পেশ করেছিলেন তার কয়েকটি মাত্র চরণ প্রাসঙ্গিক কারণে উদ্ধৃত করা হলো। 'মহান আল্লাহ রাব্বুল আল আমিনের কাছে শুকরিয়া জানাই যে, আপনাদের প্রত্যেকটি ফাংশনে আসতে পেরেছি। আপনাদের জীবনের ১৯ বছর পার করেছেন। তার মধ্যে ১৭ বছর নিয়মিত আপনাদের জন্য কলাম লিখেছি। ১৯ বছর পার করেছেন এর মধ্যে বিগত ১৫ বছর না হলেও ১০টি বছর আপনাদের জন্য অনেক কষ্টদায়ক হয়েছে। এর কারণ বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক নেতৃত্ব, আপনারা সাংবাদিকতার যে মূল্যবোধকে ধরে রেখেছেন সেটা বর্তমান রাজনৈতিক সরকার পছন্দ করে বলে মনে করি না। আমি স্পষ্ট ভাষায় কথা বলি, আমার বদনাম আছে আমি স্পষ্টভাষী। আবার এ সুনামও আছে আমি যুক্তি দিয়ে কথা বলি। বাংলাদেশ এখন দুই ভাগে বিভক্ত। এ ক টা কে ইংরেজিতে বলা যায় সিভিল, সুশীল, শোভনীয়। আরেকটাকে বলা যায় এভিল, শয়তানি, দুর্বৃত্ত, কষ্টদায়ক। এই দুই লড়াইয়ে আপনারা আছেন ডান দিকে, সিভিল শোভনীয়, কল্যাণময়। আর অপর পক্ষে যারা আছে তারা চাইবে না আপনাদের প্রসার হোক। দিগন্তের জন্য পথটা অনেক কষ্টকর। ইবরাহিম ভাই অক্টোবরের ২৫ তারিখে আপনি ছিলেন আমাদের কল্যাণকামী। আপনি যাদের বলেছিলেন আমাদের প্রসার চায় না। মনে বড় কষ্ট নিয়ে বলতে চাই। আপনি কেমন করে আমাদের ও জাতির যারা প্রসার চায় না। তাদের শিবিরে কিভাবে যোগ দিলেন। আপনার এই মতিগতি নিয়ে এখন জাতি খুব কষ্ট পায়। আমাদের মনে হয় আপনি দুই কূলই না হারিয়ে ফেলেন। ইবরাহিম ভাই একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা জাতির জন্য জীবন দিতে যুদ্ধে গিয়েছিলেন। এখন অনেক বলেন আজো একটা মুক্তিযুদ্ধ চলছে। এই যুদ্ধেও আপনি প্রথম সারিতেই ছিলেন। কিন্তু রনেভঙ্গ দিয়েছেন। আগামীতে ইতিহাস বলে দেবে আপনি নায়ক না খলনায়ক। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি আমার প্রিয় ইবরাহিম ভাইকে নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন সব কথা বলা হচ্ছে, যা শুনতে পড়তে খুব কষ্ট হচ্ছে। মন ভেঙে যাচ্ছে।

দেশের মানুষের বড় দুঃখ। গত দুটো সংসদ নির্বাচনে তাদের পক্ষে ভোট দেয়ার মৌলিক সাংবিধানিক অধিকারটুকু তারা প্রয়োগ করতে পারেনি। ৭ জানুয়ারি '২৪ সালে যে নির্বাচন হচ্ছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। সেই ছলনার ভোটকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করবে। গণতন্ত্র শব্দটি এখন এখানে ছলনার প্রতিশব্দ বলে মানুষ মনে করে। এই অধঃগতির পথকে মসৃণ করেছে রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তথা স্তম্ভ। তাদের সারথি হয়ে আছে প্রজাতন্ত্রের সাংবিধানিক সব সংগঠন। সত্যিই আজ মনে কষ্ট, কেননা ব্যক্তির অতি ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য ওই সব প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ রাষ্ট্রের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত। ভেবে আরো গানিবোধ করি। দেশের ভুখানাঙ্গা মানুষগুলোর কষ্টের সর্বশেষ মুদ্রাটি পর্যন্ত, ওই সব ব্যক্তির আরাম-আয়েশ ও বেশভূষার জন্য দিয়ে যাচ্ছে। তাদের সর্বোচ্চ ত্যাগের একটি মাত্র লক্ষ্য, কখনো যদি জাতির ক্রান্তিলগ্ন এসে উপস্থিত হয়। তারা সিনা ফুলিয়ে দাঁড়াবে। মনে হয় আজ সেই ক্রান্তিলগ্ন দুয়ারে উপস্থিত। কিন্তু জনতার সেই স্বপ এখন যেন দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়ে উঠছে। সেই সব প্রবর স্বার্থান্বেষী মহলের পদ যুগলে শিরদাঁড়া বেঁকিয়ে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে আছে।

দশম ও একাদশ, এই দুই সংসদ নিয়ে। একেবারে যৌক্তিক কারণে এবং অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানের আলোকে। যত সব লজ্জাজনক বিশেষণ যোগ হচ্ছে ও সংসদ দুটো অগ্রপশ্চাতে। একটি 'ভোটারবিহীন' নির্বাচন আর অপরটিকে বলছে 'নিশিরাতে' ভোট। একটি জনবিরল অপরটি নিশিরাত। এই দুই পরিবেশে কখনোই কোনো ভালো কাজ হয় না। এসবের সাথে অশ্লীলতার 'বদবু' তথা দুর্গন্ধ জড়িয়ে আছে।

এই সব অতীত নিয়ে মানুষ কিভাবে ভাবতে পারে অদূরভবিষ্যতে ভালো একটা ভোট হতে পারে। তা ছাড়া যেসব আলামত এখন লক্ষ করা যাচ্ছে যার দুটো উদাহরণ ওপরে দিয়ে, এই নিবন্ধের সূচনা করা হয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের অন্যতম প্রধান আগেই বলে দিয়েছেন (নির্বাচন নিয়ে) খেলা হবে, শত ফুল ফুটে। দেশবাসী দেখছেন হ্যাঁ 'বলি খেলা' হচ্ছে। আর কাগজের অনেক ফুল সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এখনো কি মানুষের বুঝতে বাকি আছে। শাসক দল ও নির্বাচন কমিশন এই দুই সারথি সমান্তরালভাবে দেশকে কোথায় এবং কোন জিনজিরে আটকে রাখতে পথ চলছে।

E-mail: ndigantababar@gmail.com

নামাজের সময়-সূচী

ডিসেম্বর	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
ফজর	৫.৪৯	৫.৪৮	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫১	৫.৫২	৫.৫৩
সূর্যোদয়	৭.০৯	৭.১০	৭.১১১	৭.১২	৭.১২	৭.১৩	৭.১৪
জোহর	১১.৪৯	১১.৫০	১১.৫০	১১.৫১	১১.৫১	১১.৫২	১১.৫২
আসর	২.৪৭	২.৪৭	২.৪৮	২.৪৮	২.৪৮	২.৪৯	২.৪৯
মাগরিব	৪.২৮	৪.২৮	৪.২৯	৪.২৯	৪.২৯	৪.২৯	৪.৩০
এশা	৫.৫০	৫.৫০	৫.৫১	৫.৫১	৫.৫১	৫.৫১	৫.৫২

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৭ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৮ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমনীতি এবং গার্মেন্টসশিল্পে করণীয়

॥ নিরঞ্জন রায় ॥

অনেক দেশই কথা কম বলে, কাজ বেশি করে। উন্নত বিশ্ব, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্র তো কোনো রকম কথাই বলে না। তারা অ্যাকশনের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেয়। ভিসানীতি, স্যাংশন, বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার মতো স্পর্শকাতর এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র আগে থেকে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করে না, বরং সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষা করে চলে।

আমাদের যখন পেশাগত দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের এসব সিদ্ধান্তের ব্যাপারে খোঁজখবর রাখতে হয়, তখন তাদের অতি গোপনীয়তার বিষয়টি সব সময় মাথায় রাখতে হয়। কোনো অবস্থায়ই যেন তাদের গোপনীয়তার বিষয়টি উপেক্ষিত না হয়। এসব ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রথম কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ করা গেল। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র যথেষ্ট ঢাকঢোল পিটিয়েই অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বরং বলা যায়, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যতটা হুংকার দিয়েছে, ততটা ব্যবস্থা নেয়নি। এই ব্যতিক্রমের কারণ হচ্ছে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ। আরেকটি ব্যতিক্রম হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ভূমিকা। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভিসানীতি, বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা এবং সাম্প্রতিক শ্রমনীতি প্রয়োগের বিষয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করছে, তেমনটি আগে কখনো হয়নি। এখানেই যথেষ্ট সংশয় এবং শঙ্কা।

বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় আমাদের দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং বলা চলে একেবারে বিপরীত। কেননা আমরা বলি বেশি, কাজ করি কম। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র যে শ্রমনীতি ঘোষণা করেছে, বিশেষ করে বিশ্বব্যাপী শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট যে মেমোরেন্ডাম স্বাক্ষর করেছেন এবং এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন যে বক্তব্য দিয়েছেন, সেখান থেকেই এই আলোচনা শুরু হয়েছে, যা আর থামছেই না। দেশের পত্রপত্রিকা, টেলিভিশন টক শো এবং রাজনৈতিক অঙ্গনে বিষয়টি নিয়ে আলোচনার ঝড় বয়ে চলেছে।

যে যেভাবে পারছে সেভাবেই বলছে, তাতে এর সঙ্গে বাস্তবতার কোনো মিল থাকুক আর না-ই থাকুক। এই আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে এ ব্যাপারে সরকারকে সতর্ক করে ইস্যু করা একটি পত্র। এই পত্রটি যেভাবে মিডিয়ায় এসেছে, তাতে আমি রীতিমতো অবাক হয়েছি। আমি ডিপ্লোম্যাট নই এবং আমার ডিপ্লোমেটিক অফিসে কাজের কোনো অভিজ্ঞতাও নেই। তার পরও এতটুকু বুঝি যে যুক্তরাষ্ট্রের বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে এ রকম পত্র এভাবে যাওয়া ঠিক হয়নি। আর গেলেও অতি গোপনীয়তা রক্ষা করা উচিত ছিল। এই চিঠির মাধ্যমে তারা কী বোঝাতে চেয়েছে, তা আমার কাছে মোটেই বোধগম্য নয়। এই চিঠির মাধ্যমে যদি বোঝাতে চায় যে তারা বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট খোঁজখবর রাখছে, তাহলে এক কথা। কিন্তু এই একটিমাত্র চিটি পাঠিয়ে তারা যদি মনে করে যে তাদের দায়িত্ব শেষ, তাহলে সেটি মোটেও ঠিক হবে না। কারণ তারা স্পটে আছে, তাই তারা অনেক বাস্তব অবস্থাই ভালোভাবে বুঝতে পারবে এবং সে অনুযায়ী সরকার, গার্মেন্টস মালিক এবং শ্রমিক সংগঠনের জন্য সুনির্দিষ্ট করণীয় তুলে ধরে সুস্পষ্ট যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমনীতি এবং গার্মেন্টসশিল্পে করণীয় কিছু সুপারিশ করবে, এটাই প্রত্যাশিত।

যুক্তরাষ্ট্র যদি বাংলাদেশের গার্মেন্টসশিল্পের বিরুদ্ধে তাদের শ্রমনীতি প্রয়োগ করে, তার প্রভাব শুধু যে বাংলাদেশের এই রপ্তানি খাতের ওপর পড়বে তেমন নয়, এর নেতিবাচক প্রভাব যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ওপরও পড়বে। আমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে যে যুক্তরাষ্ট্র কখনোই আমাদের দেশের উন্নতি বা দরিদ্র শ্রমিকের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে আমাদের দেশ থেকে তৈরি পোশাক আমদানি করে না। তুলনামূলক কম দামে মানসম্পন্ন পোশাক পায় বলেই যুক্তরাষ্ট্রের রিটেইল স্টোরগুলো বাংলাদেশের গার্মেন্টস আমদানি করে। এই কম দামে পণ্য ক্রয়ের কারণে আমদানিকারকদের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিও যথেষ্ট লাভবান হয়। কেননা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ যথেষ্ট কম মূল্যে কাপড়চোপড় ক্রয় করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, যারা এসব গার্মেন্টস বাংলাদেশ থেকে কম মূল্যে আমদানি করে, তাদের লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে সেসব কম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের ভালো লভ্যাংশ দিতে পারে, যা যুক্তরাষ্ট্রের স্টক মার্কেটে সহায়ক ভূমিকা রাখে। অথচ দুর্ভাগ্য হচ্ছে, আমাদের মধ্যে চরম রাজনৈতিক মতপার্থক্য এবং গার্মেন্টস মালিকদের উপযুক্ত ব্যাবসায়িক কৌশলের অভাবে, আমরা এই চমৎকার



সুযোগ আমাদের মতো করে কাজে লাগাতে পারছি না। পক্ষান্তরে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ অর্থনীতি ও ক্ষমতাধর দেশ হওয়ায় তারা আমাদের সুযোগই আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহারের হুমকি দিতে পারছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র তাদের সম্প্রতি ঘোষিত শ্রমনীতি বাস্তবে প্রয়োগ করার মতো অবস্থায় আছে কি না। এই শ্রমনীতি প্রয়োগের যে ক্ষতিকর দিক, তা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ী এবং জনগণের নেওয়ার মতো অবস্থা এখন আছে কি না, সেটা এক বড় প্রশ্ন। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে রাশিয়ার বিরুদ্ধে নির্বিচারে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে, তার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের এবং ইউরোপের বৃহৎ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান মারাত্মক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। তড়িঘড়ি করে রাশিয়া ত্যাগ করায় তাদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও সম্পদ ফেলে রেখে আসতে হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সেখানকার ব্যবসা থেকে যে মুনাফা আসত, সেটাও হারাতে হয়েছে। সাম্প্রতিক ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধের কারণেও পশ্চিমা বিশ্বের, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীরা আরেক ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হতে শুরু করেছেন। বর্তমান বাইডেন সরকারের ইসরায়েল নীতি মধ্যপ্রাচ্য এবং যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বিশাল মুসলিম সম্প্রদায়সহ অনেককেই চরমভাবে হতাশ করেছে। তাদের হতাশা কোনো না কোনোভাবে এখানকার ব্যবসায়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমা বিশ্বের, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের বিক্রয়ে ভাটা পড়ার খবর এরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি রাজ্যে মুসলিম জনগোষ্ঠী, যারা মূলত ডেমোক্র্যাটদের ভোট বাংক বলে পরিচিত, তারা আগামী নির্বাচনে জো বাইডেন বা ডেমোক্র্যাটদের ভোট দেবে না মর্মে প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছে। তারা যদি ভোট বর্জনের ঘোষণা দিতে পারে, তাহলে অনেক পণ্য এবং সেবা বর্জনের ঘোষণা দিতেও কুণ্ঠা বোধ করবে না। ফলে বিষয়টি যুক্তরাষ্ট্রের সরকার, নীতিনির্ধারক, রাজনীতিবিদ এবং ব্যবসায়ীদের জন্য যে মোটেই স্বস্তিদায়ক নয়, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। এদিকে কয়েক বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে টান টান উত্তেজনার কারণে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের অনেক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান তাদের পণ্যসামগ্রীর উৎস চীন থেকে সরিয়ে অন্যান্য দেশে রিলোকেশন করতে শুরু করেছে অনেক আগে থেকেই। এখন জো বাইডেনের সরকার যদি আসলেই বাংলাদেশের গার্মেন্টসশিল্পের ওপর তাদের ঘোষিত শ্রমনীতি প্রয়োগ করে কিছু নিষেধাজ্ঞা দিয়ে বসে, যুক্তরাষ্ট্রের গার্মেন্টস আমদানিকারক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকে তাদের পোশাকের জন্য সাপ্লাই সোর্স পুনরায় রিলোকেশন করতে হবে, যার ক্ষতি এবং ঝামেলা নেহাত কম হবে না।

যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের এমনই এক ক্ষমতাধর রাষ্ট্র, যাদের নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে অনেক আছে। যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ এবং ব্যবসায়ীদের ভালোমন্দের বিষয় বিবেচনায় না নিয়ে, যুক্তরাষ্ট্র অনেক সিদ্ধান্ত এর আগে নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার এবং নীতিনির্ধারকরা বাংলাদেশের ব্যাপারে কী ধরনের কৌশল নিয়ে রেখেছেন, তা আমরা সঠিকভাবে জানি না এবং জানা সম্ভবও নয়। তাঁরা যদি সত্যি তেমন কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেনই, তাহলে তাঁরা তাঁদের দেশের জনগণ এবং ব্যবসায়ীদের সমস্যা হবে জেনেও বাংলাদেশের গার্মেন্টসশিল্পে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমনীতি প্রয়োগ করে কিছু নিষেধাজ্ঞার আশ্রয় নিতে পারে। তাই কোনো রকম অনুমানের ওপর নির্ভর না করে, এ রকম একটা কিছু হতে পারে তেমনটা ধরে নিয়েই আমাদের নিজেদের কৌশল নির্ধারণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী স্ব-উদ্যোগে কিছু পদক্ষেপ আগে থেকেই গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের দেশের গার্মেন্টস কারখানার মান যথেষ্ট উন্নত হয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার পরও কারখানাগুলোর মান এবং শ্রমিকদের কল্যাণের বিষয়টি পুনরায় মূল্যায়ন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন। সেখানে যদি কোনো কিছু ঘাটতি থেকেও থাকে, তাহলে সেটি অনতিবিলম্বে পূরণ করে ফেলতে হবে। গার্মেন্টস মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যকার সুসম্পর্ক আরো নিবিড় করতে হবে। দেশে কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে, যেখানে গার্মেন্টস মালিক ও শ্রমিক একসঙ্গে অংশগ্রহণ করে এবং সেসব কার্যক্রম স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক মাধ্যমে প্রচার করার প্রয়োজন আছে। গার্মেন্টস মালিকদের নিজ খরচে আন্তর্জাতিক অঙ্গনের কিছু থিংকট্যাংক এবং গবেষণাপ্রতিষ্ঠানকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাদের দেশের গার্মেন্টস কারখানা ও শ্রমিকদের অবস্থা সরেজমিনে গিয়ে পরিদর্শন করে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। বছরে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে যদি আমাদের দেশের গার্মেন্টস রপ্তানির পরিমাণ হয় ৯ বিলিয়ন ডলার, তাহলে এর একটি অংশ যুক্তরাষ্ট্রের বাজার ধরে রাখার কাজে ব্যয় করতেই হবে। মোট রপ্তানির প্রায় ২.৫০ শতাংশ পরিমাণ, অর্থাৎ ২২৫ মিলিয়ন ডলার যুক্তরাষ্ট্রে বাজার ধরে রাখা এবং ক্রমাগত সম্প্রসারণের কাজে ব্যয় করার কথা বিবেচনা করতে হবে। যদি মোট রপ্তানির ২.৫০ শতাংশ অর্থ গার্মেন্টস মালিকদের জন্য কষ্টকর হয়, সে ক্ষেত্রে সরকার প্রণোদনা হিসেবে কিছু অংশ বহন করতে পারে।

এই প্রমোশনাল খরচ সাধারণত তিনভাবে করা যেতে পারে। প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি গার্মেন্টসের পক্ষে সব সময় কাজ করার জন্য একটি প্রতিষ্ঠিত লবিস্ট ফার্ম নিয়োগ দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশি গার্মেন্টস 'দামে সস্তা, মানে ভালো কিন্তু শ্রমমান বজায় রেখে উৎপাদিত' স্লোগান দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার কিছু সংবাদমাধ্যমে, বিশেষ করে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ও ব্লুমবার্গ বিজিনেস উইকের মতো সংবাদমাধ্যমে নিয়মিত বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তৃতীয়ত, কিছু অর্থ যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিটি উন্নয়নে ব্যয় করতে হবে। কিছু ফুড ব্যাংক পরিচালনা করা, কিছু স্কুলের ইভেন্ট স্পন্সর করা, কিছু চ্যারিটিতে দান করার মতো কাজে ব্যয় করার উদ্যোগ নিতে হবে। এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশি গার্মেন্টসের একটা ভালো ব্র্যান্ডিং তৈরি হবে। এর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের সমাজ এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের মধ্যে বাংলাদেশের গার্মেন্টস সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা হবে। তখন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কিছু পদক্ষেপ নিতে সাতবার চিন্তা করবে। এসব পদক্ষেপের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজার ধরে রাখার পাশাপাশি বিশ্বের বৃহৎ অর্থনীতি যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি গার্মেন্টসের দীর্ঘমেয়াদি বাজার সম্প্রসারণ করাও সম্ভব হবে।

আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন। তার ওপর বর্তমান বিশ্বরাজনীতির টালমাটাল অবস্থা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র নিজেই এক ধরনের চাপের মধ্যে আছে। এ রকম একটি পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র তাদের সম্প্রতি ঘোষিত শ্রমনীতি প্রয়োগ করে নতুন আরেক সমস্যার সৃষ্টি করবে কি না, তা ভবিষ্যৎ বলবে। তবে আমাদের তো বসে থাকলে চলবে না, বরং এখনই তৎপর হতে হবে এবং স্ব-উদ্যোগে প্রয়োজনীয় কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর তেমনটা করতে পারলে আমাদের প্রধান রপ্তানি খাত গার্মেন্টসশিল্প সংকটে তো পড়বেই না, বরং টেকসই বাজার নিশ্চিত করতে পারবে।

লেখক: সার্টিফায়েড অ্যান্টি মানি লন্ডারিং স্পেশালিস্ট ও ব্যাংকার টরন্টো, কানাডা



কী অপরাধ ছিল রাজকুমারীর!

॥ ড. মো. আনিসুজ্জামান ॥

রুধিরাক্ত বাংলাদেশের হৃদয়জুড়ে রাজকুমারী। বাংলাদেশের সমান তাঁর বয়স। তার চেয়েও বেশি তিনি ভালোবাসেন বাংলাদেশ। তাঁর ক্ষতবিক্ষত হৃদয়জুড়ে আছে লাল-সবুজের পতাকা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে স্থান পায় রাজকুমারী সুন্দরী বালার মতো শতসহস্র মানুষের এক সাগর রক্তের বিনিময়ে। জাতির জনকের আহ্বানে স্বাধীনতার জন্য বাঙালি রক্ত দিয়েছে অকাতরে। বিদেশি বিভাষী শাসক-শোষক মুক্ত করেছে মানচিত্র থেকে। রাজকুমারীরা শুধু বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশকে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেনি, বাঙালীকে আত্মমর্যায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বিদেশি, বিভাষী বিদেশনির্ভর শাসনব্যবস্থা কোনো জাতির জন্য মঙ্গলজনক নয়। বাংলাদেশ ব্যতিক্রম নয়, তবু বিদেশিদের পরামর্শ-নির্দেশনা সরকার পরিবর্তনের সময় সুযোগসন্ধানী জাত্যাভিমানীরা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে। এতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি। ২০ মে ১৯৭১ সালে রাজকুমারী সুন্দরী বালার বয়স মাত্র ছয় মাস।

ছয় মাস, সাত মাস, পাঁচ মাস- সবই অনুমান। নাম কী, পরিচয় কী? কিছুই জানা নেই। মায়ের শাঁখা-সিঁদুর দেখে ধর্ম পরিচয় পাওয়া গেল। কিন্তু বংশ কী? গোত্র কী? ব্রাহ্মণ, শূদ্র, কায়স্থ, নাকি ক্ষত্রিয়? একটাই পরিচয়, মানুষ। চুকনগর গণহত্যার শিকার শিশু রাজকুমারীর মা-বাবা, পরিবার-পরিজনসহ প্রায় ১০ হাজার মানুষ, যারা বেঁচে থাকার জন্য প্রতিবেশী দেশ ভারতের শরণার্থী শিবিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। হায়েনার দল পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে নিরপরাধ বাঙালিদের। লাশের স্তূপে বেঁচে থাকেন রাজকুমারী সুন্দরী বালা।

পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় নৃশংস গণহত্যা সংঘটিত হয় চুকনগরে। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও শান্তি কমিটির সদস্যদের পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে এই নির্মম হত্যাকা- সংঘটিত হয়। জাতীয় পতাকার লালবৃত্তটি শতসহস্র নিরস্ত্র মানুষের রক্তের দাগ। শহীদের রক্তে রঞ্জিত এই পতাকা ১৯৭৫ সালের নির্মম নৃশংস হত্যাকা-ের পর সামরিক স্বৈশাসকরা তুলে দিয়েছিলেন বাংলাদেশবিরোধী শক্তির হাতে। স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির পরিকল্পনা, অর্থায়নে এবং নেতৃত্বে গড়ে ওঠে জঙ্গি বাহিনী। রক্তাক্ত হয় বাংলাদেশ। সারা দেশে একই সময়ে বোমা হামলা, ২১ আগস্টে গ্রেনেড হামলা কোনো সভ্য শক্তির নেতৃত্বে হতে পারে না। এই শক্তিকে বিদেশনির্ভর তথাকথিত সিভিল সোসাইটি নামধারীরা পুনরুজ্জীবন শুধু চায় না, তার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। জাতির সামনে সিভিল সোসাইটির তথাকথিত প্রতিনিধিদের চরিত্র আবারও উন্মোচিত হলো।

কী অপরাধ ছিল রাজকুমারীর!চুকনগরে লাশের স্তূপের মধ্যে এরশাদ আলী মোড়ল ছয় মাস বয়সী শিশুটিকে দেখতে পান মৃত মায়ের স্তন পান করছে। মায়ের কপালে সিঁদুর, হাতে শাঁখা দেখে তিনি উপলব্ধি করেন শিশুটি সনাতন ধর্মাবলম্বী হবে। শিশুটিকে এরশাদ আলী মোড়ল বাড়িতে নিয়ে আসেন। নাম রাখেন রাজকুমারী সুন্দরী বালা। এরশাদ আলী মোড়লের ব্যাবসায়িক পার্টনার ছিলেন মান্দার দাস। মান্দার দাস ও মালঞ্চী রাণী দাসী ছিলেন নিঃসন্তান। নিঃসন্তান এই দম্পতির ঘরে স্থান হয় রাজকুমারীর। এরশাদ আলী মোড়লের সঙ্গে এখনো যোগাযোগ আছে রাজকুমারীর। এরশাদ আলী মোড়লের মানবিকতা, উদারতা, মমত্ববোধ, পরমতসহিষ্ণুতা হাজার বছরের বাঙালি জনগোষ্ঠীর ঘরে ঘরে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। বাংলাদেশের নামের সঙ্গে, বাংলাদেশের সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকবে রাজকুমারী সুন্দরী বালার নাম। এরশাদ আলী মোড়লও সম্মানিত এবং শ্রদ্ধান্বিত।



বিদেশি, বিভাষী বিদেশনির্ভর শাসনব্যবস্থা কোনো জাতির জন্য মঙ্গলজনক নয়। বাংলাদেশ ব্যতিক্রম নয়, তবু বিদেশিদের পরামর্শ-নির্দেশনা সরকার পরিবর্তনের সময় সুযোগসন্ধানী জাত্যাভিমানীরা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করে। এতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি। ২০ মে ১৯৭১ সালে রাজকুমারী সুন্দরী বালার বয়স মাত্র ছয় মাস।

রাজকুমারীর বয়স বাংলাদেশের সমান। হতদরিদ্র নিম্ন আয়ের মানুষের ঘরে স্থান পাওয়া রাজকুমারীর জীবন আনন্দদায়ক কিংবা নিরাপদ হয়নি। কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ৫৩ বছর চলে গেছে। শরীরে বাসা বেঁধেছে নানা রোগ। ফলে কখনো সুস্থ থাকেন আবার কখনো দেহঘড়ি অচল হয়ে যায়। জীবনসংগ্রামে রাজকুমারী ইটভাটায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১৫ সালে রাজকুমারী কাজ পান ডুমুরিয়া শিল্পকলা একাডেমিতে পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে। থাকেন মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহারের বাড়িতে। সরকার ১১ শতক জমি দিয়েছে রাজকুমারীকে বাড়ি করার জন্য। বাড়ি করার টাকা কোথায় পাবেন রাজকুমারী, কে তাঁকে বাড়ি করার অর্থের জোগান দেবে? রাজকুমারীর কোনো দুঃখ নেই। দুঃখই যাঁর জীবন, তাঁর আবার দুঃখ কী? প্রধানমন্ত্রীর উপহারের বাড়িতে রাজকুমারী সুন্দরী বালার সঙ্গে কথা হয় অনেকক্ষণ। তাঁর প্রতিটি বাক্যের মধ্যে বাঙালি নারীর মমত্ব মাখানো, বাংলাদেশের হৃদয় থেকে তিনি সব কথা বলছিলেন। চুকনগরের হত্যাকা-ের স্মৃতিফলকের কাছে গেলে তিনি মা-বাবার স্পর্শ অনুভব করেন। তিনি বলেন, 'ওখানেই আমার মা-বাবা আছেন।' সময়-সুযোগ হলে চলে যান স্মৃতিফলকের কাছে।

রাজকুমারীর সর্বাঙ্গে বয়সের ছাপ। সুস্থ এবং অসুস্থ এই অবস্থার মধ্য দিয়ে অভাবে-অনটনে চলে জীবন। আমরা কি রাজকুমীর বাকি জীবনটুকু একটু সহজ ও নিরাপদ করতে পারি না? রাজকুমারীর জীবন সহজ ও নিরাপদ করার জন্য সরকার এবং বিত্তবানদের এগিয়ে আসা উচিত। রাজকুমারীর মা-বাবা, পরিবার-পরিজনের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ। দেশ স্বাধীন না হলে আজকের বিত্তবানদের অনেকেই হয়তো বর্তমান অবস্থায় থাকতেন না। যাদের রক্তের ওপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি, তাদের ঋণ শোধ করার সময় এখনো শেষ হয়ে যায়নি। সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে রাজকুমারীর চিকিৎসা ফ্রি করার ব্যবস্থা করা উচিত। বাস, রেলে রাজকুমারীর সংরক্ষিত আসনে চলাচলের সুযোগ করা উচিত। বেসরকারি পরিবহন সংস্থাগুলো এই উদ্যোগ নিতে পারে। ১৭ কোটি মানুষের দেশে একজন রাজকুমারীর জীবন কখনো বোঝা হয়ে দাঁড়ায় না। আসুন, আমরা সবাই যে যার অবস্থান থেকে রাজকুমারীর পাশে দাঁড়াই। একটু সহযোগিতার হাত বাড়ালেই রাজকুমারী সুন্দরী বালার নামটি সার্থক হয়।

লেখক: অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।
অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার খ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী
● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, e-mail: azizbbn@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

সঙ্কটে গণতন্ত্র

॥ মোহাম্মদ হাসান শরীফ ॥

বাংলাদেশে দেশে সামরিক শাসকদের প্রথম কথাটি কী হয়? গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা। বেসামরিক শাসকদের সীমাহীন ব্যর্থতা যখন গণতন্ত্র রক্ষায় ব্যর্থ হয়, তখনই সামরিক শাসকের আবির্ভাব ঘটে। ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ার পর তারা আর সরে যেতে চান না। আবার একইভাবে নামার সিঁড়িটিও প্রথম দিনেই ভেঙে ফেলায় সে সুযোগও পান না। সামরিক শাসক যে কেবল নিজের শক্তিতেই ক্ষমতা দখল করেন তা নয়। ভূ-রাজনৈতিক নানা শক্তি তাদের উসকে দেয়। বেসামরিক শাসকরাও প্রলুব্ধ করে। নিজে ক্ষমতায় থাকতে না পারলে অন্যেরা কেন থাকবে? বেসামরিক শাসককে গণতান্ত্রিক পথে বিদায় করতে না পারলে বিকল্প থাকে সামরিক শাসন।

বাংলাদেশে দেশে সামরিক শাসকদের প্রথম কথাটি কী হয়? গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা। বেসামরিক শাসকদের সীমাহীন ব্যর্থতা যখন গণতন্ত্র রক্ষায় ব্যর্থ হয়, তখনই সামরিক শাসকের আবির্ভাব ঘটে। ক্ষমতার স্বাদ পাওয়ার পর তারা আর সরে যেতে চান না। আবার একইভাবে নামার সিঁড়িটিও প্রথম দিনেই ভেঙে ফেলায় সে সুযোগও পান না। সামরিক শাসক যে কেবল নিজের শক্তিতেই ক্ষমতা দখল করেন তা নয়। ভূ-রাজনৈতিক নানা শক্তি তাদের উসকে দেয়। বেসামরিক শাসকরাও প্রলুব্ধ করে। নিজে ক্ষমতায় থাকতে না পারলে অন্যেরা কেন থাকবে? বেসামরিক শাসককে গণতান্ত্রিক পথে বিদায় করতে না পারলে বিকল্প থাকে সামরিক শাসন।

উত্তর-উপনিবেশ দুনিয়ায় রাষ্ট্রপরিচালনার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর ছিল বিভিন্ন দেশে। বিশেষ করে বিশ শতকের শেষ পর্যন্ত। একুশ শতকে এই চিত্র অনেকটাই বদলে গেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, অনেক দেশে গণতন্ত্র নামেমাত্র কার্যকর। অনেক দেশে সরাসরি সামরিক শাসন না থাকলেও গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারই সামরিক একনায়কের মতো আচরণ করছে। অনেক দেশে পরিপূর্ণ বেসামরিক সরকার থাকলেও গণতন্ত্র কতটা কার্যকর তা প্রশ্নসাপেক্ষ। প্রশ্ন উঠেছে বলেই সমাধান খোঁজার চেষ্টা চলেছে। বিভিন্ন পর্যায়ে গবেষণা হয়েছে। বাংলাদেশের মানুষও এ নিয়ে জানতে আগ্রহী। এটি বোঝা যায় হামজা আলাভি, হান্টিংটন বা অধ্যাপক রাজ্জাকদের বক্তব্য পড়ার আগ্রহ দেখে।

এ ধরনের বিষয় নিয়ে বই বা গবেষণা বাংলাদেশে বেশি হয়নি। তবে ব্যাপক গবেষণার সুযোগ আছে। এ দিক থেকে আমীর খসরুর বইটি বিশিষ্ট। তিনি সরাসরিই বলেছেন, সামরিক শাসন কিংবা সামরিক প্রাধান্যের সরকার কোনো দেশেই উন্নয়ন করতে পারে না; বরং এতে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক- সব ক্ষেত্রের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয় কিংবা পিছিয়ে যায়। বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের ৫৬ শতাংশ দেশে সামরিক শাসন চলছে। আর ৫৭ শতাংশ দেশে দীর্ঘকাল ধরেই সামরিক শাসন অব্যাহত। এ সব দেশে রাজনীতি থেকে খুব কমই স্থায়ীভাবে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার হয়েছে। তবে যখন গণ-আন্দোলনের চাপে সেনাবাহিনী কর্তৃত্ব হারায় ও বেসামরিক নেতৃত্বের হাতে সর্বময় ক্ষমতা ছেড়ে দেয় এবং বেসামরিক নেতৃত্ব ক্যান্টনমেন্ট ছাড়াই নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে- ঠিক তখনই স্থায়ীভাবে রাজনীতি থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার সম্ভব। তার মতে, সামরিক অভ্যুত্থানকারীদের অধিকাংশ নেতাই ক্ষমতা পেয়ে দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে পড়েন। উপর্যুপরি অভ্যুত্থানে সমাজ ও রাজনীতি নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমন একটি ক্ষয়প্রাপ্ত সমাজ, একটি বেসামরিক গণতান্ত্রিক সরকার বা শাসনব্যবস্থা পুনর্গঠনে এরা সক্ষম হয় না। তুরস্ক, সিরিয়া বা ইরাকে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে এসব দেশে পরিপূর্ণ স্বচ্ছ বেসামরিক সরকার গঠনের সম্ভাবনা খুবই কম।

হেনরি কিসিঞ্জাররা কিভাবে দেশে দেশে গলাটিপে গণতন্ত্র হত্যা করেছেন, সামরিক শাসন উসকে দিয়েছেন সে সব প্রসঙ্গ আমীর খসরুর বইতে আরো দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশিত ছিল। নিজেদের স্বার্থে তারা তাদেরই স্বাদের গণতন্ত্র, মানবাধিকার, বাক-স্বাধীনতা পদদলিত করেছেন, সেটি আরো প্রকট করা দরকার ছিল। এমনকি বর্তমানে বিশ্বব্যাপী যে নৈরাজ্য চলছে, তার দায়ভার এই পাশ্চাত্যেরই। উপনিবেশবাদী নীতির মাধ্যমে পুরো পৃথিবীকে তারা তছনছ করেছে। পাশ্চাত্যের মূল্যবোধ, ধ্যান-ধারণা চাপিয়ে দিতে গিয়ে স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, মানবিক মূল্যবোধ শেষ করে দিয়েছে। একরৈখিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদের শাসন চিরস্থায়ী করার বিধ্বংসী চেষ্টা বিশ্বকে যে ক্ষতির মুখে ফেলেছে, তা অন্য কোনো কালে হয়নি। বিষয়টি নিয়েই পৃথক অধ্যায় থাকতে পারত।

আমীর খসরু ভূমিকায় জানিয়েছেন, বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্রের বিপরীতমুখী বিশাল যাত্রা নতুন করে ভিন্ন মাত্রায় শুরু হয় ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কের টুইন টাওয়ারের হামলার পর থেকে। 'ওয়্যার অন টেরর' বা 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ', উগ্রবাদ দমনের নামে এক-নায়কতান্ত্রিক ও ফ্যাসিবাদী সরকার ব্যবস্থার উত্থান ঘটতে থাকে। ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়া, ইমেয়েন, আফ-গানিস্তানে হামলা এবং শাসকদের হত্যা করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে সরকার ও শাসক পরিবর্তন করা হয়। পুরো বিশ্বব্যবস্থায় এসব ওলট-পালটের সাথে সাথে বিভিন্ন দেশে উগ্রবাদ এবং সন্ত্রাস দমনের নামে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও আইন প্রণয়নের নামে সাধারণ মানুষের বাক-ব্যক্তি স্বাধীনতা ও অধিকার এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা হরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়। বিষয়টি আরো বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে বাংলাদেশ, পাকিস্তানে এর তাৎপর্য আলাদা অধ্যায়ের দাবি রাখে। অনেকেই মনে করেন, পাকিস্তানে নওয়াজ সরকারের পতন, বাংলাদেশে ওয়ান-ইলেভেনের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে নাইন-ইলেভেনের।

আবার সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার পেছনে বেসামরিক শাসকদের ব্যর্থতার বিষয়গুলো বইতে যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। দোষ কেবল সামরিক শাসকদের ছিল না। তাদের আসার সুযোগ কিন্তু বেসামরিক শাসকরাই এনে দিয়েছে। জনগণ সামরিক বাহিনীর কাছে স্বস্তি পেতে চেয়েছে। এ নিয়েই একটি অধ্যায় থাকতে পারত।

বইটিতে বাংলাদেশের ওয়ান-ইলেভেন সরকারের প্রসঙ্গ মুখবন্ধেই এসেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মুখোশধারী সেনা সরকারের কঠোর সমলোচনাও করা হয়েছে। জিয়াউর রহমান ও এরশাদের শাসনকাল নিয়েও আলোচনা হয়েছে। তবে 'বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিও সবার জানা'- এই বাক্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ওয়ান-ইলেভেন সরকারের প্রভাব বাংলাদেশের বেসাম-রিক শাসনের ক্ষেত্রে কেমন হয়েছে, সেটিকে মডেল ধরে উপসংহার টানা হলেই মনে হয় ভালো হতো। নানা সীমাবদ্ধতায় তিনি এটি করতে পারেননি, সেটিও বাস্তব। বইটিতে অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু অনেক অসীমের দরজাও যে খুলে দিয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমীর খসরুকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার দরকার নেই। দীর্ঘ সাংবাদিক জীবনে তিনি যথেষ্ট মেধার পরিচয় দিয়েছেন, কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তবে সাংবাদিকরা তো দেশ-সমাজ-মানুষ নিয়েই কাজ করেন। এই কাজ করতে গিয়ে তাদের চোখে এমন অনেক কিছু ধরা পড়ে, যার বেশির ভাগই অন্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আমীর খসরুর মতো সাংবাদিকরা তা আরো ভালোভাবে দেখতে পান। সমস্যার অনেক গভীরে যেতে পারেন তারা। খসরু কেবল সমকালীন দুনিয়ার রাজনীতি নিয়েই পড়াশোনা করেননি, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়েও নজর দিয়েছেন। ফলে একটি সমস্যাকে তিনি নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পারেন। তিনি সেটিই করেছেন। ফলে 'সঙ্কটে গণতন্ত্র : সামরিক শাসনোত্তর বেসামরিক শাসনের সমস্যা' বইটি অনবদ্য হয়ে উঠেছে।



MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

40-19 73rd St. Woodside, NY 11372
Tel: 718-701-2666

রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)

Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis: 196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423
Jackson Heights Office: 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office: 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office: 530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208
Bronx Office: 3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467
Parkchester Office: 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।	বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়*	ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়



নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।



আমরা বাংলায় কথা বলি

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্য রইলো আমাদের বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহে আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

নিউইয়র্ক থেকে কে চৌধুরীর প্রশ্নঃ

আজ আমি আমার এক আত্মীয়ের হয়ে বিশেষ প্রয়োজনে এই চিঠিটি লিখছি। আমি এ বিভাগের একজন নিয়মিত পাঠক। সে কারণে বিশেষ পরামর্শের প্রত্যাশায় চিঠিটি লেখা। আমরা করছি উত্তর পাব। আমি ঢাকার অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ব্যবসায়িক কোম্পানিতে একজন পেশাদার ম্যানেজার। আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে ব্যবসার সম্ভাবনা যাচাইয়ের জন্য নিউইয়র্ক সফরের পরিকল্পনা করেছি। আমি কয়েকজন এটর্নীর সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করেছি। তারা আমাকে ইবি-১ সি ভিসার জন্য আবেদন করার পরমার্শ দিয়েছেন। কিন্তু তারা আমাকে কিছু পরস্পরবিরোধী পরামর্শ দেয়ায় আমি কিছুটা বিভ্রান্ত। আপনি আমাকে অনুগ্রহ করে যদি জানাতেন ইবি-১ সি ভিসার যোগ্যতা কি? আমার পরিকল্পনা আছে নিউইয়র্কে অবস্থান করার সম্ভাবনাকে বাস্তবায়ন করা। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শের প্রত্যাশায় রইলাম।

কে, চৌধুরীরর প্রশ্নের উত্তরঃ

নিম্নে ইবি-১ সি ভিসা সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হলো। আপনি অনুগ্রহ করে ইবি-১ সি ভিসা সম্পর্কে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়গুলো দেয়ার চেষ্টার করুন। এ ব্যাপারে আপনার শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ না করার কারণে আমরা আপনার প্রাপ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত করে কিছু উল্লেখ করতে পারছি না।

ইবি-১ সি ভিসার যোগ্যতা কি?

আবেদনকারী-একজন ইউএস কোম্পানীরঃ

১। অবশ্যই এক বছরের হতে হবে

২) ইউএস কোম্পনির সঙ্গে অবশ্যই সম্পর্কিত হতে হবে- সে প্যারেন্ট। সাবসিডিয়ারি সংগঠন হবে, শাখা অফিস, এফিলিয়েট হতে হবে।

৩) ইবি-১ সি ভিসার জন্য লেবার সার্টিফিকেশন প্রযোজ্য হবে না।

বেনিফিসিয়ারি-

১) ভিসা বেনিফিসিয়ারিকে অবশ্যই পূর্ববর্তী ৩ বছরের মধ্যে ১ বছর এক নাগাড়ে কাজ করতে হতে এফবি-১ সি ভিসা ফাইল করার পূর্বে। ২) ভিসা বেনিফিসিয়ারিকে কোন বিদেশি কোম্পানীতে ম্যানেজার বা নির্বাহী পদমর্যাদায় কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, পার্সোনাল ম্যানেজার বা ফাংশনাল ম্যানেজার।

বেনিফিসিয়ারির নির্বাহী পদমর্যাদা বলতে বুঝায়ঃ

* কোন প্রতিষ্ঠানের কোন অঙ্গ, কমপোনেন্টে পরিচালনার দায়িত্ব;
* কোন প্রতিষ্ঠান, অঙ্গ পরিচালনা বা লক্ষ্য ও নীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা;
* নীতি নির্ধারণে ব্যাপক ভিত্তিক ক্ষমতা;
* এবং সাধারণ সুপারভিশন অথবা পরিচালনা।

৩) ভিসা বেনিফিসিয়ারের জন্য ইউএস কোম্পানিতে ম্যানেজরারিয়াল বা নির্বাহী পদে সার্বক্ষণিক কর্ম প্রস্তাব থাকতে হবে।

ইবি-১ সি ভিসা আবেদনের জন্য যে সমস্ত কাগজপত্র প্রয়োজনঃ

* ইউএস কোম্পানী এবং বিদেশী কোম্পানী দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধির স্বাক্ষরযুক্ত স্টেটমেন্ট যাতে দুই কোম্পানির মধ্যে কার্যকার সম্পর্কের উল্লেখ থাকতে হবে।
* ইউএস কোম্পানি এবং বিদেশি কোম্পানির পক্ষে ট্যাক্স রিটার্ন।
* ইউএস কোম্পানি এবং বিদেশি কোম্পানীর পক্ষে আর্টিকেলস অব ইকরপোরেশন।
* ইউএস কোম্পানি এবং বিদেশী কোম্পানীর স্টক মালিকানার রেকর্ডপত্র।
* ইউএস কোম্পানি এবং বিদেশি কোম্পানির উভয়ের পক্ষে বাইলস।
* ১ বছরের জন্য ইউএস কোম্পনির ব্যবসায়িক লাইসেন্স, ব্যবসায়িক অফিসের জন্য লিজ এগ্রিমেন্ট, স্টেট এবং ফেডারেল ট্যাক্স রিটার্ন, কর্মচারিদের ডব্লিউ-২ ফরম, ব্যবসায়িক প্যামফ্লেটস এবং অন্যান্য প্রমোশনাল কাগজপত্র।
* ইউএস কোম্পানি এবং বিদেশি কোম্পানি উভয়ের বিস্তারিত প্রতিষ্ঠানকে চাই।
* ইউএস কোম্পানি এবং বিদেশি কোম্পানির স্পন্সরযুক্ত স্টেটমেন্ট যাতে পরিস্কারভাবে বিদেশি শ্রমিকদের জব ডেসক্রিপশন এবং প্রতিদিনকার দায়িত্বের বর্ণনাসহ প্রত্যেক কাজের সময়ের প্রত্যেক বিষয়ের উল্লেখ থাকতে হবে।

সিভিক টেস্টঃ

পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলোতে নাগিরকত্ব লাভের পরীক্ষার কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর প্রকাশ করা হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় এ সংখ্যায় নাগিরকত্ব লাভের প্রশ্ন ও তার সঠিক উত্তর প্রকাশ করা হলো।

প্রশ্ন-৯২ঃ কানাডার সীমান্তবর্তী একটি স্টেটের নাম কী?

সঠিক উত্তরঃ মেইন, নিউহ্যামশায়ার, ভরমন্ড, নিউ-ইয়র্ক, পেনসিলভেনিয়া, ওহাইয়ো, মিশিগান, ওয়াশিংটন, আলাস্কা, নর্থ ডাকোটা, মন্টানা।

প্রশ্ন-৯৩ঃ ম্যাক্সিকোর সীমান্তবর্তী একটি স্টেটের নাম কী?

সঠিক উত্তরঃ ক্যালিফোর্নিয়া, আরিজোনা, নিউ ম্যাক্সিকো, টেক্সাস।

প্রশ্ন-৯৪ঃ যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানীর নাম কি?

সঠিক উত্তরঃ ওয়াশিংটন ডিসি।

প্রশ্ন-৯৫ঃ স্ট্যাচু অব লিবার্টি কোথায়?

সঠিক উত্তরঃ নিউইয়র্ক (হাবআরব) লিবার্টি আইল্যান্ড।

প্রশ্ন-৯৬ঃ পতাকায় কেন ১৩ স্ট্রাইপ আছে?

সঠিক উত্তরঃ কারণ প্রাথমিকভাবে ১৩টি কলোনি ছিলো, স্ট্রাইপগুলি প্রাথমিক করোনিগুলির প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রশ্ন-৯৭ঃ পাতাকায় ৫০টি তারা আছে কেন?

সঠিক উত্তরঃ কারণ প্রতিটি স্টেটের জন্য একটি করে তারা আছে, প্রতিটি তারা একটি করে স্টেটের প্রতিনিধিত্ব করে, ৫০টি তারা আছে কারণ ৫০টি স্টেট আছে।

প্রশ্ন-৯৮ঃ জাতীয় সঙ্গীতের নাম কী?

সঠিক উত্তরঃ দ্যা স্টার ব্যাঙ্গল ব্যানার।

প্রশ্ন-৯৯ঃ আমরা কবে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করি?

সঠিক উত্তরঃ জুলাই ৪।

প্রশ্ন-১০০ঃ যুক্তরাষ্ট্রের ২টি জাতীয় ছুরি নাম কি?

সঠিক উত্তরঃ নিউইয়র্ক ডে, মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ডে, প্রেসিডেন্ট ডে, মেমোরিয়াল ডে, লেবার ডে, কলম্বাস ডে, ভ্যাটারেন্স ডে, থ্যাংক্স গিভিং ডে, ক্রিসমাস ডে।

ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।



Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

স্থিতিশীলতা নষ্টের যুক্তি কি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নয়

॥ কামাল আহমেদ ॥

বাংলাদেশের আগের দুটি নির্বাচনের তুলনায় আগামী নির্বাচন নিয়ে দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক পরিসরে যে আগ্রহ ও উদ্বেগ একটু বেশি, তা ইতিমধ্যে মোটামুটি স্পষ্ট হয়েছে। অনেকের ধারণা, বিভিন্ন দেশের বাড়তি আগ্রহের কারণ ভূরাজনীতির প্রশ্ন, আবার কারও কারও মতে বাণিজ্যিক স্বার্থ। তবে নির্বাচনে মানুষ যাতে অবাধে ভোট দিতে পারেন এবং তার স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতা সুষ্ঠুভাবে হয়, সে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার যুক্তরাষ্ট্র। তারা নির্দিষ্ট কোনো দলের পক্ষে নয় বলে বারবার মন্ত্র উচ্চারণ করলেও সরকার, ক্ষমতাসীন দল ও তাদের অনুসারীরা অভিযোগ করে চলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার পরিবর্তনের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

কয়েকটি বৃহৎ শক্তির পক্ষ থেকেও একই অভিযোগ করা হয়েছে। তাদের মধ্যে রাশিয়া সরাসরি বলেছে, বাংলাদেশে স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের দাবির আড়ালে যুক্তরাষ্ট্র দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করছে। প্রতিবেশী দেশ ভারতের সরকার প্রকাশ্যে এমন কিছু না বললেও সেখানকার পত্রপত্রিকা ও বিশ্লেষকেরাও বলছেন, সুষ্ঠু নির্বাচন দাবির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সরকার পরিবর্তনের চেষ্টা হচ্ছে। চীনও এ বিষয়ে পিছিয়ে নেই। তারা কোনো দেশের নাম সরাসরি না বললেও স্পষ্ট করে বলেছে যে বাংলাদেশের নির্বাচনে বাইরের হস্তক্ষেপের চেষ্টা হচ্ছে এবং তারা তা সমর্থন করে না।

গত ৯ নভেম্বর ঢাকায় নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন তাঁর সর্বসাম্প্রতিক মন্তব্যে বলেছেন, 'বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে চীন বাইরের কারও হস্তক্ষেপ চায় না। চীন নিজেও অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না। সংবিধান ও আইন অনুযায়ীই বাংলাদেশের নির্বাচন দেখতে চায় চীন।' ডিপ্লোমেটিক করেসপনডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ডিকাব) আয়োজিত এক সেমিনারে বাংলাদেশে স্থিতিশীলতার ওপর জোর দিয়ে রাষ্ট্রদূত ইয়াও বলেন, চীনের বিপুল বিনিয়োগের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে তাঁর দেশ নির্বাচনের পরও বাংলাদেশে স্থিতিশীলতা দেখতে চায়। স্থিতিশীলতার যুক্তির মানে দাঁড়ায়, নির্বাচনে সরকার পরিবর্তন তারা চায় না। সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন হলে সরকার বদলে যাবে—এমন ধারণার ভিত্তিতে স্থিতিশীলতা চাওয়া যদি রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ না হয়, তাহলে বলতেই হয়, বিষয়টির নতুন করে সংজ্ঞায়ন করতে হবে।

সাধারণভাবে বিদেশি কূটনীতিকদের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম এড়িয়ে চলার কথা। যদিও বিভিন্ন দলের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে তাঁদের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে হাজির হয়ে দর্শকের আসন গ্রহণের রীতি চালু আছে। রাজনীতিকদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ কিংবা দুই দেশের স্বার্থ-সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনায় কোনো বাধা থাকার কথা নয়। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস গত ৩ আগস্ট বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গিয়ে দলটির সাধারণ সম্পাদকসহ কয়েকজন নেতার সঙ্গে মতবিনিময়ের পর সেখানে সাংবাদিকদের সঙ্গেও কথা বলেছেন। তবে বিএনপি নেতাদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হলেই সবাই একটু নড়েচড়ে ওঠেন। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলের সভায় উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা করার একমাত্র রেকর্ডটি রয়েছে চীনা কূটনীতিকদের।

ক্ষমতাসীন জোটের শরিক সাম্যবাদী দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গত ৩ অক্টোবর ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে দলটি যে সভার আয়োজন করে, তার একটি ছবি ছাপা হয়েছে পরদিনের নিউ এজ-এ। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, জোটের বর্তমান সমন্বয়কারী আওয়ামী লীগ নেতা আমীর হোসেন আমুসহ জোটের অন্য নেতাদের মধ্যে মঞ্চে বসে আছেন চীনা দূতাবাসের রাজনৈতিক কাউন্সেলর ইয়ং হু এলং। তিনি ওই সভায় বক্তৃতাও দিয়েছেন, তবে তার বিবরণ কোথাও ছাপা হয়েছে বলে চোখে পড়েনি। তবে সভায় অন্য যাঁরা বক্তৃতা করেছেন, তাঁরা কেউ রাজনীতির বাইরে কিছু বলেননি। ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা রাশেদ খান মেনন নির্বাচন হবে সংবিধান অনুযায়ী জানিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে তারা তৃতীয় শক্তির মাধ্যমে দেশে নির্বাচন আয়োজন করতে চায়।

একজন কূটনীতিকের রাজনৈতিক সভায় অংশগ্রহণের ঘটনাটি ব্যতিক্রম কি না, তা জানার কৌতূহল থেকে একটু খোঁজখবর করতেই দেখা গেল, এটি মোটেও নতুন নয়। চীনা রাষ্ট্রদূতের রাজনৈতিক দলের সভায় অংশ নেওয়ার পালা ১২ বছর আগেই শুরু হয়েছে, যদিও তাতে কেউ খুব একটা নজর দিয়েছে বলে মনে হয় না। দূতাবাসের ওয়েবসাইটের তথ্য বলছে, ২০১১ সালে একই দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তখনকার রাষ্ট্রদূত ঝাং জিয়ানি। দলটির নেতা দিলীপ বড়ুয়া তখন মন্ত্রী ছিলেন এবং ওই সভায় তখনকার কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রয়াত সাহারা খাতুন অংশ নিয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

গত বছরের সভাটি আরও চমকপ্রদ। মানবজমিন-এ ২০২২ সালের ২৬ অক্টোবরে প্রকাশিত খবরে লেখা হয়েছে, ওই সভায় দিলীপ বড়ুয়া প্রধানমন্ত্রীকে আজীবন ক্ষমতায় দেখার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, '১৪ দলে আছি বলে আমরা আমাদের রাজনীতিকে বিসর্জন দিতে পারি না।' আর রাষ্ট্রদূত লি জিমিং বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন, ১৯৭৬ সালে সিপিবি-এমএল প্রতিষ্ঠার পর থেকে এটি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিসি) সঙ্গে একটি ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। কারণ, দুটি দলই মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ এবং মাও সে-তুংয়ের চিন্তাধারায় পরিচালিত। রাষ্ট্রদূত বলেন, 'আমরা ক্রমাগত পারস্পরিক বোঝাপড়াকে গভীরতর করছি। উভয় পক্ষের চ্যালেঞ্জগুলো সমাধানে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে বাস্তব পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার চেষ্টা করছি।'

রাজনৈতিক দলের সম্মেলন বা বিশেষ কোনো স্মারক অনুষ্ঠানে অন্য দেশের ভ্রাতৃপ্রতিম রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধির অংশগ্রহণ ও শুভেচ্ছা জানানোর রীতি গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বহুকাল ধরে চলে আসছে। কিন্তু কোনো কূটনীতিকের এভাবে দলীয় সভায় রাজনৈতিক বক্তৃতা দেওয়ার আর কোনো নজির আমাদের দেশে আছে বলে শুনিনি। এমন ঘটনা যদি কোনো বিরোধী দলের বেলায় ঘটত, তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াত?

চীনের আরেকটি কৌশলও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কথিত ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর বাইরেও বিভিন্ন দলের সঙ্গে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় তাদের সক্রিয়তা অন্য যেকোনো দেশের তুলনায় বেশি। করোনা মহামারির সময়ে, ২০২০ সালের এপ্রিলে চীন বাংলাদেশের প্রধান দুটি দল আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ বেশ কয়েকটি দলকে হাজার হাজার ফেসমাস্ক উপহার দিয়েছিল। বাদ ছিল শুধু ধর্মভিত্তিক দলগুলো। রাজনৈতিক দলগুলোর বিদেশি সহায়তা নেওয়া আইনসম্মত ছিল কি না, তার জবাব কোনো দলই দিয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। কিন্তু এ ধরনের উপহার যে রাজনীতিতে প্রভাব ফেলতে সক্ষম নয়, এমন কথা কেউই জোর দিয়ে বলতে পারে না। বাংলাদেশকে দেওয়া করোনা শনাক্তের কিটের প্যাকেজের গায়ের লেখা 'ভালোবাসার নৌকা পাহাড় বাইয়া চলে' যে কোনো দলের প্রতি পক্ষপাত নয়, সেটাই-বা কীভাবে নিশ্চিত হওয়া যাবে?

চীনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অর্থনৈতিক কারণে বিশেষ মাত্রা পেয়েছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যাঁরা ইতিহাসের ওপর গুরুত্ব দেন, তাঁরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতায় তাদের বিরোধিতার কথা কীভাবে বিস্মৃত হন, সেটাও কম বিস্ময়ের বিষয় নয়। বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্য হওয়া চীনের বিরোধিতার কারণেই ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঠেকে ছিল এবং বাংলাদেশকে তারা স্বীকৃতি দেয় আরও দেড় বছর পর, ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে।

লেখক: সাংবাদিক

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'



এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC



এক্সিডেন্ট কেইসেস

বিনামূল্যে পরামর্শ

কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা

গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে

বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

ফেডারেল ডিজএবিলিটি

(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)

Immigration



Timothy Bompart
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

সরকার আগের ভোটে যা করেছিল আর এবার যা করতে যাচ্ছে

॥ বদিউল আলম মজুমদার ॥

এটি এখন নিশ্চিত যে বিএনপি এবং আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলকে ছাড়াই আগামী ৭ জানুয়ারি আমাদের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ২০১৪ সালে জাতীয় নির্বাচনে আমরা একতরফা নির্বাচন দেখেছি। পরবর্তী সময়ে কতগুলো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আমরা দেখেছি একধরনের সাজানো নির্বাচন, যা ছিল পরবর্তী জাতীয় নির্বাচনে ব্যবহৃত কৌশলের পূর্বাভাস। এসব নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটাধিকার হরণ করা হয়, যার পরিণতি আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার, এমনকি ক্ষমতাসীনদের জন্যও মঙ্গলকর হয়নি। ফলে আবারও একটি একই ধরনের নির্বাচন হলে তার পরিণতিও কোনোভাবেই শুভ হবে না।

স্মরণ করা যেতে পারে, ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচনের আগে খুলনা থেকে শুরু করে পাঁচটি সিটি করপোরেশনে একপ্রকারের নিয়ন্ত্রিত, তথা সাজানো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যাকে আমি 'খুলনা মডেল' বলে আখ্যায়িত করেছিলাম। এসব নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য ছিল–

১. নির্বাচনের সময়ে পুলিশকে ব্যবহার করে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তাঁদের ঘরছাড়া করা, যাতে তাঁরা নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা না চালাতে পারেন।

২. নির্বাচনের দিন ভয়ভীতি দেখিয়ে বিএনপির প্রার্থীর এজেন্টদের কেন্দ্রে আসতে বা থাকতে না দেওয়া।

৩. ভোটকেন্দ্রের সামনে অবস্থান নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করা, যাতে বিরোধী দলের সমর্থকেরা ভোট প্রদানে বিরত থাকেন।

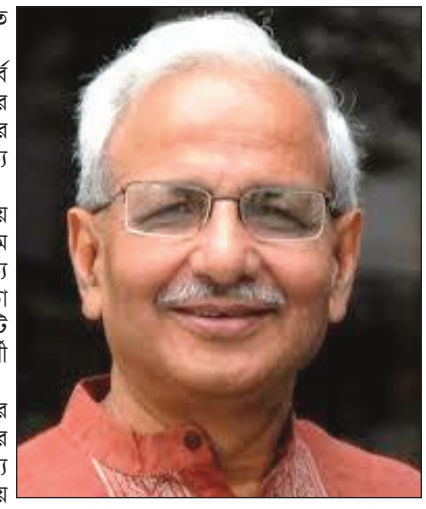
৪. ভোট গ্রহণ চলাকালে কিছু দুর্বৃত্তের ঝটিকাবেগে এসে ভোটকেন্দ্র দখল করে ব্যালটে সিল মেরে ব্যালট বাক্স ভর্তি করে উধাও হয়ে যাওয়া।

৫. এসব নির্বাচনী অপরাধ সম্পর্কে হুদা কমিশনের সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকা। বিএনপিসহ সব দলের অংশগ্রহণ থাকলেও এসব সাজানো নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ছিল না; ফলে সিলেট ছাড়া অন্য সব সিটিতেই ক্ষমতাসীনেরা বিএনপির মেয়রদের পরাজিত করে।

সিটি নির্বাচনের তিক্ত অভিজ্ঞতা, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ব্যাপক দলীয়করণ এবং অসাংবিধানিকভাবে পাস করা পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে দলীয় সরকারের অধীন নির্বাচনের বিধান করায় বিএনপি ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, যার ফলে ক্ষমতাসীনেরা তাদের সাজানো নির্বাচনের মডেলে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে–

১. নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রধানমন্ত্রী সব দলের সঙ্গে সংলাপ করে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

২. নির্বাচনী প্রক্রিয়ার শুরুতে ক্ষমতাসীন দলের কর্মীরা, অনেক ক্ষেত্রে পুলিশের উপস্থিতিতে বা সহায়তায় ঐক্য ফ্রন্টের নেতা-কর্মীদের ওপর সহিংস আক্রমণ চালায়, যার ফলে তারা নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণা চালাতে, এমনকি কোনো কোনো প্রার্থী তাঁদের নির্বাচনী এলাকায় যেতে পারেননি।



৩. মনোনয়নপত্র বাছাইপর্বে নির্বাচন কমিশন ৭৮৬ জনের প্রার্থিতা বাতিল করে, যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ঐক্য ফ্রন্টের প্রার্থী।

৪. আপিল প্রক্রিয়ায় আদালত কর্তৃক বেগম খালেদা জিয়াসহ ঐক্য ফ্রন্টের অনেকের প্রার্থিতা বাতিলের কারণে ১৮টি আসনে তাদের কোনো প্রার্থী ছিলেন না।

৫. নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের জন্য নিয়োগ প্রদানের প্রাক্কালে পুলিশ সম্ভাব্য ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ক্ষমতাসীনদের প্রতি তাদের আনুগত্য নিশ্চিত করে।

৬. পুলিশ বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে অসংখ্য গায়েবি মামলা করে, যাতে তাঁরা নির্বাচনের দিন হয় জেলে, না হয় নিজ নির্বাচনী এলাকার বাইরে থাকতে বাধ্য হন।

৭. ক্ষমতাসীন দলের কর্মী-সমর্থক, একশ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা নির্বাচন কমিশনের যোগসাজশে নির্বাচনের আগের রাতে সিলমারা ব্যালট দিয়ে ব্যালট বাক্স ভর্তি করেন।

৮. নির্বাচনের দিনে সরকারি দলে কর্মীরা অনেক নির্বাচনী এলাকায় কেন্দ্র দখল করে ব্যালটে সিল মেরে ব্যালট বাক্স ভর্তি করেন।

৯. দিনের শেষে ব্যালট পেপার গণনা না করেই ফলাফল ঘোষিত হয়, ফলে ২১৩টি কেন্দ্রে শতভাগ ও কিছু কেন্দ্র শতভাগের বেশি ভোট পড়ে এবং বিএনপি ১ হাজার ১৭৭ কেন্দ্রে, এমনকি সরকারি দলও ২টি কেন্দ্রে শূন্য ভোট পায় এবং ক্ষমতাসীন দল ও তার জোটসঙ্গীরা ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৯টিতেই 'জয়লাভ' করে। সাজানোর নির্বাচনের এসব অপকৌশলের কারণে একাদশ সংসদ নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক হলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ছিল না।

সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান হয় যে ব্যাপক দুর্নীতি, অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, অপশাসন, নাগরিক অধিকার হরণ এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন-পীড়নের অভিযোগের মুখোমুখি হয়ে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে পরাজয় এড়াতে প্রধান বিরোধী দল বিএনপিকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকেই দূরে রাখাতে ক্ষমতাসীনেরা তাঁদের সাজানো নির্বাচনের কৌশলে আরও পরিবর্তন আনেন। এ কৌশলের লক্ষ্য হলো–

১. আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে ক্ষমতাসীনদের পছন্দের ব্যক্তিদের নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রদান।

২. অনেক সক্রিয় দলকে বাদ দিয়ে নির্বাচন কমিশনের কয়েকটি 'কিংস পার্টিকে' নিবন্ধিতকরণ।

৩. বিএনপিকে আসন্ন নির্বাচন থেকে দূরে রাখার লক্ষ্যে গত ২৮ অক্টোবরের সহিংসতাকে কাজে লাগিয়ে পুলিশকে দিয়ে অসংখ্য মামলা দায়েরের মাধ্যমে তাদের ২০ হাজারের বেশি নেতা-কর্মীকে গ্রেপ্তার এবং অনেককে ঘরছাড়াকরণ, যাঁদের মধ্যে দলের প্রায় সব শীর্ষ নেতা অন্তর্ভুক্ত।

৪. রাজনৈতিক হয়রানির দায় নির্বাচন কমিশন নেবে না বলে ঘোষণা প্রদান, যা পুলিশকে বিরোধী দলের দমন-পীড়নে আরও উৎসাহিত করে।

৫. অতীতের অনেক মামলাকে অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে সচল করে নিম্ন আদালতের মাধ্যমে বিএনপির অনেক নেতা-কর্মীকে সাজা প্রদান।

৬. দুর্বৃত্তদের দিয়ে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের বাড়িতে হামলা করিয়ে একটি চরম ভয়ের আবহ তৈরি

৭. আইনশৃঙ্খলা ও বিশেষ বাহিনীর সহায়তায় বিএনপির অনেক নেতাকে ভাগিয়ে এনে কিংস পার্টিতে বা ক্ষমতাসীন দলে যোগদানের আয়োজন।

৮. বিশেষ বাহিনীর তৎপরতার কারণে জাতীয় পার্টির নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা প্রদান।

৯. নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক করার লক্ষ্যে ভোটার উপস্থিতি বাড়াতে ডামি প্রার্থী সৃষ্টি ও নিজ দলের অন্যদের নির্বাচনে অংশ নিতে উৎসাহিতকরণ।

এসব 'ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের' কারণে আমরা আবারও পুরোনো কায়দায় একটি একতরফা নির্বাচনের দ্বারপ্রান্তে। এ নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হবে কিছু কিংস পার্টি ও কয়েকটি কম গুরুত্বপূর্ণ দলের মনোনীত ক্ষমতাসীনদের কিছু পছন্দের এবং আওয়ামী লীগেরই দলীয় ডামি ও অন্য প্রার্থীদের। এ ধরনের নিজেদের এবং নিজেদের পছন্দের প্রার্থীদের মধ্যকার প্রতিযোগিতাকে কি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন বলা যাবে? কারসাজির মাধ্যমে প্রধান বিরোধী দলকে বাইরে রেখে আমাদের আসন্ন নির্বাচনের সঙ্গে উত্তর কোরিয়ার একদলীয় নির্বাচনের কোনোরূপ গুণগত পার্থক্য কি আর রইল?

ব্ল্যাকস ল ডিকশনারি অনুযায়ী, নির্বাচন হলো বিকল্প থেকে বেছে নেওয়া। আর এ বিকল্প হতে হবে যথার্থ। তাই জেনুইন বা সত্যিকারের নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন ভোটার, তাদের বিকল্প থেকে বেছে নেওয়ার সুযোগ, যে বিকল্প হবে যথার্থ, বিকল্পের জন্য সমতল নির্বাচনী মাঠ এবং ভোটারদের প্রভাবমুক্ত হয়ে বেছে নেওয়ার অধিকার।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে দুটি ব্র্যান্ড–আওয়ামী লীগ ও বিএনপি। নির্বাচনে বিএনপি না থাকলে, দলীয় সরকারের অধীন অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল অনেকাংশেই পূর্বনির্ধারিত–এতে আওয়ামী লীগই, বিশেষ কোনো কৌশলের আশ্রয় না নিলে, সব আসনেই জিতবে, তা প্রায় নিশ্চিত। এমন সাজানো নির্বাচনে উত্তর কোরিয়ার মতো ৯৯ শতাংশ ভোট পড়লেও এটিকে জেনুইন নির্বাচন বলা যাবে না, বরং এটি হবে জনগণের সঙ্গে মশকারার বা প্রতারণার শামিল।

এ ধরনের নির্বাচন আমাদের জন্য অর্থনৈতিক চরম বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। নতুন সরকার তার 'লেজিটিমেসির' সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য অন্য রাষ্ট্রের ওপর আরও নির্ভরশীল হতে বাধ্য হতে পারে। এতে আমাদের সার্বভৌমত্ব প্রশ্নের মুখে পড়তে পারে। আবারও ভোটাধিকার হরণ করা হলে নাগরিকদের মধ্যে বিরাজমান 'এলিনিয়েশনের' বা মালিকানা-হীনতার মনোভাব আরও প্রকট হতে পারে। সর্বোপরি আবারও ভোটাধিকার হরণের কারণে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত জনরোষের অস্বাভাবিক প্রকাশ ঘটতে পারে। কারণ অধিকারবোধ বিলীন হয়ে যায় না, বরং দিন দিন তা আরও ব্যাপক ও প্রকট হয়।

লেখক: সম্পাদক, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)

রাজনৈতিক কর্মসূচিতে জনমতের প্রতিফলন ঘটুক

॥ ড. সুলতান মাহমুদ রানা ॥

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করতে আওয়ামী লীগের আগ্রহ এবং পদক্ষেপ দৃশ্যমান হয়েছে। আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলীয় মনোনয়নবঞ্চিত প্রার্থীদের নির্বাচনে প্রতিযোগিতা করতে উৎসাহিত করেছেন। ফলে এরই মধ্যে দুই শতাধিক আসনে বিদ্রোহী তথা ডামি প্রার্থী দেখা গেছে। মূলত ২০১৪ ও ২০১৮ সালের অভিজ্ঞতা থেকে আওয়ামী লীগের এমন কৌশল একেবারেই নতুন।

নির্বাচন যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে তার আলামত লক্ষ করা যাচ্ছে। এই বিষয়টি নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে যে এবার কোনো প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে পারবেন না। এ কারণে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীরা একেবারেই চিন্তামুক্ত নেই। কারণ তাঁদের জনপ্রিয়তা না থাকলে নির্বাচনে কোনোভাবেই বিজয়ী হতে পারবেন না। সরকারপ্রধান তথা আওয়ামী লীগপ্রধানের ঘোষণা মোতাবেক প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্বাচন অবাধ-নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে তৎপরতা শুরু হয়েছে। এমনকি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়েছে, নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে। কোনো হস্তক্ষেপ হবে না।

গত ২৬ নভেম্বর গণভবনে নৌকার মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে আওয়ামী লীগের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, নির্বাচনে যেন কেউ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হয়ে না আসতে পারেন। নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক করতে হবে। এ জন্য কেউ যেন কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থীকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ায় কিংবা প্রচারকাজে বাধা না দেন।

এই বিষয়টিকে নিঃসন্দেহে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এমনকি বিএনপিকে নির্বাচনে অংশ নিতে বারবার আহ্বান জানানো হলেও তারা সে বিষয়ে মনোযোগ না দিয়ে ক্রমাগত জনবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি তথা হরতাল-অবরোধ চালিয়ে যাচ্ছে। বিএনপির মতো একটি জনসমর্থন থাকা বড় দল নির্বাচন থেকে দূরে থেকে কিভাবে গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে টিকে থাকবে, সেটিও এখন অনেকের প্রশ্ন।

নির্বাচনের আগেই আন্দোলনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে হারাতে চেয়েছে বিএনপি। কিন্তু এ পর্যন্ত যে অবস্থা, তাতে এটি স্পষ্ট যে বিএনপিই হেরে যাচ্ছে। এখন যাঁরা মনে করছেন, বিএনপিকে ছাড়া নির্বাচন করে ক্ষমতায় গেলে যেসব সমস্যা দেখা দেবে, তা সামাল দেওয়া সহজ কাজ হবে না- তাঁদের এই ধারণা মিথ্যা হয়ে যাবে। বরং বিএনপি যে ধরনের জনবিচ্ছিন্ন কর্মসূচি দিয়ে সামনে লক্ষ্যহীনভাবে এগিয়ে চলেছে, তাতে বিএনপি অস্তিত্ব সংকটে পড়বে- সেটি নিশ্চিত করে বলা যায়। কারণ হরতাল-অবরোধে মারাত্মক বিপর্যয় না ঘটলেও জনজীবন ব্যাহত হচ্ছে। গাড়িতে আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটছে প্রতিনিয়ত। এর ফল হিসেবে ক্রমেই বিএনপি রাজনীতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

গত ২১ নভেম্বর গবেষক এবং লেখক মহিউদ্দিন আহমদ 'হরতাল-অবরোধের অস্ত্র ভোঁতা হয়ে গেছে' শিরোনামে একটি কলাম লিখেছেন। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'ধরা যাক, বিএনপির চাহিদামতো একের পর এক সব কিছু ঘটল, অবাধ নির্বাচন হলো, ভোটে বিএনপি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করল। তারপর পাঁচ বছরে তারা আমাদের কী দেবে? কোথায় সেই ছক, কোথায় সেই পরিকল্পনা। মানুষ কেন ঝুঁকি নিয়ে আপনাদের জন্য জান দেবে?' তিনি আরো উল্লেখ করেন, 'বিএনপিকে পরিষ্কার করে বলতে হবে যে তারা আওয়ামী লীগের চেয়েও ভালো, তাদের কর্মসূচি আরো ভালো, তারা আরো কম খরচে মানুষকে উত্তম সেবা দিয়ে যেতে পারবে। মানুষ তো এ কথাগুলোই শুনতে চায়। হরতাল-অবরোধ তো শেষ কথা হতে পারে না। এই অস্ত্র ভোঁতা হয়ে গেছে অনেক আগেই।'

এই লেখাটি যখন পত্রিকায় পাঠাচ্ছি, তখনো সারা দেশে বিএনপি-জামায়াতের ডাকা অবরোধ ও হরতাল কর্মসূচি চলমান রয়েছে। আমরা জানি, জনগণের সমর্থনে যেকোনো আন্দোলন কর্মসূচিই হলো গণতান্ত্রিক আন্দোলন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে বিএনপি ও তার সমমনা কিছু রাজনৈতিক দল হরতাল-অবরোধের নামে অগণতান্ত্রিক ও জনবিদ্বেষী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। লক্ষ করা যাচ্ছে, হরতাল-অবরোধের কারণে সাধারণত কোনো অফিস-আদালতের কার্যক্রম বন্ধ থাকছে না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে খোলা রয়েছে। এই নভেম্বর মাসজুড়েই সারা দেশের বিদ্যালয়গুলোতে বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষার্থীরা অবরোধ-হরতালের আতঙ্কের মধ্যেও কষ্ট করে বিদ্যালয়ে গিয়ে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নিয়মিতই ক্লাস-পরীক্ষা চলছে।

তবে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দেশের পর্যটন খাত মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দেশব্যাপী হরতাল-অবরোধ দেওয়ায় সহিংসতা এবং গাড়ি পোড়ানোর ভয়ে মানুষ ভ্রমণ করতে অনীহা প্রকাশ করছে। ব্যবসা-বাণিজ্যও অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উল্লেখ করার মতো তথ্য হচ্ছে, যাঁরা হরতাল-অবরোধ ডাকছেন, তাঁরাই এই কর্মসূচি উপেক্ষা করে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। গাড়ি বের করছেন। বিএনপিপন্থী শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস নিচ্ছেন। তাহলে এসব কর্মসূচির লক্ষ্য কী? কে বা কারা পালন করবেন এই হরতাল-অবরোধ কর্মসূচি?

দৃশ্যত হরতাল-অবরোধ আহ্বানকারীরা পলাতক রয়েছেন। তাঁরা অবরোধ ঘোষণা দেন চোরাগোপ্তায় অজ্ঞাত জায়গা থেকে ভার্চুয়ালে। প্রকাশ্যে তাঁদের তৎপরতা নেই বললেই চলে। রাজনৈতিক কর্মসূচির মাঝে অবরোধ-হরতাল ডাকা সবচেয়ে সোজা কাজ। তেমন পুঁজি লাগে না। রাস্তায়ও নামতে হয় না। এখন আর প্রেস রিলিজও লাগে না। অনলাইনে ডাকলেই হয়ে যায়। এক অর্থে বিএনপির অবরোধ ২০১৫ সাল থেকে চলমানই ছিল। এখন নতুন করে আবার ঘণ্টা বাজানো হয়েছে। ২০১৫ সালের শুরুতে ডাকা লাগাতার অবরোধ সমাপ্তির আনুষ্ঠানিক কোনো ঘোষণা না দিলেও বছরখানেক ধরে শান্তিপূর্ণ তথা অহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে বিএনপি একটি নতুন ধারা আনতে পেরেছিল গত কয়েক বছরে। দেশি-বিদেশি বিশেষ মহলগুলো বিএনপির নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট জায়গায় সভা-সমাবেশ, পদযাত্রা, শোভাযাত্রার 'গুড বয়' কর্মসূচিকে স্বাগতও জানাতে থাকে। উপরন্তু তাদের এসব কোমল-কুসুম কর্মসূচির কোথাও কোথাও পুলিশ বা সরকারদলীয়দের বাধার সমালোচনা হয় বিভিন্ন মহলে। এতে বিএনপি এক ধরনের সিমপ্যাথিও পেতে থাকে নানা মহল থেকে। এই ধারাপাতের ছন্দঃপতনে ২৮ অক্টোবরের ঘটনাবলি এবং পরিণামে আবারও অবরোধ জামানায় ফিরে আসা।

নির্বাচন যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হবে তার আলামত লক্ষ করা যাচ্ছে। এই বিষয়টি নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে যে এবার কোনো প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হতে পারবেন না। এ কারণে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রার্থীরা একেবারেই চিন্তামুক্ত নেই। কারণ তাঁদের জনপ্রিয়তা না থাকলে নির্বাচনে কোনোভাবেই বিজয়ী হতে পারবেন না। সরকারপ্রধান তথা আওয়ামী লীগপ্রধানের ঘোষণা মোতাবেক প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্বাচন অবাধ-নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে তৎপরতা শুরু হয়েছে। এমনকি আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বারবার বলা হয়েছে, নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হবে। কোনো হস্তক্ষেপ হবে না।

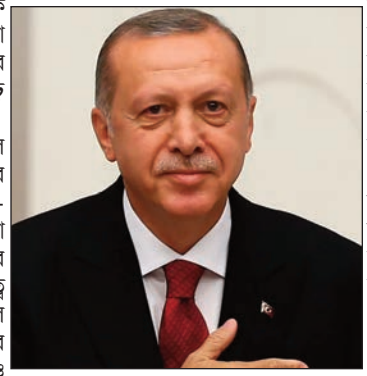
রাজনীতিবিদরা সাধারণত জনগণের কল্যাণে রাজনীতি করে থাকেন, কিন্তু ওই রাজনীতি যদি জনবিরোধী হয়, তা কখনোই কোনোভাবে সভ্য কিংবা ন্যায়সংগত রাজনীতি হিসেবে মেনে নেওয়া যায় না। হরতাল-অবরোধে কোনো কল্যাণ আসে না। জনমতের প্রতিফলন ঘটে না। তবু কেন রাজনৈতিক দলগুলো আন্দোলনের কর্মসূচি হিসেবে সহিংস এই পথকে বেছে নেয়, তা সর্বসাধারণের কাছে বোধগম্য নয়।

লেখক: অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ফিলিস্তিনিদের অধিকার রক্ষায় এরদোয়ানের ভূমিকা

॥ বোরহানউদ্দিন দুরান ॥

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এরদোয়ান সম্প্রতি কাতার সফর করেছেন। সেখানে তিনি কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল থানির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। তুরস্ক-কাতারের উচ্চ পর্যায়ের কৌশলগত বৈঠক ছাড়াও তিনি উপসাগরীয় সহযোগিতা সংস্থা জিসিসির সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। এর আগের কমিটির বৈঠকে ৮৭টি চুক্তি সম্পন্ন করার পর এরদোয়ানের এবারের সফরে দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ক পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে আরও চুক্তি হয়। এবারের সফরে তুরস্কের মন্ত্রিসভার ছয় সদস্য অংশ নিয়েছেন। স্মরণ করা যেতে পারে, ২০১৭ সালের সংকটের সময় কাতারের পক্ষে ছিল তুরস্ক। এতে আঞ্চলিক দিক থেকে উভয় দেশের সম্পর্ক 'কৌশলগত' স্তরে উন্নীত হয়। তুরস্ক ও কাতার পরবর্তী সময়ে উপসাগরীয় দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের চেষ্টা করে। এর পর তাদের সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়েছে।



স্বাভাবিকভাবেই আল থানির সঙ্গে এরদোয়ানের এবারের বৈঠকে আলোচনার শীর্ষ বিষয় ছিল গাজা পরিস্থিতি। জিসিসির সম্মেলনেও বিষয়টি গুরুত্ব পায়, যেখানে তুরস্ক ছিল কৌশলগত আলোচনার অংশীদার। তুরস্ক ও কাতার ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাত বন্ধে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে আসছে। সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরতিতে কাতার সফলভাবে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করেছে। যুদ্ধবিরতিসহ দীর্ঘ মেয়াদে যুদ্ধ বন্ধে ইসরায়েলকে রাজি করাতে তুরস্ক সক্রিয়ভাবে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ১১ নভেম্বর সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত ওআইসি ও আরব লিগের যৌথ শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তুরস্ক, ফিলিস্তিন, সৌদি আরব, ইন্দোনেশিয়া, মিসর, জর্ডান, কাতার ও নাইজেরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী গাজা যুদ্ধ বন্ধ করতে এবং স্থায়ী শান্তি আনার জন্য আন্তর্জাতিক পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে একমত হন। দুবাই থেকে ফেরার ফ্লাইটে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় জোর দিয়ে বলেন, 'আমরা অন্যদের বলেছি দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের বিষয়কে গুরুত্ব দিতে এবং সমাধানের বিষয় ছাড়া গাজা নিয়ে আলোচনা না করতে। আমরা দেখেছি, ইউরোপের কয়েকটি দেশ আমাদের অবস্থান বুঝতে পেরেছে এবং আমাদের যৌথ চাপের কারণে তারা যুক্তিগুলো অনুধাবন করতে শুরু করেছে।' তুরস্কের প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, 'এ অঞ্চলের মানুষের নিজস্ব সমস্যার সমাধান কর'র নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত ওআইসির সদস্যরা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে, তা 'কৌশলগত বড় অর্জন'। এ বিষয় নিয়ে তুরস্ক দীর্ঘদিন কাজ করে আসছে এবং এ নীতিতে সবাইকে একমত করার চেষ্টা করছে।

সাময়িক যুদ্ধবিরতির পর ইসরায়েল এরই মধ্যে ১২ শতাধিক ফিলিস্তিনিকে হত্যা করেছে। তারা বোমা হামলা আরও জোরদার করেছে। অবশ্য স্থল অভিযানে ইসরায়েলের অনেকে হতাহত হয়েছে। পশ্চিমারা যেভাবে ইসরায়েলকে 'নিঃশর্ত সমর্থন' দিয়েছিল, তাও শেষ হতে চলেছে। যুদ্ধ শেষ করার ব্যাপারে ইসরায়েলের কৌশল নিয়ে পশ্চিমা সরকারগুলো উদ্বিগ্ন। লড়াইকে দীর্ঘায়িত না করার জন্য তারা বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সরকারকে চাপ দিচ্ছে। এর প্রধান কারণ হলো, বেসামরিক মানুষ হত্যার বিরুদ্ধে পশ্চিমা জনগণের গণবিক্ষোভ ও কঠোর প্রতিক্রিয়া। দ্বিতীয় কারণ হলো, সাত দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দল বৈঠকের মাধ্যমে যে যুক্তি পেশ করেছে, তার প্রভাবও এখানে রয়েছে। তা ছাড়া এটিও স্পষ্ট যে, ইসরায়েল গাজাবাসীকে হত্যা করা বা নিজেদের ভূখ- থেকে জোরপূর্বক বের করে দেওয়া ছাড়া কোনো সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

অনেক মাস বা বছর ধরে গাজা সংঘর্ষ লেগে থাকুক–এমনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিংবা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সরকারগুলো চায় না। কারণ, এমন অবস্থা মধ্যপ্রাচ্যে উগ্রবাদের নতুন ক্ষেত্র তৈরি করতে এবং শক্তিধরদের প্রতিযোগিতায় রাশিয়া ও চীন তা নিয়ে খেলতে পারে। ইসরায়েলি কর্মকর্তারাও বড় সংকটের কারণ। তারা হামাস নেতাদের নিশানা করা এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে আরও আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করার বিষয়ে কথা বলে। সে জন্য এখন পশ্চিমা নীতিনির্ধারকরা গাজা বিষয়ে ইসরায়েলি নীতির সমালোচনা করছে। নিচের উদাহরণ তাই প্রমাণ করে–ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ দুবাইয়ে জলবায়ু শীর্ষ সম্মেলন তথা কপ২৮-এ অংশ নিতে এসে এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, হামাসকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা অসম্ভব এবং ইসরায়েল যদি এ লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করে, তবে দেশটিকে এক দশক যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। ইসরায়েল আত্মরক্ষা এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার অধিকারের অজুহাতে বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করতে পারে না। পশ্চিমারাও বিষয়টি মেনে নেবে না। দ্বিতীয়ত, ক্যালিফোর্নিয়ায় অনুষ্ঠিত রেগান ন্যাশনাল ডিফেন্স ফোরামের সভায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন নিম্নলিখিত বিবৃতি দেন, 'এ ধরনের লড়াইয়ে প্রধান কেন্দ্র হলো বেসামরিক মানুষ। আপনি যদি শত্রুর অস্ত্র তাদের ওপর চালান, তার মানে আপনার কৌশলগত জয় কৌশলগত পরাজয়ে রূপান্তরিত হলো।'

এ ধরনের পরোক্ষ ও কৌশলগত বিবৃতি যে ইসরায়েলকে দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসে বোমাবর্ষণ থেকে বিরত রাখতে পারবে না, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা বন্ধে ইসরায়েলের প্রতি পশ্চিমাদের মিনমিনে কণ্ঠ আসলে ভ-ামিপূর্ণ, ঘৃণ্য ও লজ্জাজনক। এরদোয়ানের এ যুক্তিকে অগ্রাহ্য করার সুযোগ নে, 'জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও ইসরায়েলের বর্বরতার বিরুদ্ধে এমনকি তার নিজস্ব কর্মীদেরও রক্ষা করতে পারে না। জাতিসংঘের গৌরবান্বিত আদর্শ, কনভেনশন, ঘোষণা ও নীতিমালা যেগুলো ব্যক্তি, সংস্থা এবং দেশের নিরাপত্তার রক্ষাকবচ, সেগুলো যেন ইসরায়েলের জন্য অকেজো। নিপীড়ন সমর্থন করার মাধ্যমে বা নীরবতার মাধ্যমে ইসরায়েলকে যে সুযোগ দেওয়া হয়েছে, এর মাধ্যমে সেগুলো সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে গেছে।'

এখনও ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা, গণবিক্ষোভ ও বয়কট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান গাজার পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গড়ার জন্য কপ২৮ জলবায়ু সম্মেলন, ওআইসির অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য জোটের সম্মেলন এবং জিসিসির ৪৪তম সম্মেলনে জোর তৎপরতা চালিয়েছেন। তিনি তাঁর এ প্রচেষ্টা আগামী দিনেও অব্যাহত রাখবেন।

বোরহানউদ্দিন দুরান: তুর্কি প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা ও বিদেশনীতি কাউন্সিলের সদস্য; ডেইলি সাবাহ থেকে ভাষান্তর মাহফুজুর রহমান মানিক





সাক্ষাৎকারে সাঈদ ইফতেখার আহমেদ

সুষ্ঠু নির্বাচন না হলে সমাজে অস্থিরতা তৈরি হবে

বাংলাদেশ যেভাবে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে জড়িত, সেখানে রাশিয়া বা উত্তর কোরিয়ার মতো প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন ছাড়া কি টিকে থাকা যাবে?

সাঈদ ইফতেখার: এই প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ বা না বলে দেওয়া সম্ভব নয়। রাশিয়ার পক্ষে পুঁজিবাদী পশ্চিমা ব্যবস্থার সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকা সম্ভব। তার সেই অর্থনৈতিক ও সামরিক সক্ষমতা আছে। কিউবার মতো রাষ্ট্রগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনে টিকে থেকেছে। উত্তর কোরিয়া টিকে থেকেছে চীন ও রাশিয়ার সমর্থনে। আজকের বৈশ্বিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ একটি কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্র হিসেবে টিকতে পারবে কিনা তা নির্ভর করছে দেশের শাসকরা বৃহদাকার শক্তিগুলো যেমন–ভারত, চীন, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে কীভাবে লেনদেন চালাবে তার ওপর। একইভাবে দেখতে হবে এই পাঁচটি শক্তিধর রাষ্ট্র ও ইউনিয়নটি কীভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। দুই তরফে কী ধরনের সক্ষমতা ও যোগ্যতা আছে, সেটাই হবে মূল ব্যাপার। প্রতিটা দেশই লেনদেনের সময় জাতীয় স্বার্থের ওপর গুরুত্ব দেবে। যেমন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের স্বার্থ কতটা মিলবে আর কতটা মিলবে না। অন্যদিকে চীন ও মিয়ানমার সরকারের মধ্যে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। এগুলো কিন্তু সাংঘাতিক রকমের নির্ধারক ভূমিকা রাখে। তাই বাংলাদেশের মতো কর্তৃত্ববাদী শাসনকাঠামো টিকবে কিনা, তা আন্তর্জাতিক সম্পর্কগুলোর ওপর নির্ভর করছে।

প্রশ্ন : বাংলাদেশের সঙ্গে মিয়ানমারের চেয়ে শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি বেশি তুলনাযোগ্য। দেশটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থেকে কর্তৃত্ববাদী ধারায় যেতে গিয়ে দেউলিয়া হয়ে গেল।

সাঈদ ইফতেখার: বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শ্রীলঙ্কা এক ধরনের গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পেরেছে। কিন্তু বাংলাদেশ তেমন সংকটের দিকে না গিয়েও ট্র্যাজেডি হচ্ছে, আমরা গণতান্ত্রিক ধারা রক্ষা করতে পারিনি।

প্রশ্ন : ভূরাজনীতি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে কি বদলে দিচ্ছে? ভূরাজনীতির ওপর বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে আমাদের ভূঅর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিনা? বিশেষ করে আমাদের রপ্তানি পণ্যের গন্তব্য যে পশ্চিমা বাজার, তাদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে।

সাঈদ ইফতেখার: পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলো তাদের আইনগুলোর পুরোটা মূল্যবোধ বা নীতি-নৈতিকতার ভিত্তিতে গ্রহণ করে না। তারা বিভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে একেকরকম সিদ্ধান্ত নেয়। সৌদি আরবের ক্ষেত্রে একরকম, মিয়ানমার সম্পর্কে একরকম, ইসরায়েলের বেলায় একরকম। মার্কিনপন্থি অনেক ভাষ্যকারের মধ্যে দেখবেন যে, সারাবিশ্বে পশ্চিমা বিশ্বই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে দিচ্ছে। বিষয়টা কিন্তু এরকম নয়। তাদের স্বার্থগুলো পূরণ হয়ে গেলেই তারা মানবাধিকার ভঙ্গ করছে, নীতি-নৈতিকতা উপেক্ষা করছে, গণতন্ত্রের বিষয়গুলো এড়িয়ে যাচ্ছে। যখনই তারা তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে পারছে না, তখনই তারা মতপ্রকাশের ব্যাপারে সোচ্চার হচ্ছে, মানবাধিকার নিয়ে কথা বলছে, গণতন্ত্রের ব্যাপারে জোর দিচ্ছে। আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশ্বরাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। বর্তমানে বিশ্বরাজনীতিতে অর্থনীতির চেয়ে ভূরাজনৈতিক কৌশলের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। শুধু বাংলাদেশ নয়, পুরো দক্ষিণ এশিয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সেই ভূরাজনীতিতে তারা কৌশলগত দিক থেকে বাংলাদেশকে বিবেচনায় নেবে। তাদের ভূরাজনৈতিক কৌশল কিংবা সামরিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গেলেই বাংলাদেশের অর্থনীতি বাধাগ্রস্ত কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। নির্বাচন সুষ্ঠু হচ্ছে না কিংবা গণতন্ত্র বাধাগ্রস্ত হচ্ছে–এসব কারণে কিন্তু তারা স্যাংশন কিংবা অন্যান্য সিদ্ধান্ত নিচ্ছে না। যদি স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নাও হয়, কিন্তু তাদের স্বার্থ যদি হাসিল হয় কিংবা তাদের ভূরাজনৈতিক চাহিদার সঙ্গে যদি মিলে যায়, তাহলে দেশের অর্থনীতি নিয়ে তেমন দুশ্চিন্তার কিছু নেই। কোনো কারণে শাসনক্ষমতা এসব বিষয় ঠিক রাখতে ব্যর্থ হলে কিংবা পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে না পারলে, ধীরে ধীরে রাজনৈতিক চাপগুলো জেঁকে বসার আশঙ্কা আছে।

প্রশ্ন : প্রতিযোগিতাহীন নির্বাচন সমাজকাঠামোর ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে?

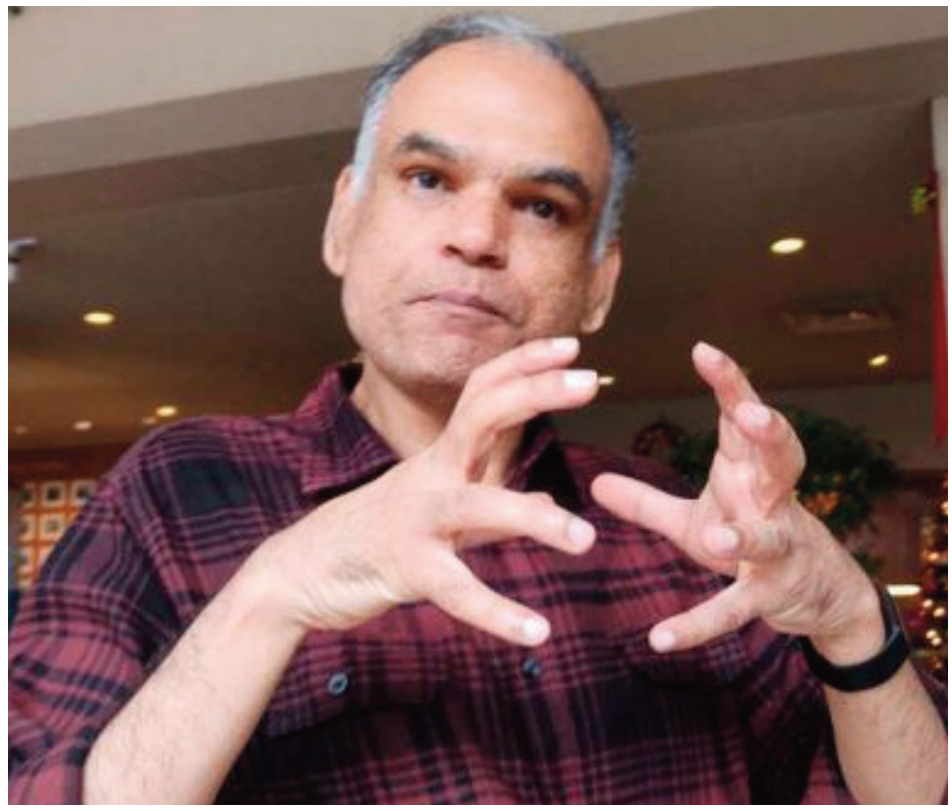
সাঈদ ইফতেখার: সমাজ ও রাজনীতিতে বিভিন্ন ধরনের অস্থিরতা দেখা দেয়। এ ধরনের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য ভয়ংকর রূপ ধারণ করে, উপার্জনের মধ্যে ব্যাপক ফারাক তৈরি হয়, অভিজাতদের সুবিধা বেড়ে যায়। রাজনৈতিক কারণে সমাজের প্রান্তিক জায়গা থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত সব ক্ষেত্রে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে। এ ধরনের নির্বাচনকে স্রেফ ত্রুটিপূর্ণ বলা যাবে না। কেননা এমন নির্বাচনে বিপুলসংখ্যক জনগণকে রাজনীতির প্রক্রিয়ার বাইরে রাখা হয়। এ কারণে বিশাল জনগোষ্ঠী রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না। সেটা স্থানীয় সরকার থেকে সর্বোচ্চ সংসদ পর্যন্ত। এর মধ্য দিয়ে এক ধরনের অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিক সমাজকাঠামো তৈরি হচ্ছে। ব্রিটিশ আমলে স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শামিল হওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনার কথা ছিল না। আমরা কিন্তু এই বাংলাদেশ চাইনি, একটি যথাযথ গণতন্ত্রশাসিত বাংলাদেশ চেয়েছিলাম। যেমন আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার মানে ধর্মসহিষ্ণুতার কথা বলতে চেয়েছি। সব ধর্মকে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছেন–এটাই কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা। এই বাংলাদেশ আমরা তৈরি করতে পারিনি। আসন্ন প্রতিযোগিতাহীন নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগণের অংশগ্রহণ ঘটছে না। সেটা ৪০ শতাংশ কিংবা ৬০ শতাংশ হতে পারে। প্রশ্ন হলো, ১ শতাংশ জনগণও কেন রাজনৈতিক ব্যবস্থার বাইরে থাকবে? এ ধরনের নির্বাচন জনগণকে রাজনৈতিকভাবে বিযুক্ত করে রাখে, যা সমাজের জন্য ভয়ংকর পরিস্থিতি জন্ম দেয়। একজন ব্যক্তি ভোটের মধ্য দিয়ে তার মতামত, রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে নিজেকে যুক্ত করে। এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করলে সমাজে অস্থিরতা প্রবল আকার ধারণ করে।

প্রশ্ন : বর্তমানে সরকার অনেক শক্তিশালী, বিরোধী দলগুলোর অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন দলও কি জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে না?

সাঈদ ইফতেখার আহমেদ: কর্তৃত্ববাদী শাসনকাঠামোর কোনো জনভিত্তি নেই, এটা একটি ভুল ধারণা। জনভিত্তি নিয়েই সে টিকে আছে। কত শতাংশ সমর্থন তা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়। বিজেপির কিন্তু জনগণের মধ্যে একটা শক্তিশালী ভিত আছে। তাই বিরোধী দলগুলো বিজেপির শাসনক্ষমতাকে অবৈধ বলে দাবি করতে পারছে না। তাই প্রশ্নটা শতাংশের নয়; বরং জনগণের কাছে তার অবস্থান কেমন এবং কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলটির গ্রহণযোগ্যতা আছে। রাজনৈতিকভাবে বৈধতার প্রশ্নটাই জরুরি। দলের আদর্শিক ও নৈতিক ভিত্তি হারিয়ে গেলে দাপটের ভিত্তিতে শাসন করতে হয়। এটা তো রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব। ক্ষমতার সব খুঁটি একসঙ্গে মিলে তাদের স্বার্থকেন্দ্রিক এক ধরনের শাসনব্যবস্থা তৈরি করেছে। এটা বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোর একটি রূপান্তর। আমাদের রাষ্ট্রকাঠামো এরকম ছিল না। প্রতিযোগিতাহীন নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এক ধরনের অভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিকতাবাদের পাশাপাশি নব্য ঔপনিবেশিকতাবাদ চেপে বসে। এমন শাসনকাঠামোর মধ্যে অর্থনৈতিক শোষণ তীব্র হয়, সরকার বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন : আসন্ন নির্বাচনে (২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি) বিরোধী দলের অংশগ্রহণ নেই। অথচ ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরাই স্বতন্ত্র, ডামি হয়ে নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন। এটা শাসকদলের গৃহবিবাদ তীব্র করবে কিনা?

ইফতেখার আহমেদ: নির্বাচনে বাইরের লোকেরা সহিংস হবে কিনা তা বলা মুশকিল, তবে দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব আমরা দেখতে পাচ্ছি। রাজনীতিতে আদর্শকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে দেশের রাজনীতিতে ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক লাভালাভকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব ঘটছে। এ ধরনের নির্বাচন যদি বারবার হতে থাকে এবং বিরোধী দলগুলোকে ক্রমশ দুর্বল করে দেওয়া হয়, তাহলে অর্থনৈতিক স্বার্থকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক চাপসহ অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও দ্বন্দ্ব বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। এমনকি অভ্যন্তরীণ এই কোন্দল আত্মঘাতীও হতে পারে।



বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট নিয়ে সমকালের সঙ্গে কথা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকান পাবলিক ইউনিভার্সিটি সিস্টেমের স্কুল অব সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজের শিক্ষক সাঈদ ইফতেখার আহমেদ। পড়াচ্ছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজনীতি শাস্ত্রে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্দার্ন অ্যারিজোনা ইউনিভার্সিটি থেকে রাজনীতি বিজ্ঞানে মাস্টার্স এবং পিএইচডি। শিক্ষকতা করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং নর্দার্ন অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে

বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সংকট নিয়ে সমকালের সঙ্গে কথা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের আমেরিকান পাবলিক ইউনিভার্সিটি সিস্টেমের স্কুল অব সিকিউরিটি অ্যান্ড গ্লোবাল স্টাডিজের শিক্ষক সাঈদ ইফতেখার আহমেদ। পড়াচ্ছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাজনীতি শাস্ত্রে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্দার্ন অ্যারিজোনা ইউনিভার্সিটি থেকে রাজনীতি বিজ্ঞানে মাস্টার্স এবং পিএইচডি। শিক্ষকতা করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং নর্দার্ন অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে

প্রশ্ন : সমস্যাযুক্ত নির্বাচন বারবার ঘটলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোর ওপর কী ধরনের প্রভাব ফেলে?

সাঈদ ইফতেখার আহমেদ: সমস্যাযুক্ত নির্বাচন কখন ঘটে? কেবল বাংলাদেশ নয়, গণতান্ত্রিক বিশ্বেও কর্তৃত্ববাদ একটি প্রভাবশালী মতবাদ। কর্তৃত্ববাদীরা গণতান্ত্রিক একটা রূপ দিয়ে শাসন বজায় রাখতে চায়, বৈধতা দিতে চায়। এই পরিস্থিতি থেকে সমস্যাযুক্ত নির্বাচন হয়ে থাকে। এর ফলে একটা কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা তৈরি হয়, একচেটিয়া রাজনৈতিক ধারা চালু হয়। এ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থায় এক ধরনের গণতান্ত্রিক পরিসর জারি রাখা হয়, যতক্ষণ না তাদের মৌলিক স্বার্থে আঘাত লাগে। এভাবে তারা নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক বলে উপস্থাপন করতে চায়। মূলত এ ধরনের শাসনব্যবস্থার ভিত্তি কর্তৃত্বপরায়ণ। এমন ব্যবস্থায় গণতন্ত্র দাঁড়ায় না; গণতন্ত্র না দাঁড়ালে বিচারব্যবস্থা দাঁড়ায় না। এসব পরিস্থিতির উদ্দেশ্য কেবল কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা নয়। এগুলোর সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বার্থও জড়িত। মূলত এসব স্বার্থ রক্ষার জন্যই তারা এ ধরনের শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়। তা ছাড়া অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত থাকে দুর্নীতি। এসব কিছু বজায় রাখার জন্যই তারা সমস্যাযুক্ত নির্বাচন করে।

প্রশ্ন : এ দেশের মানুষ খুব নির্বাচনমুখী। যেমন–১৯৩৭, ১৯৫৪ কিংবা ১৯৭০-এর নির্বাচনের কথা স্মরণ করা যায়। এমনকি দেশভাগ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের কেন্দ্রেও ছিল নির্বাচন। এ রকম একটা দেশে কেন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হলো না?

সাঈদ ইফতেখার আহমেদ: এটা একটা বড় ট্র্যাজেডি। বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্রের জন্য যতবার রক্ত দিয়েছে, বিশ্বের অন্য কোথাও এ রকমটা ঘটেছে কিনা জানা নেই। সেই ১৯৪৭ সাল থেকে আমরা গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করছি। চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের সমস্যা থাকতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক চরিত্রে আমরা গণতান্ত্রিক। তাহলে কেন আমরা একটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দাঁড় করাতে পারলাম না? সমস্যার গোড়া মূলত রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণির মধ্যে খুঁজতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র যখন স্বাধীন হয়, তখন প্রস্তাব উঠেছিল তারা একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে কিনা। কিন্তু যারা নেতৃত্বে ছিল তারা গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে গিয়েছিল। তারা ঔপনিবেশিক সামন্ততন্ত্র থেকে বেরিয়ে এসেছিল। অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতও গণতান্ত্রিক ধারায় হেঁটেছে। এ ক্ষেত্রে আমরা গান্ধীজির কথা স্মরণ করতে পারি, তিনি শাসনভার হাতে নেননি। শুরু থেকে এ ধরনের নেতৃত্বগুণ আমাদের নেতারা দেখাতে পারেননি। শুধু আওয়ামী লীগ নয়, বিএনপিও তাদের শাসনামলে একই আচরণ করেছে। জাতীয় পার্টি বা জাসদ কিংবা অন্য ছোট দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক বোধের সঞ্চার ঘটেনি। গণতন্ত্রের মূলে আছে উদারতাবাদ, সর্বজনীন অধিকার এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বে এই মূল্যবোধগুলো পাবেন না। তাদের মনের গঠন গণতান্ত্রিক নয়।

প্রশ্ন : নব্বইয়ের পর থেকে বাংলাদেশে বহুদলীয় নির্বাচনী প্রতিযোগিতা ছিল। সেই ধারাটি কি বন্ধ হয়ে গেছে?

সাঈদ ইফতেখার: জি, ২০১৪ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। তা ছাড়া বহুদলীয় গণতান্ত্রিক চর্চা বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু আমাদের দেশে নেই। ২০২৪ সালে সেরকম একটি প্রতিযোগিতাবিহীন নির্বাচন হতে যাচ্ছে। এটি একেবারে সিলেক্টেড বা বাছাই করে সাজানো একটি নির্বাচন ব্যবস্থা। নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটা সংশয় থাকে–কে জিতবে কিংবা কে হারবে! কিন্তু ২০১৪ সালের নির্বাচনের পর থেকে আমরা আগেই বুঝতে পারি ক্ষমতায় কারা আসবে। এমন পরিস্থিতির ক্ষেত্রে এটা কি ইলেকশন নাকি সিলেকশন–সেই প্রশ্ন ওঠে। এরা বলছে কিংস পার্টি। আমার মতে, এ ক্ষেত্রে কুইন্স শব্দটা বলা উচিত, যা তথাকথিত বিরোধী দলের ক্ষেত্রে ঘটছে। সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইউরোপের পূর্বাঞ্চলে প্রধান রাজনৈতিক দলের বাইরে ছোট ছোট অনেক দল ছিল। তারাও নির্বাচনে অংশ নিত। মূল পার্টিগুলো ৮০ বা ৯০ শতাংশ আসন রেখে বাকিগুলো তাদের ছেড়ে দিত। বাংলাদেশের মডেলটা হুবহু সেরকম না হলেও প্রায় সেদিকে ধাবিত হয়েছে।

প্রশ্ন : উত্তর কোরিয়া, রাশিয়াসহ অনেক দেশ প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন ছাড়াও টিকে আছে। কিন্তু

চলনে ও বলনে ভারসাম্য আনুন

(শেষের পাতার পর)

এই আয়াতটিতে চালচলন বলতে এমনটি বুঝানো হয়নি যে, "দ্রুত চলো না এবং ধীরে চলো না বরং মাঝারি চলো।" দ্রুত চলা বা ধীরে চলার মধ্যে কোন নৈতিক গুণ বা দোষ নেই এবং এ জন্য কোন নিয়মও বেঁধে দেয়া যায় না। কাউকে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করার জন্য দ্রুত জোরে চলতেই হবে। আর যে কাজ আস্তে ও ধীরে করার নিয়ম তা ধীরেই করতে হবে। প্রতিটি কাজের একটি মানদ-আছে, সেই মানদ- অনুযায়ী কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। মাঝারি চালে চলার কোন মানদ- যদি থেকেই থাকে তাহলে সকল কাজে এই মানদ- বেঁধে দিতে হবে এবং সকলের জন্য একটি সাধারণ নিয়মে পরিণত করে দিতে হবে, তা কি আদৌ সম্ভব?

প্রকৃতপক্ষে চালচলনে ভারসাম্য আনার কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, প্রবৃত্তির এমন অবস্থার সংশোধন করা যার প্রভাবে চলার মধ্যে দম্ভ অথবা অতি দীনতার প্রকাশ না ঘটে। বড়াই করার অহমিকা যদি কারো ভেতরে থেকে থাকে তাহলে অনিবার্যভাবে তা একটি বিশেষ ধরণের চাল-চলনের মাধ্যমে বের হয়ে আসে। এ অবস্থা দেখে লোকটি যে কেবল অহংকারে মত্ত হয়েছে, এ কথাই জানা যায় না, বরং তার চাল-চলনের রং ঢং তার অহংকারের স্বরূপটিও তুলে ধরে। ধন-দৌলত, ক্ষমতা-কর্তৃত্ব, সৌন্দর্য, জ্ঞান, শক্তি এবং এ ধরণের অন্যান্য যতো জিনিসই মানুষের মধ্যে অহংকার সৃষ্টি করে তার প্রত্যেকটির দম্ভ তার চাল-চলনে একটি বিশেষ ভঙ্গি ফুটিয়ে তোলে। এ ভাবটির কথা আল্লাহ তা'আলা অন্য সুরায় বলেছেন,"যমীনে দম্ভভরে চলো না। তুমি না যমীনকে চিরে ফেলতে পারবে, না পাহাড়ের উচ্চতায় পৌঁছে যেতে পারবে।"(সুরা বনী ইসরাঈল:৩৭) এর মানে হচ্ছে, ক্ষমতাগর্বী ও অহংকারী যা চালচলনে প্রকাশিত হয়। সেই ক্ষমতাগর্বী ও অহংকারীর মতো আচরণ করো না।

পক্ষান্তরে চাল-চলনে দীনতার প্রকাশ ও কোন না কোন দূষণীয় মানসিক অবস্থার প্রভাবজাত হয়ে থাকে। কখনো মানুষের মনের সুপ্ত অহংকার একটি লোক দেখানো বিনয় এবং কৃত্রিম দরবেশী ও আল্লাহ প্রেমিকের রূপ লাভ করে এবং এ জিনিসটি তার চাল-চলনে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠে। অর্থাৎ সত্যিকারের দীনতা নেই কিন্তু লৌকিকতার কারণে লোকদের সামনে দীনতার ভান করে। আবার কখনো মানুষ যথার্থই দুনিয়া ও তার অবস্থার মোকাবেলায় পরাজিত হয় এবং নিজের চোখে নিজেই হেয় হয়ে দুর্বল চালে চলতে থাকে। আয়াতে হযরত লোকমান আ: এর উপদেশের হচ্ছে, নিজের মনের এসব অবস্থার পরিবর্তন করো এবং একজন সোজা-সরল-যুক্তিসঙ্গত ভদ্রলোকের মতো চলো, যেখানে নেই কোন অহংকার ও দম্ভ এবং কোন দুর্বলতা, লোক দেখানো বিনয় ও ত্যাগ।

এ ব্যাপরে সাহাবায়ে কেরামের রুচি যে পর্যায়ের গড়ে উঠেছিল তা এ ঘটনাটি থেকেই অনুমান করা যেতে পারে। হযরত ওমর রা: একবার এক ব্যক্তিকে মাথা হেঁট করে চলতে দেখলেন। তিনি তাকে ডেকে বললেন,"মাথা উঁচু করে চলো। ইসলাম রোগী নয়।" আর একজনকে তিনি দেখলেন যে কুঁকড়ে চলছে। তিনি তাকে ডেকে বললেন, "ওহে জালেম! আমাদের দীনকে মেরে ফেলছো কেন?" এ দুটো ঘটনা থেকে জানা যায় হযরত ওমর রা: এর কাছে দীনদারীর অর্থ মোটেই এটা ছিল না যে, পথ চলার সময় রোগীর মতো আচরণ করবে এবং অযথা নিজেকে দীনহীন করে মানুষের সামনে পেশ করবে। কোন মুসলমানকে এভাবে চলতে দেখে তার ভয় হতো, এভাবে চললে অন্যদের সামনে ইসলামের ভুল প্রতিণিধিত্ব করা হবে এবং মুসলমানদের মধ্যে নিস্তেজ ভাব সৃষ্টি হয়ে যাবে। এমনি ঘটনা হযরত আয়েশার রা: ব্যাপারে ঘটে। তিনি দেখলেন একজন লোক কুঁকড়ে মুকড়ে রোগীর মতো ছলছে। জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে? বলা হলো, ইনি একজন কারী (কুরআন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন এবং শিক্ষাদান ও ইবাদাত করার মধ্যে মশগুল থাকেন)। এ কথা শুনে হযরত আয়েশা রা: বললেন, উমর ছিলেন কারীদের নেতা। কিন্তু তাঁর অবস্থা ছিল, পথে চলার সময় জোরে জোরে হাঁটতেন। যখন কথা বলতেন, জোরে জোরে বলতেন। যখন মারধর করতেন খুব জোরেশোরে মারধর করতেন।" অর্থাৎ পরহেজগার হলেই জড়োসড়ো হয়ে পথ চলতে হবে তার নাম পরহেজগারী নয় বরং স্বাভাবিক স্মার্ট ও সতর্কতার সাথে পথ চলার নাম পরহেজগার।

"এবং নিজের আওয়াজ নীচু করো। সব আওয়াজের মধ্যে খারাপ হচ্ছে গাধার আওয়াজ।" এর মানে এ নয় যে, মানুষ সবসময় আস্তে নীচু স্বরে কথা বলবে এবং কখনো জোরে কথা বলবে না। বরং গাধার আওয়াজের সাথে তুলনা করে কোন ধরনের ভাব-ভঙ্গিমা ও কোন ধরনের আওয়াজে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে তা পরিস্কার করে বলে দেয়া হয়েছে। ভঙ্গী ও আওয়াজের এক ধরনের নিম্নগামিতা ও উচ্চগামিতা এবং কঠোরতা ও কোমলতা হয়ে থাকে স্বাভাবিক ও প্রকৃত প্রয়োজনের খাতিরে। যেমন কাছের বা কম সংখ্যক লোকের সাথে কথা বললে আস্তে ও নীচু স্বরে বলবেন। দুরের অথবা অনেক লোকের সাথে কথা বলতে হলে অবশ্যই জোরে বলতে হবে। উচ্চারণভঙ্গীর ফারাকের ব্যাপারটাও এমনি স্থান-কালের সাথে জড়িত। প্রশংসা বাক্যের উচ্চারণভঙ্গী নিন্দা বাক্যের উচ্চারণভঙ্গী থেকে এবং সন্তোষ প্রকাশের কথার ঢং এবং অসন্তোষ প্রকাশের কথার ঢং বিভিন্ন হওয়াই উচিত। এ ব্যাপারটা কোন অবস্থায়ই আপত্তিকর নয়। হযরত লুকমান আ: এর নসীহতের অর্থ এই নয় যে, এ পার্থক্যটা উঠিয়ে দিয়ে মানুষ সবসময় একই ধরনের নীচু স্বরে ও কোমল ভঙ্গীমায় কথা বলবে। আসলে আপত্তিকর বিষয়টি হচ্ছে অহংকার প্রকাশ,ভীতিপ্রদর্শন এবং অন্যকে অপমানিত ও সন্ত্রস্ত করার করার জন্য গলা ফাটিয়ে গাধার মতো বিকট স্বরে কথা বলা।

"নিজের চলনে ভারসাম্য আনো এবং নিজের আওয়াজ নীচু করো" প্রকৃত অর্থ হলো অহংকারের সাথে বুক ফুলিয়ে চলো না। গর্বিত স্বৈরাচারী ও বিপর্যয়কারীর মতো নিজের চলার মাধ্যমে নিজের শক্তি প্রকাশ করার চেষ্টা করো না এবং গলাবাজি বা উচ্চ-বাচ্চ্যের মাধ্যমে নিজের গর্ব-অহংকার প্রকাশ করো না। বরং চালচলন হতে হবে একজন ভদ্র, মার্জিত ও সৎস্বভাব সম্পন্ন ব্যক্তির মতো। আগেই বলা হয়েছে নম্রভাবে চলা বা নম্র ও মার্জিত স্বরে কথা মানে দুর্বল ও রুগীর মতো চলা নয় এবং একজর প্রদর্শনেচ্ছুক বা অভিলাষী নিজের বিনয় প্রদর্শন করার বা নিজের আল্লাহ ভীতি দেখাবার জন্য যে ধরনের কৃত্রিম চলার ও বলার ভংগী সৃষ্টি করে সে ধরনের কোন চলাও নয়। চলার ভারসাম্য ও নীচু আওয়াজে কথা বলা মানে একজন ভালো মানুষের স্বাভাবিকভাবে চলা। এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, তার মন-মানস, চরিত্র ও নৈতিক কার্যাবলীর প্রত্যক্ষ প্রফিলন। একজন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির চলা, একজন গু-া ও বদমায়েশের চলা, একজন স্বৈরাচারী ও জালেমের চলা, একজন আত্মম্ভরী অহংকারীর চলা, একজন সভ্য-ভব্য ব্যক্তির চলা, একজন দরিদ্র-দীনহীননের চলা এবং এভাবে অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের লোকদের চলা, পরস্পর থেকে এতবেশী বিভিন্ন হয় যে, তাদের প্রত্যেককে দেখে কোন ধরনের চলার পেছনে কোন ধরনের ব্যক্তিত্ব কাজ করছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। এমনি ভাবে কথা বলার পেছনেও কোন ধরনের ব্যক্তিত্ব কাজ করছে তা সহজেই অনুমান করা যায়। সুরা ফুরকানে বলা হয়েছে এরাই প্রকৃতপক্ষে রহমানের বান্দা যাদের চলনে ও বলনে অহংকার নেই বা কোন আত্মম্ভরীতা নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "রহমানের (আসল) বান্দা তারাই যারা পৃথিবীর বুকে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং মূর্খরা তাদের সাথে কথা বলতে থাকলে বলে দেয় তোমাদের সালাম।"(সুরা ফুরকান:৬৩) এই সমস্ত লোকদের সাধারণ লোকদের মধ্যে চলাফেরা করতে দেখেই তারা কোন ধরনের লোক পূর্ব পরিচিত ছাড়াই আলাদাভাবে তা চিহ্নিত করতে পারবে। তাদের মানসিকতা, চরিত্র ও কথাবার্তা এমনভাবে তৈরী হয় যে, তার প্রভাব তাদের চালচলনেও সুস্পষ্ট হয়। এক ব্যক্তি তাদের দেখে প্রথম দৃষ্টিতে জানতে পারে, তারা ভদ্র, ধৈর্যশীল ও সহানুভূতিশীল হৃদয়বৃত্তির অধিকারী, তাদের দিক থেকে কোন প্রকার অনিষ্টের আশংকা করা যেতে পারে না। তাদের সাথে কথা বলে মানসিক প্রশান্তি লাভ করা যায়।

সুরা ফুরকানে এদের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের কথা হয়েছে। তাহলো: তারা অনর্থক তর্কে লিপ্ত হয় না। জাহেলী কর্মকা- লিপ্ত লোকজন যারা কোন ভদ্রলোকের সাথে অশালিন ব্যবহার করতে শুরু করে, উপড়ে উল্লেখিত ভদ্রলোকেরা এ সমস্ত জাহেল লোকদেরকে সালাম বলে সে স্থান ত্যাগ করে। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা গালির জবাবে গালি এবং দোষারোপের জবাবে দোষারোপ করে না। এভাবে প্রত্যেক বেহায়াপনার জবাবে তারাও বেহায়াপনা করে না। বরং যারাই তাদের সাথে এহেন আচরণ করে তাদের সালাম দিয়ে তারা অগ্রসর হয়ে যায়। যেমন আল কুরআনের অনত্র বলা হয়েছে,"আর যখন তারা কোন বেহুদা কথা শোনে, তা উপেক্ষা করে যায়। বলে, আরে ভাই, আমাদের কাজের ফল আমরা পাবো এবং তোমাদের কাজের ফল তোমরা পাবে। সালাম তোমাদের, আমরা জাহেলদের সাথে কথা বলি না।"(আল কাসাস:৫৫)

আর রহমানের এই সমস্ত বান্দারা অর্থহীন, আজেবাজে ফালতু কথাবার্তা ও কাজের ধারে কাছে যায় না। এবং কোথাও তা হতে দেখলে তা দেখতে বা শুনতে তাতে অংশ গ্রহণ করতে যায় না। বরং তারা সে জায়গা অতিক্রম করে চলে যায় যেমন একজন অত্যন্ত সুরুচিসম্পন্ন ব্যক্তি কোন ময়লার স্তুপ অতিক্রম করে চলে যায়। ময়লা ও পচা দুর্গন্ধের ব্যাপারে একজন কুরুচিসম্পন্ন ও নোংরা ব্যক্তিই আগ্রহ পোষণ করতে পারে। কিন্তু একজন সুরুচিসম্পন্ন ভদ্রলোক বাধ্যতামূলক পরিস্থিতির শিকার হলে হওয়া ছাড়া কখনো তার ধারে কাছে যাওয়াও বরদাশত করতে পারে না। দুর্গন্ধের স্তুপের কাছে বসে আনন্দ পাওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না। আল্লাহর এই সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী লোকেরা সব ধরনের ভীতি ও লোভ-লালসার মোকাবেলায় সঠিক পথে দৃঢ়পদ থাকতে পারে। শয়তানের সমস্ত প্ররোচনা ও প্রবৃত্তির যাবতীয় কামনা-বাসনাকে শৃংখলিত করতে পারে। অনেক কষ্ট করে হলেও হারাম থেকে বাঁচা এবং আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমানার মধ্যে নিজেদেরকে আবদ্ধ রাখতে পারে। গোনাহের স্বাদ ও লাভকে প্রত্যাখ্যান করার মতো শক্তি অর্জন করতে পারে।

২৫০০ ডলার

(প্রথম পাতার পর)

অভ্যাস এমন পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে যে, কর্তৃপক্ষ এখন নয়েজ ট্রাফিক ক্যামেরা বসাতে বাধ্য হচ্ছে। মাত্রাতিরিক্ত হংকিং এর জন্য চালকদের ৮০০ ডলার থেকে ২৫০০ ডলার পর্যন্ত জরিমানা গুনতে হবে। সিটি কাউন্সিল এরই মধ্যে এ সংক্রান্ত একটি নতুন আইন অনুমোদন দিয়েছে। স্টপ স্প্রেডিং দ্য নয়েজ অ্যাক্ট নামের এই আইনে ৮৫ ডেসিবলের বেশি শব্দ উৎপাদনকারী চালকরা এই জরিমানা দেবে। লনের ঘাসকাঁটা মেশিনের শব্দের মাত্রাকে হর্নের সর্বোচ্চ মাত্রা ধরা হবে। এ জন্য ২০২৫ এর ফলে আগেই সড়কে সড়কে বিশেষ ক্যামেরা বসানো হবে যাতে মাত্রতিরিক্ত হর্ন বাজানো চালকের গাড়ির নম্বর পেট স্ক্যান করতে পারবে এবং জরিমানা করতে পারবে। জরিমানা শুরু হবে ৮০০ ডলারে যা সর্বোচ্চ ২৫০০ ডলার পর্যন্ত হতে পারে।

সিটি কাউন্সিল এরই মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত হর্নের জন্য ৩১১ নম্বরে কল করে অভিযোগের সুযোগ তৈরি করেছে। ২০১৯ সালের অক্টোবরে এই নম্বর চালু করার পর অভিযোগ ২৪১% বেড়েছে। এমনকি বাড়ির ভেতরেও শব্দদূষণ হচ্ছে। নিউইয়র্কের ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ জানিয়েছে, অন্তত ২০ শতাংশ নিউইয়র্কার জানিয়েছে তারা ঘরে বসেই শব্দ দূষণের ভুক্তভোগী।

ম্যানহাটান কাউন্সিল মেম্বার কিথ পাওয়ারস এইন আইন পাশের ব্যাপারে কাজ করছেন। তিনি জানিয়েছেন ক্যামেরা বসানো এই আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ২০২৫ এর সেপ্টেম্বরের আগে নগরের ৫টি বোরোর প্রতিটিতে অন্তত ৫ টি করে ক্যামেরা বসানো হবে।

বাজেট দিয়ে বিপাকে মেয়র অ্যাডামস

(প্রথম পাতার পর)

তুলবেন। ককাস একজোট হয়ে মেয়রের ৫% বাজেট কাটের প্রতিবাদ করবে।

সোমবার সকাল ১১টায় সিটি হল পার্কে শুরু হবে এই বিক্ষোভ। যাতে অংশ নেবেন সিটি কম্পট্রোলার ব্রাড ল্যান্ডার, কাউন্সিল মেম্বার শাহানা হানিফ, লিঙ্কন রেস্টলার, কারমেন ডি লা রোসা, জেন গুটেরেজ, পিরিনা সানচেজ, চি ওসে, শেখর কৃষ্ণাণ, স্টেট সেনেটর ব্র্যাড হোয়েলম্যান, গুস্তাভো রিভেরা, জাবারি ব্রিসপোর্ট, অ্যাসেম্বলি মেম্বার এমিলি গ্যালাগার, হাইস্কুলের একাডেমিক ভিপি জেনেলা হিন্ডস। আর সঙ্গে থাকছে নিউইয়র্ক স্টেট নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন, পিএসসি-কিউনি, মেক দ্য রোড, ফ্রিডম এজেন্ডা, নিউইয়র্কারস ইউনাইটেড চাইল্ড কেয়ার, অ্যালায়েন্স ফর কোয়ালিটি এডুকেশন, কোয়ালিশন ফর এশিয়ান আমেরিকান চিলড্রেন অ্যান্ড ফ্যামিলিজ।

মেয়রের প্রস্তাবে ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশন ও কিউনির বাজের কমেছে ২.৫ বিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে চাইল্ডহুড এডুকেশনের ৩৬০ মিলিয়ন ডলার ও কমিউনিটি স্কুল থেকে ৩৪ মিলিয়ন ডলার বাজেট কাটা হয়েছে। ডিপার্টমেন্ট অব সোশ্যাল সার্ভিসেস এর ৫৩১ মিলিয়ন ডলার বাজেট কাট করা হয়েছে, এর মধ্যে পার্ক অপরচুনিটি জব ট্রেনিং কর্মসূচি থেকে কাটা হচ্ছে ৮৮ মিলিয়ন ডলার।

লাইব্রেরির বাজেট কাটা হয়েছে ৯০ মিলিয়ন ডলার। শিশু সেবা প্রশাসনের বাজের কাট হচ্ছে ১৭০ মিলিয়ন ডলার, ফায়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে কর্তন হচ্ছে ৩৬৪ মিলিয়ন ডলার, পার্কের বাজেট কর্তন হয়েছে ৯৭ মিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে সাঁতারে নিরাপত্তায় বাদ পড়েছে ৫ মিলিয়ন ডলার। স্বাস্থ্য ও হাসপাতালের খাতে বাজেট কাট হয়েছে ১১০ মিলিয়ন ডলার। কমিউনিটি কম্পোস্টিংয়ের ১৭ মিলিয়ন ডলার সহ ডিএসএনওয়াইয়ের বাজেট কাটা হচ্ছে ২১০ মিলিয়ন ডলার। ডিপার্টমেন্ট অব ইয়থ অ্যান্ড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট খাতের ১৭৯ মিলিয়ন ডলার কর্তন করা হয়েছে, যার মধ্যে আফটার স্কুল প্রোগ্রাম থেকেই বাদ পড়ছে ২২ মিলিয়ন ডলার।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ অকার্যকর হয়ে পড়েছে: গুতেরেস

(প্রথম পাতার পর)

মন্তব্য করেন জাতিসংঘ মহাসচিব। এক দিন আগেই গত শুক্রবার নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতির ওই প্রস্তাব তোলা হয়েছিল। পরিষদের ১৫ সদস্যের মধ্যে ১৩ সদস্যই প্রস্তাবে সমর্থন জানায়। তবে স্থায়ী সদস্য যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোয় শেষ পর্যন্ত তা সফলতার মুখ দেখেনি।

দোহায় দেওয়া ভাষণে আন্তোনিও গুতেরেস বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের 'ভূকৌশলগত বিভক্তির কারণে পরিষদ পক্ষাঘাতগ্রস্ত' হয়ে পড়েছে। এ বিভক্তির কারণে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলের চলমান সংঘাত নিয়ে সমাধানে পৌঁছানো যাচ্ছে না। এতে জাতিসংঘের 'বিশ্বাসযোগ্যতা' ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

গাজায় যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে চেষ্টা চালিয়ে যাবেন অঙ্গীকার করে গুতেরেস বলেন, গাজা পরিস্থিতির এত দ্রুত অবনতি হচ্ছে যে তা 'বিপর্যয়ের' দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এর প্রভাব এমন হবে যে ফিলিস্তিনীরা হয়তো ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না। গাজা সংঘাত এ অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তার ওপরও প্রভাব ফেলবে।

এর আগে গত ২৪ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত গাজায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছিল। কাতারসহ কয়েকটি পক্ষের মধ্যস্থতায় এটি সম্ভব হয়েছিল। দোহা ফোরামে নতুন করে যুদ্ধবিরতির চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার কথা বলেন কাতারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মোহাম্মদ বিন আবদুল রহমান আল থানি। তবে তিনি অভিযোগ করে বলেন, কাতার যুদ্ধবিরতি নিয়ে যতটা আগ্রহ দেখাচ্ছে, হামাস বা ইসরায়েল ততটা দেখাচ্ছে না।

কনজেশন প্রাইসিং অনুমোদন করলো এমটিএ

(প্রথম পাতার পর)

বুধবার তাতে অনুমোদন দিলো এমটিএ বোর্ড। এর পরিবকল্পনামাফিক ওই অঞ্চলে ছোট ট্রাকগুলো ঢুকলে ২৪ ডলার ও বড় ট্রাককে ৩৬ ডলার দিতে হবে। তবে সিটি বাস, ইয়েলো ক্যাব এগুলোর জন্য বেশ ছাড় ও মওকুফের বিধান রয়েছে। এর আগে গত সপ্তায় ট্রাফিক মোবিলিটি রিভিউ বোর্ড এই সুপরিশ দেয়। যা অনুমোদন করলো এমটিএ বোর্ড।

বুধবারের এই সিদধান্তের পর নিউইয়র্কের টোল কাঠামো পাল্টে দেওয়ার দিকেও আরেক ধাপ এগুলো এমটিএ। এখন রাতের টোল দিনের তুলনায় ৭৫ শতাংশ কম হবে। উইকডেজে ভোর ৫ টা থেকে রাত ৯টা ও রাত নয়টা ও উইকেন্ডে সকাল ৯টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত নিয়মিত হারে টোর কার্যকর থাকবে। যা রাত রাত ৯টার পর ৭৫ শতাংশ কমে যাবে।

তবে প্রস্তাবিত ১৫ ডলার কাটা হবে কেবল যেসব গাড়ির ই-জিপাস রয়েছে তাদের থেকে। আর ইজিপাস ছাড়া কোনো গাড়ি এই সেন্ট্রাল বিজনেস ডিস্ট্রিক্টে ঢুকতে হলে প্রতিটি গাড়িকে ২২.৫০ ডলার দিতে হবে।

গাজায় চার দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ সেনা হারাল ইসরায়েল

(প্রথম পাতার পর)

সেনা হারিয়েছে দেশটি। এর আগে ১৯৮২ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত চলা প্রথম লেবানন যুদ্ধে ৬৫৭ জন সেনা হারিয়েছিল ইসরায়েল। এরপর একাধিক সংঘাত হলেও এবারের গাজায় আগ্রাসনের মতো অল্প সময়ে এত সংখ্যক সেনা নিহত হয়নি। সবশেষ রোববার আরও ৫ সেনা নিহতের তথ্য প্রকাশ করেছে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী। খবর আলজাজিরা'র।

শনিবার দক্ষিণ গাজায় ৪ সেনাসহ ৯৯ জন সেনা নিহতের খবর জানিয়েছিল ইসরায়েলি বাহিনী। আর গতকাল প্রকাশ করা ৫ জনের বয়স ১৯-২৫ বছরের মধ্যে বলে জানানো হয়। ১৯৮২ সালের লেবানন যুদ্ধে ইসরায়েল দক্ষিণ লেবাননে হামলা চালায়। প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের পাল্টা আক্রমণে ইসরায়েল হারায় তার ৬৫৭ সেনা। এ ছাড়া ২০০৮ সালে আল আকসা বিদ্রোহে ৩৩২ সেনা, ২০০৬ সালে দ্বিতীয় লেবানন যুদ্ধে ১২১ জন, ২০১৪ সালের গাজা যুদ্ধ তথা সামরিক অভিযানের সময় নিহত হয় ৬৭ জন ইসরায়েলি সেনা।

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

মানবমুক্তির এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়

॥ ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী ॥

এটি সর্বজনবিদিত যে, ভাষা-সংস্কৃতি-কৃষ্টি-ঐতিহ্যকেন্দ্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি রচিত হয়েছিল দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে। মহাকালের মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী, স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে অধিকার আদায়ের সব আন্দোলন-সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল একটি অসাম্প্রদায়িক মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা।

সব ধরনের চক্রান্ত-ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর নির্ভীক, দৃঢ়চেতা, সৎ ও সুদূরপ্রসারী নেতৃত্ব বাঙালীকে ঐক্যবদ্ধ হতে শক্তি ও সাহস জুগিয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ-নিপীড়ন-নিষ্পেষণ কালক্রমে বাঙালি জাতিকে করেছে নির্বিশঙ্ক। তারা ত্যাগের ভয়কে করেছে জয় এবং শত্রুকে পরাজিত করে এগিয়ে নিয়ে গেছে স্বাধীনতার শিখা অনির্বাণ। দূরদর্শী বঙ্গবন্ধু অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, স্বাধীন মাতৃভূমি ছাড়া বাঙালির আর্থ-সামাজিক মুক্তি কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে তৎকালীন ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান নামের একটি অসম রাষ্ট্রের সৃষ্টিলগ্ন থেকেই এর শাসকগোষ্ঠী বাঙালি জাতির ওপর নির্যাতনের স্টিমরোলার চালাতে থাকে। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতিকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত করে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধের পথে এগিয়ে নিয়ে যান।

বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে জয়লাভ, ছাপ্পান্ন সালে সংবিধান প্রণয়নের আন্দোলন, আটান্নর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, বাষট্টির শিক্ষা কমিশনবিরোধী আন্দোলন, ছেষট্টির বাঙালির মুক্তির সনদ ৬-দফা, উনসত্তরের রক্তঝরা গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন ইত্যাদি ঘটনা জাতিকে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের দিকে ধাবিত করেছিল।

এর আগে ১৯৬৯ সালের ৫ ডিসেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধু পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে এ অঞ্চলের নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'।

১৯৬৯ সালের ৫ জানুয়ারী গঠিত কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ উত্থাপিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিকে কেন্দ্র করে সর্বস্তরের জনতার বিক্ষোভ গণআন্দোলনে রূপ নেয়। ফলস্বরূপ বঙ্গবন্ধুর মুক্তি এবং ২৩ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে প্রায় ১০ লাখ ছাত্র-জনতা তাদের প্রাণপ্রিয় বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবকে সংবর্ধিত করেন এবং তাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি রেসকোর্সের জনসভায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে সব নির্বাচিত সদস্যের ছয় দফার ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা এবং জনগণের প্রতি আনুগত্য থাকার শপথ অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের পথপরিক্রমায় ১৯৭১ সালের মার্চ মাস ছিল উত্তাল ঘটনাপঞ্জিতে পরিপূর্ণ। ১৯৭০ সালের ৭ ও ১৭ ডিসেম্বর যথাক্রমে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের উভয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একক ও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ফলস্বরূপ ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন।

কিন্তু নেপথ্যে চলছিল পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক শাসকচক্র এবং ভুট্টোর দলের নানা কূটকৌশল। এরই অংশ হিসাবে ১ মার্চ পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক স্বৈরশাসক জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করে। গভীর রাতে সামরিক আইন পরিচালক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাকিস্তানের সংহতি বা সার্বভৌমত্বের পরিপন্থি খবর-মতামত-চিত্র প্রকাশের বিষয়ে সংবাদপত্রগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে ১১০নং সামরিক আইন জারি করে।

অধিবেশন বন্ধের আকস্মিক ঘোষণায় বাংলার সর্বস্তরের জনতা প্রচ- বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিক্ষুব্ধ বাঙালি এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ১ মার্চ থেকে সারা দেশে ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করতে থাকে এবং উত্তাল মিছিল-স্লোগানে রাজপথ প্রকম্পিত করে তোলে।



বাঙালী জাতির পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ধারণ করে সংবাদ সম্মেলনে জনগণের মুক্তির ডাক দিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'এটি পাকিস্তানি শাসকদের স্বৈরাচারী মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। আমরা বাঙালীরা ঘৃণাভরে এ ঘোষণা প্রত্যাখ্যান করলাম এবং ২ মার্চ ঢাকা ও ৩ মার্চ সারা দেশব্যাপী বাংলার সাধারণ মানুষ হরতাল পালন করবে। পরবর্তী দিকনির্দেশনার জন্য আপনারা ৭ মার্চ পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।'

২ মার্চ হরতাল, মিছিল ও কার-ফিউর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের ছাত্র সমাবেশে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। একই দিন বঙ্গবন্ধু সন্ধ্যায় প্রেস কনফারেন্সে বারবার 'বাংলাদেশ' শব্দটি উচ্চারণ করেন। হরতাল চলাকালীন সামরিক জান্তার হিংস্র বাহিনীর গুলিতে তেজ-গাঁও পলিটেকনিক স্কুলের ছাত্র আজিজ মোর্শেদ ও মা-মুনসহ ৫০ জনের মতো গুলিবিদ্ধ হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন।

সামরিক আইন প্রশাসক পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সন্ধ্যা ৭টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করে। সন্ধ্যায় সংবাদ সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু নিরস্ত্র জনগণের ওপর গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন এবং পরদিন ৩ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত সারা দেশে অর্ধদিবস হরতালের ডাক দেন।

৩ মার্চ পল্টনে ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগের সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'আমি থাকি আর না থাকি, বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন যেন থেমে না থাকে। বাঙালীর রক্ত যেন বৃথা না যায়। আমি না থাকলে আমার সহকর্মীরা নেতৃত্ব দেবেন। যে কোনো মূল্যে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে-অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।' ওইদিন রাতে বঙ্গবন্ধু তার ঘোষণায় বলেন, '২৩ বছর ধরে রক্ত দিয়ে আসছি। প্রয়োজনে আবার বুকের রক্ত দেব। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে বীর শহিদদের রক্তের সঙ্গে বেইমানি করব না।'

৪ মার্চ ১৯৭১ গণবিক্ষোভে একদফার দাবি অর্থাৎ স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় সামরিক জান্তার সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে হাজার হাজার মানুষ রাজপথে নেমে আসেন। ওইদিন খুলনায় বাঙালী ও অবাঙালিদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং লাগাতার হরতালে কার্যত ঢাকাসহ সারা দেশ অচল হয়ে পড়ে। বাঙালী জাতির ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য স্বাধীনতার স্লোগান উচ্চারিত হয়-'বীর বাঙালী অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন এবং গঠিত হয় স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।

৭ মার্চ ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে ১০ লক্ষাধিক বাঙালীর সম্মুখে দেওয়া ভাষণে 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' কথাটির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু প্রকৃত অর্থেই বাঙালী জাতিসত্তার উন্মেষ ঘটিয়ে দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন। এটি কালপরিক্রমায় খ্যাতিমান রাজনীতিক, গবেষক, বুদ্ধিজীবীসহ সব মহলে কালজয়ী, যুগান্তকারী ও বিশ্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসাবে সমাদৃত এবং সর্বোপরি বিশ্বসভায় ঐতিহ্যের দলিল হিসাবে গৃহীত হয়।

১৯৭১ সালের ৯ মার্চ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সভায় 'স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ'র স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ঘোষণা অনুমোদন করা হয়। ১০ মার্চ বঙ্গবন্ধু কর্নেল ওসমানীকে মুক্তিবাহিনী সংগঠনের নির্দেশ দেন। ১৪ মার্চ ১৯৭১, ধর্ম-বর্ণ-দলমত নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালি জাতির প্রাণের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং দেশবাসীর উদ্দেশে বলেন, 'এই শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করার অর্থ বাংলাদেশের স্বাধীনতা। জনগণ যেন তা রক্ষার জন্য প্রস্তুত থাকে।'

বঙ্গবন্ধু মুক্ত-স্বাধীন নাগরিক হিসাবে আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদার সঙ্গে অনাগত প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিশ্চিতকল্পে মরণপণ ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর হয়ে বাঙালিকে যে কোনো অপশক্তির মোকাবিলায় প্রস্তুত থাকার আবেদন জানান।

পাকিস্তানি সামরিক শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রক্ষমতা কুক্ষিগত করতে ২৫ মার্চ কালরাতে বিশ্ব ইতিহাসের বর্বরতম গণহত্যা শুরু করে। মেতে ওঠে লাখ লাখ বাঙালির প্রাণসংহারে। সে রাতেই পাকিস্তানি জান্তার হাতে গ্রেফতারের আগে বঙ্গবন্ধু এক বার্তায় পুরো বিশ্বকে অবহিত করেন, 'This may be my last message. From today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.' (Pranab Mukherjee, 2015).

১০ এপ্রিল ১৯৭১, বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে তাকে রাষ্ট্রপতি করে বাংলাদেশের প্রথম সরকার ঘোষিত হয় এবং এ সরকার কুষ্টিয়ার মেহেরপুর, বৈদ্যনাথতলায় ১৭ এপ্রিল শপথ গ্রহণ করে। শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং শহিদ তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

তাদের নেতৃত্বে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রায় ৯১ হাজার সদস্যের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠালাভ করে। নিঃসন্দেহে ও দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু যে গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, শোষণমুক্ত, মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পুরো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের জন্য বাঙালিকে প্রস্তুত করেছিলেন, এই দিনেই তা পরিপূর্ণতা লাভ করে।

মুক্তির মহানায়ক জাতির পিতার নেতৃত্বে বাঙালীর স্বাধিকার ও স্বাধীনতার দীর্ঘ সংগ্রাম বঙ্গবন্ধুর ভাষায়-'অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা, অত্যাচার, নিপীড়ন-নির্যাতন, গণমানুষের রক্তক্ষরণ ও মুমূর্ষ নরনারীর আর্তনাদের করুণ ইতিহাস।' অহর্নিশ ত্যাগঋদ্ধ বঙ্গবন্ধুর জীবনগাথা। ১৯৭২ সালের ১০ অক্টোবর বিশ্বশান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে বিশ্বনেতার স্বীকৃতিস্বরূপ 'জুলিও কুরি শান্তি পদক' অর্পণ করে।

চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোতে প্রাপ্ত এ বিরল সম্মান বঙ্গবন্ধুর আগে অর্জন করেছিলেন কিউবার ফিদেল কাস্ট্রো, চিলির সালভাদর আলেন্দে, ফিলিস্তিনের ইয়াসির আরাফাত, ভিয়েতনামের হো চি মিন, দক্ষিণ আফ্রিকার নেলসেন ম্যান্ডেলা, ভারতের মুলকরাজ আনন্দ ও শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। ১৯৭৩ সালের ২৩ মে ঢাকায় আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণে বিশ্বশান্তি পরিষদের মহাসচিব শ্রী রমেশচন্দ্র বঙ্গবন্ধুকে বিশ্বশান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নির্ভীক কা-ারি এবং বিশ্বের সব নির্যাতিত, নিপীড়িত ও শোষণ-বঞ্চনার শিকারে বিপন্ন জনগণের অধিকার আদায়ে তৎকালীন সময়ের জীবন্ত কিংবদন্তি বঙ্গবন্ধুকে 'বিশ্ববন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

স্বল্প পরিসরে এতটুকুই বলা যায় : বঙ্গবন্ধুর জীবনচরিত, সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অবিনাশী উদ্যোগ বিশ্ব ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায়। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বের সব মুক্তিকামী মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

লেখক: শিক্ষাবিদ; সাবেক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

কার্গিল যুদ্ধে সম্মতি না থাকায় আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়: নওয়াজ শরিফ

ঢাকা ডেস্ক, ১০ ডিসেম্বর : ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে তার সায় ছিল না। আর পাকিস্তানের তৎকালীন সেনা-প্রধান পারভেজ মোশাররফের কার্গিল পরিকল্পনায় সায় না দেওয়ার জন্যই নাকি তাকে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়েছিল।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এমনটাই ইঙ্গিত দিয়েছেন পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ।

আগামী ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন নওয়াজের দল পাকিস্তান মুসলিম লিগ (নওয়াজ) বা পিএমএলও (এন)। তার আগে নওয়াজের এই মন্তব্য ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক সহজ করার ইঙ্গিত কিনা, তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে।

গত শনিবার একটি সাক্ষাৎকারে নওয়াজকে প্রশ্ন করা হয়, কেন তাকে বারবার ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়েছে? প্রশ্নের উত্তরে ১৯৯৯ সালের ঘটনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে নওয়াজ বলেন, আমি কার্গিল পরিকল্পনার কথা শুনে তার বিরোধিতা করি। বলি এটা সম্ভব হবে না। পরে আমার কথাই সত্যি বলে প্রমাণিত হয়। কিন্তু আমাকে ক্ষমতা হারাতে হয়।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির ওপরে জোর দেন নওয়াজ। আলাদা করে উল্লেখ করেন ভারতের কথা। স্মরণ করিয়ে দেন যে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে কেবল তার আমলেই ভারতের দুই প্রধানমন্ত্রী (অটল বিহারি বাজপেয়ি এবং নরেন্দ্র মোদি) পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলেন। পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, কারাবন্দি ইমরান খানকে 'অনভিজ্ঞ' বলেও কটাক্ষ করেন।

নওয়াজের দাবি, তার দল (পিএমএল-এন) শাসনভার গ্রহণ না করলে অর্থনীতি খাদের কিনারায় পৌঁছে যেত। ১৯৯৯-এর মে মাসে নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে মুশকো, দ্রাস, কাকসার এবং বাতালিক সেক্টর, কার্গিল সেক্টরে ঢুকে পড়েছিল পাকবাহিনী।



Anniversary Gala Dinner

Dear Sir/Madam

It's our great pleasure to invite you to join the ***Time Television****'s 9th and Weekly* ***Bangla Patrika****'s 27th anniversary program as a guest and sponsor. We will greatly appreciate if you kindly accept our invitation and confirm your attendance through an email or phone call.*
We look forward to hearing from you soon.

Chief Guest
Honorable Congressman
Hakeem Jeffries
New York's 8th Congressional District and House Democratic Leader

Date, Venue & time

FRIDAY 4-11 PM | DEC 15 | 2023

TIBETAN COMMUNITY CENTER
57-12, 32ND AVE, WOODSIDE, NY 11377

TIME television
বাংলা পত্রিকা

Abu Taher
CEO: TIME TELEVISION
EDITOR: BANGLA PATRIKA
RSVP: (718)-753-0086

অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে করণীয়

॥ মোঃ সরোয়ার উদ্দিন ॥

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন বা জনগণের অধীন। জনগণের অর্থে কমিশনের সংশ্লিষ্ট সবার বেতন-ভাতা প্রভৃতি পরিশোধ করা হয়। নির্বাচন কমিশনের একমাত্র দায়িত্ব দেশের সব নির্বাচন সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূ করা। এ নিরিখে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে প্রয়োজনীয় সামগ্রী জোগাড়সহ স্বাভাবিক পরিবেশে সবার অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে স্থানীয় সরকার পরিষদ থেকে শুরু করে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত সব নির্বাচনে শান্তিপূর্ণভাবে জনগণের ভোটাধিকার প্রয়োগের এবং যোগ্য সব প্রার্থীর প্রার্থিতা ও প্রচার-প্রচারণা ও নির্বাচিত হওয়ার সমান সুযোগ সৃষ্টি করা।

২০০৮ সালে নির্বাচন নিয়ে জনগণ ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে তর্কবিতর্ক, পাল্টাপাল্টি অবস্থান এবং তুমুল আন্দোলনে সবারই দাবি ছিল নির্বাচন যেন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়। এ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের অব্যাহত চাপে ক্ষমতাসীন বিএনপি ও অন্যান্য দল নির্বাচনকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। ২০০৮ সালে কথিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনেই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। অত্যন্ত ঠা-া মাথায় বিগত আটটি নির্বাচন বিশ্লেষণ (দেখা যায়, ইতঃপূর্বে ক্ষমতাসীন সরকার বা দলের অধীনে পরিচালিত নির্বাচনে কেবল ক্ষমতাসীনরাই জয়ী হয়। পক্ষান্তরে নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে পরিচালিত নির্বাচনে বিরোধী শিবির জয়লাভ করেছে) সাপেক্ষে আজীবন ক্ষমতা ধরে রাখার কৌশল হিসেবে ২০১১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা সংবিধান থেকে বাতিল এবং সংসদ বিলুপ্ত না করেই সাংবিধানিক আইনে সংশোধিত ক্ষমতাসীন তথা আওয়ামী লীগ সরকারের অধীন পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিল পাস করা হয়।

২০১৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের বৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপি অংশ নেয়নি। এ নির্বাচনে ১৫৩টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংসদ সদস্য হিসেবে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দলের প্রার্থীদের বিজয়ী ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। এ নির্বাচন ছিল সম্পূর্ণভাবে একপেশে।

২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি অংশ নিয়েও প্রতারিত হয়। এ নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে- যথা : ১. আমার এক বন্ধু বর্তমানে বেসরকারি কলেজের অধ্যক্ষ বড় আফসোস করে বলেন, প্রিজাইডিং অফিসারদের নিয়োগ দিলাম, তারা প্রত্যেকে চুপিচাপি খাম পেল, অথচ আমি কিছুই পেলাম না!

২. একজন পুলিশের কনস্টেবলকে বলতে শুনি, সে তার কিশোর ভাইকে বলছে, নির্বাচনের 'আগের রাতে একাই ৯০০ ব্যালট পেপারে সিল মেরে বাক্স ভর্তি করেছি।'

৩. গত বছর জুলাইয়ে নির্বাচন কমিশনে এক সংলাপে অংশ নিয়ে সংসদের প্রধান বিরোধী দল জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক বলেছিলেন, 'রাতেই কিন্তু কাজটি (ভোট দেয়া) হয়, হয় না কি। আমরাই করাইছি...।'

৪. সর্বশেষে ২০১৮ সালের একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে রাতে ভোট হওয়ার অপরাধ ও দায়দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে ক্ষমতাসীন দল জাতীয় সংসদে বিল পাসের মধ্য দিয়ে কলঙ্কের ইতিহাস গড়ল।

এ বছর জুলাইয়ে ঢাকা-১৭ আসনের উপ-নির্বাচনে মাত্র ১১ শতাংশ ভোট পড়ে। এ ক্ষেত্রে বেশি ভোট পাওয়ায় ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন।

এত কম ভোট পড়া নিয়ে যখন তর্কবিতর্ক তুঙ্গে, এ প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) নির্বাচনে লেজিটিমেসি (বৈধতা/ন্যায্যতা) সম্পর্কে বলেন, 'যদি ১ শতাংশ ভোট পড়ে এবং ৯৯ শতাংশ না পড়ে, আইনগতভাবে নির্বাচন সঠিক হবে।'

সিইসির তথ্যে, দেশের মালিক জনগণের (সংসদে) প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা মাত্র ১ শতাংশের ভোটের অধিকার কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে। বাকি ৯৯ শতাংশ জনগণের ভোটের অধিকার ভাসমান। এভাবে দেশের মালিক জনগণের প্রতিনিধি (এমপি) নির্বাচনে ভোটাধিকার ক্ষমতা ছিনতাই করেছে সুবিধাভোগকারীরা। এ সুযোগে ক্ষমতাসীনসহ দলীয় আস্থাভাজন নির্বাচন কমিশন এবং সুবিধাভোগী প্রশাসন প্রভৃতির যোগসাজশে কেবল স্বার্থ হাসিল এবং অসহায়, দুর্বল ও নতজানু নির্বাচনী আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে সব অপকর্ম থেকে নির্বিঘ্নে পার পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু দেশের মালিক জনগণের প্রতিনিধি (এমপি) নির্বাচনে ভোটাধিকার ক্ষমতা একেবারে তলানিতে গিয়ে পৌঁছিয়েছে।

যোগ্য, সৎ, সাহসী ও দেশপ্রেমিকদের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগে বিজয়ী করে এবং দেশ তথা- জাতির উন্নয়ন, কল্যাণ ও শান্তি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাসহ চলমান রাখার মধ্য দিয়ে জনগণের চাওয়া পাওয়া ও স্বপ্ন প্রভৃতি পূরণে সর্বাত্মক প্রচেষ্টাই সবার হৃদয় জয় করার পাশাপাশি সর্বোচ্চ সম্মান ও ভালোবাসাসহ বেতন-ভাতা প্রভৃতি উজাড় করে দিতে কার্পণ্য করে না দেশের জনগণ।

সুবিধাভোগীদের খপ্পর থেকে জাতীয় নির্বাচন ব্যবস্থাকে উদ্ধারের জন্য প্রচলিত নির্বাচন আইনে সংশোধন করা- প্রয়োজন এবং শক্তিশালী, স্বাধীন ও স্থায়ী নির্বাচন কমিশন গঠনের কোনো বিকল্প নেই।

নির্বাচনকালীন সময়ে দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন। এ কমিশন লেজিটিমেসির মতো দুর্বল ও নতজানু আইন দিয়ে কেবল দায়সারাভাবে চলতে পারে না। নির্বাচন স্বচ্ছ, অবাধ ও সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করার জন্য শক্তিশালী ও সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেই হবে। এ ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে জাতীয় সংসদ পর্যন্ত দেশের সব নির্বাচনে মোট ভোটের ন্যূনতম ৫০ শতাংশ ভোট পড়তে হবে, এমন নিয়ম করা যেতে পারে। ৫০ শতাংশের কম ভোট পড়লে বোঝা যাবে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ওপর জনগণের আস্থা ও বিশ্বাসে ঘাটতি আছে বিধায় তারা ভোটদানে আগ্রহ ও উৎসাহবোধ করেনি। অতএব নির্বাচন বাতিল হবে। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের প্রার্থীসহ অন্যান্যরা এবং নির্বাচন পদ্ধতি প্রভৃতি দ্বারা জনগণ দেশ ও জাতির উন্নয়ন নয়; বরং ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। এ ক্ষেত্রে নির্বাচনী ব্যালট পেপারে অবশ্যই 'না' ভোট প্রয়োগের সুযোগ দিতে থাকা উচিত।

নির্বাচনকালীন দেশে সরকারি কর্মকর্তা (রাজনৈতিক ব্যক্তি নয়) কেবল নির্বাহী আদেশ পালন করতে পারে। তবে যেকোনো জরুরি পরিস্থিতির উদ্ভব হলে সরকারি কর্মকর্তা ও নির্বাচন কমিশন আলোচনা সাপেক্ষে এবং প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষরে (সম্মতি) চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারবেন এমন বিধান থাকতে পারে।

স্মরণ রাখবেন, দেশের মালিক জনগণ। জনগণের শ্রেষ্ঠ আমানত ভোট। কারণ, এই ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আগামী পাঁচ বছরের জন্য জাতির ভাগ্য নির্ধারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। কাজেই স্বচ্ছ, অবাধ, নিরপেক্ষ এবং জনগণের স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপস্থিতি ও স্বাধীন অভিপ্রায়ে যোগ্য, সাহসী ও দেশপ্রেমিক প্রতিনিধি নির্বাচন করার জন্য উত্তম পরিবেশ অবশ্যই সৃষ্টি করতে পারে নির্বাচন কমিশন।

কেবল নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই নির্বাচন কমিশনে চাকরি পেতে পারে যেকোনো বাংলাদেশী নাগরিক। সরকারি ও স্থায়ী ভিত্তিতে এ নিয়োগ পেতে পারেন। কেবল জ্যেষ্ঠতা ও যোগ্যতাভিত্তিতে পদোন্নতি দেয়া যেতে পারে, এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকের দায় ও দায়িত্ব পূর্বনির্ধারিত। নির্বাচনে যেকোনো ধরনের অসহযোগিতা কিংবা আইন ভঙ্গ প্রভৃতি কারণে জবাবদিহিতা ভিত্তিতে শাস্তি পেতে হবে। প্রয়োজনে দক্ষ ও অভিজ্ঞদের চুক্তিভিত্তিক বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োগ দেয়া যেতে পারে। তবে কোনো অবস্থাই রাজনৈতিক দলের বর্তমান ও বিগত সদস্যসহ দলকানাদের (দলের প্রতি অন্ধভক্ত) এ নিয়োগ দেয়া কখনো সমীচীন হবে না।

ভোটের আগে ও পরে পরিবেশ পরিস্থিতি অবশ্যই স্বাভাবিক হতে হবে। স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত জনগণের জান, মাল ও সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষার্থে পর্যাপ্তসংখ্যক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সেনাসহ আধাসামরিক বাহিনী এবং পুলিশ প্রভৃতি মোতায়েন রাখতে পারে।

কেবল দেশের সব আসনে সব কেন্দ্রে একই দিন ও তারিখে ভোট গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে নির্বাচনী সামগ্রী, জনবল ও নিরাপত্তা প্রভৃতি ঘাটতির কারণে দেশের বিভিন্ন বিভাগ, জেলা ও উপজেলায়, আলাদা ও পৃথক দিন ও তারিখে এ ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করতে পারে।

ব্যালট পেপার, সিলমোহর ও ব্যালট বাক্স প্রভৃতি নির্বাচনী গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী ভোটের দিন সকালে প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে পৌঁছানো এবং ভোট গ্রহণ শেষে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কাস্টডিতে নিরাপদে বহন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। যদি কেউ নির্দিষ্ট দিনে ভোটদানে ব্যর্থ হয়, এ ক্ষেত্রে পরবর্তী তিন (নির্দিষ্ট দিন) দিনের ভেতর সংশ্লিষ্ট উপজেলায় উপস্থিত হয়ে অথবা সাত দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে জেলা প্রশাসকের অফিসে এ ভোট পৌঁছাতে পারেন।

কেবল দেশের সব আসনে সব কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ শেষে নির্দিষ্ট দিন ও তারিখে সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসারের তত্ত্বাবধানে ভোট গণনা শেষে বিবরণী তৈরি। এ বিবরণীর কপি প্রথমে, রিটার্নিং অফিসার (জেলা প্রশাসক), প্রধান নির্বাচন কমিশন এবং প্রধান বিচারপতির অফিসে অনলাইনে প্রেরণ করা যেতে পারে। সর্বশেষ প্রেসিডেন্টের সম্মতিতে (স্বাক্ষর) চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ ও সরকারি গেজেটে ছাপা হতে পারে।

লেখক: প্রফেসর ও গবেষক



প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

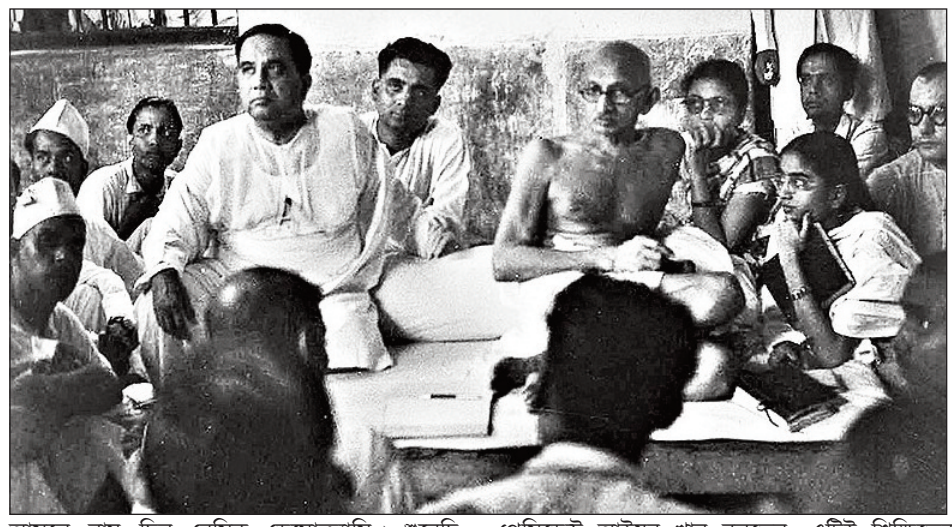
নির্বাচন, এখন, তখন

॥ মীযানুল করীম ॥

আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষ গরিব। ওদের কাছে নির্বাচন একটি ভোটের উৎসবের মতো। সাধারণ মানুষ তাদের ভোট পচতে দেয় না। ভোট পচার অর্থ ভোট নষ্ট হয়ে যাওয়া। এর অর্থ, প্রার্থী না জেতা। সাধারণ মানুষ ভোট দেয় আবার ভোট খায়ও। সে বিষয়ে পরে আসছি। অনেকেই বলেন, নির্বাচন থেকে গণতন্ত্র নির্বাসিত হয়ে গেছে। আসলে গণতন্ত্র পুরো কোনো সময় ছিল না। মায়ের কাছে শুনেছি, ত্রিশের দশকে একজন শক্তিশালী ব্যক্তিকে আটকে রাখা হয়েছিল তাদের বাড়িতে। তিনি ছিলেন গ্রামের সংখ্যালঘুদের নেতা। নমিনেশন পেপার সাবমিট করার পর তাকে ছাড়া হয়। আমার মনে আছে, ১৯৬৪ সালের ফেনী পৌরসভার নির্বাচনের কথা। ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের আবু বকর সিদ্দিক চেয়ারম্যান পদে জয়লাভ করেছিলেন। ওই নির্বাচনের দিন গ্রামের এক সাধারণ মহিলা এসে আমার আম্মাকে বলেন, 'আপনারা কি কেবল ভোট দিয়েছেন, না খেয়েছেন? আমার আম্মা প্রশ্ন করেন, ভোট কিভাবে খায়। মহিলা বললেন, ভোট খাওয়া, মানে পান খাওয়া, চা খাওয়া, রিকশায় করে আসা-যাওয়া করা। আম্মা উত্তর দিলেন, আমরা এসবের কিছুই করিনি। ওই মহিলা বললেন, 'আপনারা শুধু ভোট দিয়েছেন, খান নাই।' ওই মহিলার কথা শুনে আম্মা অবাক হলেন।

এরপর জানুয়ারী মাসে দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। বিকেলে হাঁটতে হাঁটতে গেলাম ভোটকেন্দ্রে। সেখানে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও মেম্বাররা শুধু ভোট দিচ্ছেন। সবাই সরকার পার্টি। অথচ সবাই বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত।

আমাদের এক স্যার বলতেন, 'বেচাকেনার ডেমোক্র্যাসি।



আসলে নাম ছিল বেসিক ডেমোক্র্যাসি। শুনেছি, সোহরাওয়ার্দী সাহেব বলেছিলেন The Democracy of the base অর্থাৎ- নিম্নমানের গণতন্ত্র। স্বঘোষিত প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বলতেন, এটিই শিক্ষিতের গণতন্ত্র। প্রফেসর Arnold Towenbee I প্রফেসর Rushbook williamas থেকে সার্টিফিকেট এনে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান খুব প্রচার করেছিলেন তার গণতন্ত্রের। আসলে তিনি আমাদের চরিত্র নষ্ট করে দিয়েছিলেন। এ কারণে সম্মিলিত বিরোধী দল বা Combined opposition Party-cop বা 'কপ' এর প্রার্থী ও ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান-মেম্বাররা প্রেসিডেন্ট পদে সে আইয়ুব খানকেই ভোট দিয়েছিলেন। অথচ তারা বিরোধী দলের নেত্রী এবং জাতির পিতার বোন মিস ফাতিমা জিন্নার লোক। আর সত্তরের ঐতিহাসিক জাতীয় নির্বাচনে জনগণ যা চেয়েছিল, তাই হয়েছে। তখন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বা সিইসি ছিলেন বিচারপতি আবদুস সাত্তার। যিনি পরে জিয়াউর রহমানের সময়ে এ দেশের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর দেশের প্রেসিডেন্ট এবং বিএনপির চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি কলকাতার লোক ছিলেন। কিন্তু সারা পাকিস্তানের প্রধান নির্বাচন কমিশনার হয়েছিলেন। সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ের পেছনে তার যথেষ্ট অবদান ছিল বলে মনে করা হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে প্রথম সংসদ নির্বাচন হয়। এতে আওয়ামী লীগের অন্যতম এক নেতার পরাজয়ের শঙ্কায় তার ভোটের বাক্স হেলিকপ্টারযোগে ঢাকার এনে বঙ্গভবনে গণনা করা হয়। এ নিয়ে রহস্যের ধোঁয়া কখনও কাটেনি। মনে করা হয়, সে আসনে জিতেছিলেন তখনকার বিরোধী দল জাসদের একজন প্রার্থী।

এভাবে দেখা যায়, এদেশে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের প্রক্রিয়া কখনও অবাধ ও গণতান্ত্রিক ছিল না।

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Popular Tax Services
পপুলার ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
Call/Text (347)-666-7862 & Call (718)-426-9453
Email: populartaxservices@gmail.com
Personal Income Tax Preparation for all industries:
■ All types of W2 & 1099 Income Tax Filing
■ Specialization in Uber Lyft & Rideshare Driver Tax Filing
■ Homeowners & Stock Market Trader Tax Filing
We provide Remote Personal Income Tax Filing
সঠিক, দ্রুত, সুনিপুন এবং
আইন সম্মত সার্ভিসে আমরা বিশ্বাসী
কম খরচে সততা ও বিশ্বস্ততা সহিত ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
tax refund
Nahian Howladar Emon
BBA IO Psychology Baruch College
New York State Tax Preparer
(347)-666-7862
(718)-426-9453

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Since 1994
www.populardrivingschoolny.com
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)
OPEN 7 DAYS
Road Lesson Local & Highway
5 Hours Class Certificate (Zoom Class)
Road Test Appointment
Car for Road Test
আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
বাসা থেকে পিক'আপ এন্ড ড্রপ
6 Hours DDC Class
Good For TLC
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.
আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
❑ আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
❑ আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
❑ পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
❑ পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
❑ আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
❑ সিটিজেনশীপ ❑ ফ্যামিলি পিটিশন ❑ NVC Case প্রসেসিং
❑ স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট ❑ এফিডেভিট অব সাপোর্ট
❑ এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
❑ Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া
যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

Flight

LOWEST PRICE CHALLENGE

GLOBAL

NY 1 TRAVELS, INC



MIRZA M ZAMAN

আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন

বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!

37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372

Tel: 646-750-0632

E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT

MyTechUSA

"YOUR DREAM BECOME TRUE"

Why "MyTechUSA"

- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING

Microsoft · Microsoft SQL Server · ORACLE · Azure · mongoDB · NoSQL



Please Contact:

Zia Uddin Ahamed
CEO & President

Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600

E-mail: ziaahamed@ymail.com



Khalil Biryani House

খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট



সম্পূর্ন স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত

2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884

1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840

www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH

DevOps | Scrum Master & Product Owner

[100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied]

Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019

Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019

Software Testing [QA] Training & Job Placement

New York In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from October 19, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from October 22, 2019

VA In Class Batches

Weekend Morning	Weekdays Evening
9:00 AM To 2:00 PM Selenium Starting from November 16, 2019	6:00 PM To 11:00 PM Selenium Starting from November 26, 2019

www.piit.us

জনপ্রিয়

TiME television

www.timetvusa.com

টাইম টিভিতে চোখ রাখুন

Radiant TV | jadoo TV | BTV Around the Globe | desh IPTV

Everest | NETcable | STAR | BLUE BOX

SKY Cable | myzone | YUPPTV | World Cable

Jagobd.com

আমাদের অগণিত দর্শক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ী শুভেচ্ছা

যে কোনা লাইভ অনুষ্টান ও বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন

718-753-0086 /646-291-7408





শো টাইম মিউজিক'র ১৩তম এনআরবি অ্যাওয়ার্ড প্রদান

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রবাসে প্রতিভা বিকাশে সর্বাধিক জনপ্রিয় শোটাইম মিউজিকের এনআরবি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান ১৩ বছরে পা ফেলেছে। শো টাইম মিউজিক প্রবাসে শিল্প-সাহিত্যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে মানুষের কল্যাণে যারা কাজ করেন তাদের সম্মান জানাতে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে আসছে। গত ৩ ডিসেম্বর রোববার বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় এনআরবি অ্যাওয়ার্ড'র ১৩তম আসর ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। সব বয়সী মানুষের উপস্থিতিতে নিউইয়র্কের কুইন্স প্যালেস অডিটরিয়াম ছিল এক মিলনমেলা। বাংলাদেশের অন্যতম সেরা চলচ্চিত্র অভিনেত্রী, প্রিয়দর্শনী নায়িকা মৌসুমীর উপস্থিতি অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তুলে বহুগুণ। তিনিই ছিলেন অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ও মধ্যমনি।

কামরুজ্জামান বাবু আর সোনিয়ার উপস্থাপনায় রাত ৮টায় উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন শোটাইম মিউজিকের সিইও আলমগীর খান আলম। তিনি বলেন, ১৩তম আসরে বিপুল সংখ্যক প্রবাসীর সরব উপস্থিতি প্রমাণ করে যে প্রবাসীরা শো টাইম মিউজিকের এই অ্যাওয়ার্ড প্রদানকে যথার্থ মনে করেন। অর্থাৎ আমরা মানুষকে সম্মানীত করার যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করছি সেটি সঠিক পথেই এগুচ্ছে। তিনি বলেন, সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসাবে যে কাজটি আমরা করছি সেটি আগামীতেও অব্যাহত থাকবে।

অনুষ্ঠানে চিত্রনায়িকা মৌসুমী বলেন, প্রবাসে থেকেও যে সকল বাবা মা তাদের সন্তানদের মাঝে দেশীয় সংস্কৃতি তথা বাংলা সংস্কৃতি ধরে রাখতে এত পরিশ্রম করছেন, তাদের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা। এখানে জন্ম নেওয়া শিল্পীদের পরিবেশনায় তিনি তাঁর মুগ্ধতা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে কুইন্স ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ এটর্নী মঈন চৌধুরী বলেন, দিনে দিনে এনআরবি অ্যাওয়ার্ড একটি প্রেস্টিজিয়াস অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আর এই আয়োজন করে আলমগীর খান আলম যোগ্য ব্যক্তিদের সম্মানীত করে নিজেকেই সম্মানীত করছেন। আমি এর সঙ্গে আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকব।

অনুষ্ঠানে প্রিয়া ডায়েসের নেতৃত্বে নৃত্য শিল্পীদের পরিবেশনা দর্শকদের মন ছুঁয়ে যায়। সঙ্গীত পরিবেশন করেন শিল্পী বিন্দু কনা, কৃষ্ণ তিথি, নীলিমা শশী, মনিকা দাস, মিতু মাহমু, আফতাব জনি, আলভিন, সাগ্নিক মজুমদার, রওশন আরা কাজল, ড. কামরুল হক প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে চিত্রনায়িকা মৌসুমীর হাতে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী নুরুল আজিম।

অনুষ্ঠানে নিউইয়র্কের সেরা শিল্পীদের নাচ আর গানের ফাঁকে ফাঁকে শিল্পী, সাহিত্যিক, সমাজকর্মীদের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন চিত্রনায়িকা মৌসুমীসহ আমন্ত্রিত অতিথিরা।

অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তরা হলেন: নতুন প্রজন্মের জনপ্রিয় শিল্পী আলবান, ঋত্বিকা ব্যানার্জি, জারিন মাইসা, সাগ্নিক মজুমদার, জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী নীলিমা শশী, কৃষ্ণা তিথি, কামরুল ইসলাম, মিতু মাহমুদ, মিউজিসিয়ান শরীফ, নৃত্যশিল্পী প্রিয়া ডায়েস, এটর্নি রুমা জান্নাতুল, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী নূরুল আজিম, নাসির সবুজ, রহমান মালিক, তারেক হাসান খান গ্লোবাল মাল্টি সার্ভিস, ফারহানা খান (ওম্যান এন্টারপ্রেনার), সানম্যান এক্সচেঞ্জ ইনক'র সিইও মাসুদ রানা তপন, ট্যাভেল অ্যাঙ্কর এএসএম উদ্দিন, আবৃত্তিকার গোপন সাহা, গীতিকার ইশতিয়াক রুপু, উপস্থাপক বাবু জামান, সনিয়া, সাংবাদিক ইকবাল ফেরদৌস, অভিনেতা তরিকুল ইসলাম মিঠু, ডিরেক্টর ইমন, বিপ্লব, ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট জলি অহমেদ, রেজওয়ানা আলভিস, মোঃ জামিল, কাজী লিটন, মোহাম্মদ খালেক, ডক্টর শাহজাদী পারভীন (মা ফাউন্ডেশন), কমিউনিটি অ্যাক্টিভিটি আহসান হাবীব, রাব্বি সাঈদ, হাসান জিলানী, মোহাম্মদ কাসেম, মোহাম্মদ চিশতী সিপিএ, মোহাম্মদ সারোয়ার (ফ্রেশ ফুড)।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে দেশবাংলা সম্পাদক ডা. চৌধুরী সারওয়ারুল হাসান, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান, নিউইয়র্ক বাংলা.কম সম্পাদক আকবর হায়দার কিরণ, ইউএসবাংলা.কম সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, সাংবাদিক কানু দত্ত, রাশেদ আহমেদ, তোফাজ্জল লিটন, ফটো সাংবাদিক নিহার সিদ্দিকী, ও তুষার পিক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল আলিম, মোঃ সোহাগ, হেলাল মিয়া, আব্দুর রশিদ বাবু, রেদওয়ান হক, ডিউক খান, রহমান মালিক, তানভীর কায়সার, সাদেক শিবলী, কণ্ঠশিল্পী চন্দন চৌধুরী ও শামীম সিদ্দিকী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আহসান হাবীব, রাব্বি সাঈদ, মনিকা রায়, মোস্তাকিম-বাবু বিল্লাহ, মাকসুদুল এইচ চৌধুরী, শাকিল মিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।



পিয়াকে মিস করছেন অনুপম!



বিনোদন ডেস্ক: কলকাতার জনপ্রিয় গায়ক অনুপম রায়ের সাবেক স্ত্রী পিয়া চক্রবর্তীকে বিয়ে করেছেন অনুপমের ঘনিষ্ঠ বন্ধু অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। ইতোমধ্যে তাদের বিয়ের ১০ দিন পেরিয়েছে। নতুন এই দম্পতি হানিমুনের উদ্দেশে বিদেশ সফরেও গেছেন। তবু তাদের নিয়ে চর্চা থামছেই না। কারণ সংগীতশিল্পী অনুপম রায়ের সাবেক স্ত্রী পিয়ার সঙ্গে পরমব্রতের বিয়ে নিয়ে দুভাগে বিভক্ত হয়েছে নেটপাড়া। কেউ শুভেচ্ছা জানিয়ে আশীর্বাদ করছেন পরম-পিয়াকে, কেউ আবার অনুপমের পক্ষ নিয়ে দুষছেন তাদের।

ডিভোর্সের দুই বছর পার হতেই পরমব্রতের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার ঘটনাটি মেনে নিতে পারছেন না অনুপমভক্তরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গায়কের বিভিন্ন পোস্টে সমবেদনা জানাচ্ছেন তারা। বিশেষ করে সম্প্রতি এই গায়কের পোস্টগুলোতেও যেন ফুটে উঠছে বিরহ ও বেদনার চিত্র। বুধবার ইনস্টাগ্রামে নিজের পুরোনো একটি হিন্দি গানের পোস্টার শেয়ার করেছেন অনুপম। যেখানে পর পর তিনটি ছবি প্রকাশ করেছেন তিনি। সেই ছবিগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে এক যুগলের গল্প। প্রথম ছবিতে দেখা যাচ্ছে, একই ঘরে বসে আছে প্রেমিক-প্রেমিকা। পরের ছবিতে প্রেমিক একা। প্রেমিকা আর সেখানে নেই। তৃতীয় ছবিতে খালি ঘরটি পড়ে আছে, প্রেমিকও আর সেখানে নেই।

পোস্টের ক্যাপশনে অনুপম লিখেছেন, 'বাতেঁ আধুরি হ্যায় (কথা বাকি ছিল)।' নিচে হ্যাশট্যাগে গানের নাম, 'অ্যায়সি রাতোঁ'। ছবিগুলি এঁকেছেন উপমন্যু ভট্টাচার্য। সে কথা উল্লেখ করেছেন অনুপম।

গায়কের এমন পোস্ট দেখেও পিয়ার প্রসঙ্গে টেনে এনেছেন ভক্তরা। কেউ লিখেছেন, 'প্রাণহীন মানুষগুলো প্রাণ ফিরে পায়, কিছু চেনা কণ্ঠে।' কারও মন্তব্য, 'ছবিগুলোর সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজে পাচ্ছি।' অধিকাংশই বলেছেন, এখনো পিয়াকে মিস করছেন অনুপম। তাই তো সামাজিক মাধ্যমে এমন সব আবেগপূর্ণ স্ট্যাটাস তার।

অনুপমকে এভাবে দেখতে পারছেন না অনুরাগীরা, এমনটাও মন্তব্য করেছেন অনেকে। গায়ককে পরামর্শ দিয়েছেন শক্ত হওয়ার জন্য। সব ভুলে নতুনভাবে শুরু করার জন্য।

হিমিকে বিয়ে করে ঘরজামাই নিলয়!

বিনোদন ডেস্ক: এ সময়ের অভিনেতাদের মধ্যে নিজের অবস্থান পোক্ত করে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যেই আছেন নিলয় আলমগীর। সম্প্রতি এ অভিনেতা সময়ের আরেক জনপ্রিয় অভিনেত্রী জান্নাতুল সুমাইয়া হিমিকে বিয়ে করেছেন। শুধু তাই নয়, বিয়ে করে তিনি হিমির বাড়িতেই উঠেছেন। সেখানে থাকছেন ঘরজামাই হিসাবে। তবে এসব ঘটনা বাস্তবে ঘটেনি।

তাদের অভিনীত নতুন একটি নাটকে এমনটি দেখা যাবে। নিলয় ও হিমি জুটি বেঁধে একাধিক নাটকে অভিনয় করেছেন। তাদের জুটির জনপ্রিয়তাও রয়েছে। বিশেষ করে কমেডি ঘরানার নাটকের জুটি হিসাবে তাদের চাহিদা অন্য রকম। ঠিক এ রকম একটি নাটকে সম্প্রতি তারা একসঙ্গে অভিনয় করেছেন। নাম 'হাউস হাসব্যান্ড'। পরিচালনা করেছেন হাসিব হোসেন রাখি। এরই মধ্যে রাজধানীর উত্তরার বিভিন্ন লোকেশনে নাটকটির দৃশ্য ধারণের কাজ শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন নির্মাতা। এতে অভিনয় প্রসঙ্গে নিলয় আলমগীর বলেন, 'হিমির সঙ্গে কাজের বোঝাপড়াটা এক কথায় দারুণ।



জুটি হিসাবে দর্শক আমাদের পছন্দ করেন, এ কারণে দর্শকের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা।'

হিমি বলেন, 'এ নাটকটির গল্প বেশ আবেগী। নিলয় ভাইয়ের সঙ্গে কাজের বোঝাপাড়াটা এখন এক কথায় শতভাগ ঠিকঠাক। নাটকটি নিয়ে আমি আশাবাদী।'

বাংলা শিখছেন শাকিবের নায়িকা কোর্টনি!



বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই সিনেমার নায়ক শাকিব খানের নতুন সিনেমা 'রাজকুমার'এর শুটিং শুরু হচ্ছে শিগগির। এ শুটিংয়ে অংশ নিতে বাংলাদেশে আসছেন আমেরিকান অভিনেত্রী কোর্টনি কফি। নায়িকার এটি প্রথম বাংলা ভাষার চলচ্চিত্র। শুটিংয়ের প্রস্তুতি পর্বে বাংলা ভাষা শিখছেন এই ভিনদেশী মডেল। নিজের ফেসবুক পেজে এ কথা জানিয়েছেন তিনি। কয়েক মাস ধরে নিজের বাড়িতে বাংলা ভাষা শেখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন কোর্টনি। বাসার দেওয়ালে বাংলা বর্ণমালা-সংবলিত সাদা বোর্ড টাঙিয়ে তা নিজের ফেসবুক পেজে পোস্ট করে লিখেছেন, 'আমি শিখছি।'

পরিচালক হিমেল আশরাফ বলেন, কোর্টনি তো আর অনর্গল বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারবেন না। তবে স্ক্রিপ্টে যা আছে, তা ভালোভাবে আয়ত্ত করেছেন। তার সিরিয়াসনেস মুগ্ধ করার মতো। হিমেল বলেন, কয়েক মাস আগে থেকে বাংলা ভাষা আয়ত্তের চেষ্টা শুরু করেছিলেন কোর্টনি। এর মধ্যে আমি আবার ছবির প্রিপ্রোডাকশনের কাজে নিউইয়র্ক থেকে ঢাকায় আসি। গত মাসে যখন নিউইয়র্কে গেলাম, দেখা হলো, আড্ডা হলো। তখন দেখি, তার অনেক ডেভেলপ হয়েছে। একজন সহকারীর সহযোগিতায় নিয়মিত বাংলা শেখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ ছাড়া অনলাইন টিউটরিয়াল এবং বিভিন্ন অ্যাপের সাহায্যও নিয়েছেন। নিয়মিত বাংলা সিনেমাও দেখছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কয়েকটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও ফিচার ফিল্মে অভিনয় করেছেন কোর্টনি। স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয়, আর 'ডমিনোস' এবং 'প্লিজেন্ট গ্রোভ' নামের দুটি ফিচার ফিল্ম মুক্তির অপেক্ষায় আছে। পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি উচ্চতার কোর্টনি নিউইয়র্কের দ্য নেইবারহুড প্লে হাউস স্কুল অব দ্য থিয়েটার থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছেন। লং আইল্যান্ডের হিকসভিলে জন্ম কোর্টনির, বেড়ে উঠেছেন সেখানে।

শাকিব খানের 'রাজকুমার' চলচ্চিত্রের মহরত অনুষ্ঠানে কোর্টনি কফি বলেন, এ কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ। খুব সুন্দর একটি গল্পে সিনেমাটি হতে যাচ্ছে। শাকিবের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়ে আমি ভাগ্যবতী। আধো বাংলায় তিনি বলেন, সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আমি যেন ভালো করতে পারি। ধন্যবাদ।

গত ৭ ডিসেম্বর ঢাকায় পৌঁছানোর কথা থাকলেও অরও দুই দিন পিছিয়েছে কোর্টনির বাংলাদেশে আসা, জানালেন পরিচালক হিমেল আশরাফ।

২০২২ সালের ২৮ মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের কুইন্সের ফ্ল্যাশিংয়ে ওয়ার্ল্ডস ফেয়ার মেরিনাতে 'রাজকুমার' ছবির মহরত হয়। কথা ছিল, মহরতের কয়েক মাসের মধ্যেই ছবিটির শুটিং শুরু হবে। কিন্তু শাকিব অন্য ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ায় 'রাজকুমার'-এর শুটিং করতে পারেননি। এদিকে নতুনভাবে যখন ছবির সবকিছু চূড়ান্ত হয়, ততদিনে বদলে যায় প্রযোজক এবং প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানও। বর্তমানে ছবিটির প্রযোজক আরশাদ আদনান, যিনি এ বছর 'প্রিয়তমা' ছবিটি বানিয়ে আলোচনায়। তার প্রতিষ্ঠান ভার্সেটাইল মিডিয়া থেকে এই ছবি তৈরি হচ্ছে।

১ কোটিতে পা রাখলেন পূর্ণিমা

বিনোদন ডেস্ক: ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী দিলারা হানিফ পূর্ণিমা। এই নায়িকা ফেসবুক পেজের ফলোয়ারস ১ কোটি ছাড়িয়েছে। মঙ্গলবার রাত থেকে তার পেজে চোখ রাখলে দেখা যাচ্ছে, ফলোয়ারস ১০ মিলিয়ন প্লাস! তবে এগুলো নেহাত ফলোয়ারস নয়, পূর্ণিমার কাছে বিষয়টি '১ কোটি ভালোবাসা'। তার ভাষ্য– এগুলো আসলে অর্গানিক ভালোবাসা।

শুধু বাংলাদেশ নয়, পূর্ণিমার অনুসারীরা পুরো উপমহাদেশ থেকে যুক্ত আছেন। পেজটি থেকে বিভিন্ন ছবি, রিলস এবং ভিডিওর মাধ্যমে অনুসারীরা তার আপডেট পায়। পূর্ণিমার পেজ থেকে নতুন ভিডিও-রিলস ছাড়লেই উঠে আসে ফেসবুক ট্রেন্ডিংয়ে! অনুসারীদের ভালোবাসা প্রকাশ দেখে পূর্ণিমা অনেক সময় বিস্মিত ও ইমোশনাল হন। তিনি বলেন, আমার অনুসারীরা সবসময়ে পাশে থাকে। সবাইকে ধন্যবাদ ও ভালোবাসা জানাই।

পূর্ণিমা বলেন, পুরোটাই অর্গানিক ফলোয়ার্স। যেটাকে আমি অর্গানিক ভালোবাসা বলতে চাই। যখন পেজটি ওপেন করি, তখন জানতাম না এতদূর আসবে। যারা অ্যাডমিন তারা দেখভাল করত। আগে পেজ-ফলোয়ারস এসব ব্যাপারে খুব বেশি জানাশোনা ছিল না। সময় সব কিছু শিখিয়েছে। ঘোরাঘুরি বা বেড়াতে গেলে ছবি ভিডিও বেশি পোস্ট হয়। আবার অনেক সময় গ্যাপ থাকে। অ্যাডমিনরা আমাকে ছবি ভিডিও পোস্ট দিতে উৎসাহিত করে।



Happy New Year 2024

- আপনি কি নিউ ইয়র্ক শহরে বাড়ির মালিক হতে চান?
- এখনই বাড়ি কেনার সুবর্ণ সুযোগ!
- আজই যোগাযোগ করুন
- আমরা মিনিমাম পেমেন্টে বাড়ি ক্রয়ের ব্যবস্থা করে থাকি।







NEXT LEVEL HOMES GROUP

NISHA

Real Estate Professional

Contact No: (718) 687-7585

221-21 Jamaica Ave, Queens Village, NY 11428

nishanirealty@gmail.com

www.nextlevelhomesgroup.com/

www.facebook.com/NextLevelHomesGroup



সাহিত্য সাময়িকী

একদিন একাত্তরে
সোহরাব পাশা

সন্ধ্যে নামে
বাতাসে উদ্বাস্তু দীর্ঘশ্বাস
অন্ধ তীব্র মেঘের ভিতর নুয়ে পড়ে
সমূহ সুন্দর,

মুখর সবুজ বাড়িগুলি
স্বপ্নময় ঘরগুলি
নিজস্ব থাকে না
রাত্রির স্বপ্নগুলি ভোর দেখে না ভোরে
পথের ওপরে। শিকড়ে আগুন ধরে
সববৃক্ষ-উদ্যানে। পা'থেকে সরে যায় গন্তব্য,

অগ্নিজলে বিবস্ত্র দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ কাঁদে
মুমূর্ষু জীবন খোঁজে
নিজস্ব নিবিড় আলোকিত মানুষের
মুখ। অন্যদিন অন্ধবন্ধ তালা খুলতেই স্নিগ্ধ
রোদ। বসন্তের তীব্র হাওয়া
পথগুলি বাড়ি ফিরে আসে।

অধর্মের বাতি
হাফিজ রশিদ খান

ইতিহাসের পাঁজরে বন্দি
নানা মতবাদী কমপ্রোডার শ্রেণি, সংজ্ঞা হারা
ঝিকমিক-ঝিকমিক রাতের সিতারা

যে জীবন চলে কাতরাতে-কাতরাতে
পিচঢালা পথে রক্তাপ্লুত পড়ে থাকে লাশ হয়ে দিনে-রাতে
ভূমি বেদখল, ধস-ভাঙনের থাবায় বিধ্বস্ত বসতের
সীমানা লুণ্ঠিত যাহাদের
বুভুক্ষার ভ্রষ্টস্মৃতি
এধার-ওধার ঘোরায় যাদের নিত্যনিতি

হে লোভার্ত কমপ্রোডার-ঘোর দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী-অচল দর্শনে
মরে গেছ মরে গেছ ওই মজলুমের আগেই ভানুমতী পুঁজির ধর্ষণে
বস্তুত এখানে তোমাদের জীবাশ্মেই জ্বলে অধর্মের বাতি
অক্লান্ত যযাতি...

নাইন্টিন সেভেন্টি ওয়ানে জন্ম
মাসুম আহমদ

ওরা আমাদের উপর গজব নাজিল করছিলো। বিচারকদের চোখে কালো কাপড় বাঁধা, মোড়লদের চোখে কালো চশমা পরা। কেউ শুনছিলো না আমাদের নিরবতা কিংবা আত্মচিৎকার। ধীরেধীরে আমাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার, আমাদের দৈনন্দিন যাপিত জীবন খাঁচায় বন্দী পাখির মতো হয়ে যাচ্ছিলো। আমরা যে পথে নিয়মিত বাড়ি ফিরি সে পথে তাদের রক্ত উৎসব জমে উঠছিলো। তারা একটা অদৃশ্য দেয়াল আমাদের পিছনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলছিলো - যাও, তোমারা আরও পিছনে যাও!

আমরা এক জায়গায় জড়ো হলাম। আমরা একে অপরের হাতে হাত রাখলাম। আমরা বন্দুকের ট্রিগার চালানো শিখলাম। আমাদের বুক থেকে রক্ত ঝরলো। আত্মীয় স্বজন প্রিয়জন হারালাম। আমাদের ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হলো। তারপর আমরা শিখে নিলাম, কিভাবে পিঠে আটকে যাওয়া দেয়াল টপকিয়ে।

স্বাধীনতা এবং বেঁচে থাকার অধিকার আদায় করে নিতে হয়। কিভাবে দৈনন্দিন যাপিত জীবনকে খাঁচা থেকে মুক্ত করে নিতে হয়। এভাবেই একদিন আমরা স্বাধীন হয়েছিলাম
আমরা একটা পতাকার মালিক হয়েছিলাম
একটা দেশ আমদেরকে তার একান্ত নিজের করে নিয়েছিলো।

বিজয় প্রাসঙ্গিকতায়
কাজী আতীক

তিনি জানতেন- মৃত্যু ছাড়া অজেয় নয় অন্য কিছুই,
স্বভাবতঃ তিনি মৃত্যুকেই বাজি রেখেছিলেন,
কোনো চোখরাঙ্গানি তাঁকে তাই 'দমায়ে' রাখতে পারেনি।

ঘৃণ্য শঠতায় এবং ষড়যন্ত্র অপবাদেও ক্রমাগত অন্তরীণ
ভয়াবহ দুর্বিসহ নিগ্রহে চলে তাঁর গতিরোধের অপচেষ্টা,
তবুও বিচলিত না হয়ে তিনি দুরন্ত দুর্বার ছিলেন,
বস্তুত- সব প্রতিকূলতাকে সুদৃঢ় উপেক্ষা দেখিয়ে
এক অনন্য বিজয়ের পথ তিনি সুগম করে দিলেন।

একদু'দিন নয়, হাজার মাসের সাধনায়-
সীমাহীন দুর্ভোগ আর যন্ত্রণা সয়ে সয়ে
তিল তিল গড়েছিলেন তিনি স্বাধীনতার সম্ভাবনা,

অতঃপর হায়েনা মুক্ত হলো স্বদেশ আমার
দখলদার মুক্ত হলো বাংলা,
প্রতিরুদ্ধ হলো বাংলার আকাশে পিশাচের আনাগোনা।

বিজয় প্রাসঙ্গিকতায় তাই তাঁর নাম আমাদের বিজয়ের সমান,
স্বাধীনতা, বাংলা ও বাঙালী জাতিসত্তার সমার্থক তিনি,
তিনি বজ্রকণ্ঠ, তিনি জাতীর শ্রেষ্ঠ সন্তান,
তিনিই জনক জাতির, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বিজয়ের লিপিকা
সুমন শামসুদ্দিন

আমার হাতে বেয়নেটসহ থ্রি নট থ্রি রাইফেল,
তোমার কণ্ঠে একটি ফুলকে বাঁচানোর গান।
আমার পদতলে ধর্ষকের ছিন্নমস্তক দেহ,
তোমার সবুজ শাড়িতে লোহিত কনিকার আলপনা!

আমি উর্বর পলিমাটি ফুঁড়ে ওঠা সবুজ ঘাস,
তুমি অশ্রুসিক্ত তাজা রক্তজবার স্খলিত পাপড়ি।
আমার দেহজুড়ে বৃষ্টিস্নাত সোঁদা মাটির ঘ্রাণ,
তোমার হৃদয়ে আটপৌরে পুরোনো মাটির কুটির।

আমার হাতে সোনালি আঁশের আর্দ্র গন্ধ,
তোমার হাতে গামছা বাঁধা এক গামলা পান্তাভাত।
আমি বিজয় স্মরণিতে শৃঙ্খলিত কুচকাওয়াজ,
তুমি সমুজ্জ্বল সকালে ৩১ বার তোপধ্বনি।

আমি জাতীয় স্মৃতিসৌধে দন্ডায়মান উন্নতশির,
তুমি বিজয় স্তম্ভে চর্যাপদ হরফে আঁকা এপিটাফ।

আমাদের সেদিন আর আজ
হাবিব ফয়েজি

সেদিন
ঘৃণার আগ্নেয়গিরি বেয়ে প্রবাহিত হয়েছিল
প্রতিবাদ আর প্রতিরোধের জলন্ত লাভা
শত্রুদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে
আমাদের আত্মীয়রা রক্ত দিয়ে লিখেছিল
পৃথিবীর মানচিত্রে একটি নাম 'বাংলাদেশ'

আজ
পঞ্চাশ পেরিয়েও আমরা ভয়ে কুঁকড়ে যাই
মিত্রদের লোভাতুর শকুন চোখের চাহনি দেখে

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



Call Today:

Dr. Md. Mohaimen
718-457-0813
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

Giash Ahmed
Chairman/CEO
917-744-7308

Nusrat Ahmed
President
718-406-5549

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

Corporate Office	Jamaica Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl Jackson Heights, NY 11372 917-744-7308, 718-457-0813	87-54 168th Street, 2nd Fl Jamaica, NY 11432 718-406-5549	1 Blacksmith Lane Dix Hill, NY 11731 718-406-5549	2148 Starling Ave. Bronx, NY 10462 718-406-5549	175 B Forbell Street Brooklyn, NY 11208 718-406-5549	859 Fillmore Ave Buffalo, NY 14212 718-406-5549

‘আমি আরেকবার নির্বাচন করব’

স্পোর্টস ডেস্ক: ঘরোয়া ফুটবলের কিংবদন্তি থেকে হয়েছেন সংগঠক। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি হিসেবে চার মেয়াদ পার করছেন কাজী সালাউদ্দিন। তাঁর সময়ে গত বছর নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছিল বাংলাদেশ। এই বছর পুরুষ এবং নারী ফুটবলের রেজাল্টও ভালো হয়েছে। সমালোচনাও আছে তাকে নিয়ে। নিষিদ্ধ সাবেক সাধারণ সম্পাদককে প্রশ্রয় দেওয়া, বাফুফের নির্বাহী কমিটি ছাড়াই একক সিদ্ধান্ত নেওয়া, বিসিবি সভাপতির সঙ্গে বাকযুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়াসহ আরও অনেক বিষয়ে বিতর্কের জন্ম দেওয়া। এসব নিয়ে গত ৬ ডিসেম্বর) বুধবার দৈনিক সমকালের সঙ্গে ফেডারেশনের নিজ কার্যালয়ে কথা বলেছেন কাজী সালাউদ্দিন। শুনেছেন সাখাওয়াত হোসেন জয়।

প্রশ্ন: খেলোয়াড়ি জীবনে ছিলেন কিংবদন্তি। সংগঠক হওয়ার পর আলোচনা-সমালোচনার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ফুটবলকে কোথায় দেখতে চান?

কাজী সালাউদ্দিন: আমার লক্ষ্য, মেয়েরা যেন সাউথ এশিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। এটা দু-তিন বছর নিয়ন্ত্রণ করার পরের টার্গেট হলো আসিয়ান। এটাই আমাদের বড় টার্গেট। ছেলেদের ক্ষেত্রেও টার্গেট অনেকটা এ রকম। ভবিষ্যতে যে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ হবে, আর যদি বিদেশি দল না আসে, তাহলে ফাইনাল অবশ্যই বাংলাদেশ-ভারতই হবে এবং যে কেউই জিততে পারে। এখন আমরা মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে খেলি এবং লড়াই করি। আফগানিস্তান, লেবাননের সঙ্গে আমরা লড়াই করি।

প্রশ্ন: ফুটবলে ইতিবাচক খবরের মধ্যে বড় নেতিবাচক ছিল দুর্নীতির কারণে সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফিফা কর্তৃক নিষিদ্ধ হওয়া।

কাজী সালাউদ্দিন: এটা তো আমাদের ফাইন্যান্স কমিটির বিষয়। এই প্রশ্নের উত্তরটা ভালোভাবে দিতে পারবে ফাইন্যান্স কমিটি। তবে আমরা সব কিছুতেই অতিরিক্ত করে ফেলেছিলাম। আপনি যদি পুরো বইটা পড়েন, ওখানে লেখা আছে বাফুফে কোনো মালপত্র খরিদ করেনি, যেটা মার্কেটের থেকে বেশি দাম। বাফুফের কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ক্ষতি হয়নি এবং লিখেছে সবকিছুই তারা সঠিকভাবে পেয়েছে। কিন্তু সিস্টেমটাই ভুল হয়েছে। সিস্টেমের সমস্যা হলো, অফিসের নির্বাহীরা দায়সারা কাজ করেছেন। সে জন্য তারা সাসপেন্ড হয়েছেন এবং প্রতিটি বিভাগই পরিবর্তন হয়েছে।

প্রশ্ন: তার পরও অনেকে বলছেন–আপনার সায় পেয়েই সাবেক সাধারণ সম্পাদক অনিয়মগুলো করেছেন।

কাজী সালাউদ্দিন: এসব মিডিয়ার নাকি অন্যকিছু হচ্ছে, সেটা আপনি আমার চেয়ে ভালো জানেন।

প্রশ্ন: সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে শুরু করে অনেকেরই ধারণা আপনি সরে গেলে ফুটবলের মঙ্গল হবে?

কাজী সালাউদ্দিন: এই প্রশ্ন আপনাদের কাছে। আপনারাই মাপবেন। আমার সবচেয়ে সুবিধা আছে, আমি ওয়েবসাইট দেখি না। আমার টেলিভিশনও নাই। আমি আমার কাজ করতেই থাকি। আমি তো একসময় এখানে থাকব না। দেখা যাক। আমি যখন ছিলাম না, তখন কী ছিল? একটু চিন্তা করে দেখেন। খেলাই তো হয়নি। ওইটা তো বলেন না। খেলার জন্য এখানে প্লেয়াররা স্ট্রাইক করত। আমার কথা বিশ্বাস না হলে দু-তিনজনের সঙ্গে কথা বলে দেখতে পারেন। আপনি তো রাস্তার ১০ জনের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, প্লেয়ারদের তো নেননি। সেদিন জিকো (গোলরক্ষক আনিসুর রহমান জিকো) এসে বলে গেছে, প্রেসিডেন্ট সাহেব আপনি থাকাতে আমরা গাড়ি চালাই। কারণ, লিগ ধারাবাহিক হয় এবং প্রতি বছরই ফুটবলাররা পয়সা পায়। যাই হচ্ছে, সেটা আসলে আপনাদের (মিডিয়ার) তৈরি করা। আমি যদি এতই খারাপ হতাম, তাহলে সাউথ এশিয়ায় টানা চারবার সভাপতি হতে পারতাম না।

প্রশ্ন: টানা চারবার নির্বাচিত হয়েছেন। সামনে (সম্ভবত ২০২৪ সালের অক্টোবর) আরেকটি নির্বাচন। আপনি কি আবারও নির্বাচনে লড়বেন?

কাজী সালাউদ্দিন: হ্যাঁ, আমি আরেকবার নির্বাচন করব। ফুটবলে আরও কিছু কাজ করার আছে আমার। আমরা সাউথ এশিয়ায় আধিপত্য করতে চাই। এর সঙ্গে মধ্য এশিয়াতে নিজেদের শক্তির জানান দিতে চাই। এটা করার জন্য আমি আরেকটা টার্ম নির্বাচন করব। আর এটাই হবে আমার শেষ নির্বাচন।



প্রশ্ন: এর আগে ভিশন-২০২২ এর কথা বলেছিলেন। আগামীতে নির্বাচিত হলে নতুন কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন কিনা?

কাজী সালাউদ্দিন: তখন আমি যেটা বলেছিলাম, সেটা আপনারা ভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। আমি বলেছিলাম, আমাদের একটা ভিশন থাকতে হবে। আমরা চেষ্টা করব, যে কোনোভাবে ২০২২ বিশ্বকাপে কোয়ালিফাই করা যায় কিনা। সেটা যে অসম্ভব, সেই কথাটিও বলেছিলাম। আসলে আপনাকে তো একটা ভিশন নিয়ে নামতে হবে। আমি ক্লাস টুতে পড়ি, ম্যাট্রিক দেব, ইন্টার দেব, ফাইনাল দেব, মাস্টার্স করব। আমার যদি কোনো ভিশনই না থাকে, তাহলে আমি কীভাবে এগুলো করব। এই কথাটিই বলেছিলাম। কিন্তু সেটাকে আপনারা বিকৃত করে বহুরকমভাবে নিয়ে গেছেন। আপনাদের কলম আছে, বন্দুক আছে তাই পারেন।

প্রশ্ন: আপনি বলেছেন ছেলেদের ফুটবলে ক্লাবগুলোর অনেক অবদান। অনেক সময় ক্লাবগুলোর অভিযোগ থাকে, তারা অংশগ্রহণ মানি পায় না।

কাজী সালাউদ্দিন: ক্লাবের অভিযোগ ঠিক। আমার তো সরকারের কোনো ফান্ড নাই যে, আমি তাকে দেব। স্পন্সর যদি টাকা দেয়, সেটা আমি সবাইকে দিই। ফিফার টাকা থেকে আমি ১০ ডলার কাউকে দিতে পারব না। আমরা সিস্টেমে যে সমস্যায় পড়েছিলাম, সেটা হলো ফিফার অর্থ আমরা জেলা ও ক্লাবকে দিয়েছিলাম।

প্রশ্ন: কিন্তু জেলা পর্যায়ে লীগ তো ওইভাবে হয় না।

কাজী সালাউদ্দিন: জেলা পর্যায়ে আমার লীগ তো ফিফা করবে না। আপনি তো প্রেসিডেন্ট (জেলার সভাপতি) সেখানকার, জেলা লীগ করতে ৪-৫ লাখ টাকা লাগে, আপনি করেন। ফেডারেশন না পারলে ব্যক্তিগতভাবে আমি দুই থেকে তিনটি জেলাকে সাপোর্ট দিতে পারি; কিন্তু আমি তো ৬০-৭০ জেলাকে দিতে পারব না। আপনি জেলার প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, আপনি যদি চার-পাঁচ লাখ টাকা উঠিয়ে লীগ করতে না পারেন, তাহলে টাকা দিলেও করতে পারবেন না।

প্রশ্ন: তাহলে আপনারা জেলাগুলোর বিরুদ্ধে কোনো অ্যাকশনে যাচ্ছেন না কেন?

কাজী সালাউদ্দিন: আমার পাওয়ার নেই অ্যাকশন নেওয়ার। আপনারাই তো তাদের বিরুদ্ধে লিখতে পারেন। আমি যদি লীগ চালু না রাখতে পারতাম, আপনারা আমাকে কী করতেন? আমি যে অর্থের জন্য মেয়েদের টিমকে বিদেশে পাঠাতে পারিনি, আমাকে তো ভোরবেলা থেকে সমালোচনা করেছিলেন। তাহলে ওদেরটা কেন ধরছেন না। কারণ, ওরা তো সালাউদ্দিন না।

প্রশ্ন: ফুটবলে জাতীয় দলের দারুণ একটা বছর কাটল। বাফুফে সভাপতি হিসেবে আপনার কেমন লাগছে?

কাজী সালাউদ্দিন: অবশ্যই বাংলাদেশের ফুটবলের জন্য এটা দারুণ একটা বছর। এটা তো এক বছরে হয়নি, ধারাবাহিক কাজের ফসল। সিঙ্গাপুরের কাছে ২০১৭তে ৩ গোলে হেরেছিল মেয়েরা। তার পর মেয়েরা ট্রেনিং করে সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সিঙ্গাপুরকে ৮ গোল দিয়েছে। সবকিছুই কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় হয়েছে। সঠিক ট্রেনিং, সঠিক কোচিং ম্যানেজমেন্ট, সঠিক পরিকল্পনা সবকিছুই সুন্দরভাবে হওয়াতেই কিন্তু মেয়েদের ফুটবল ভালো করেছে। ছেলেদেরটাতেও অনেক দিন ধরে মিক্সড রেজাল্ট হচ্ছিল। এখন ছেলেদের দল একটা পর্যায়ে চলে এসেছে।

প্রশ্ন: ঘরোয়া ফুটবলে সব সময় রেফারিং নিয়ে সমালোচনা হয়ে আসছে। যে কারণে আপনি ভিএআর আনার কথা বলেছিলেন। কিন্তু সেটা তো বাস্তবায়ন করেননি।

কাজী সালাউদ্দিন: ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি (ভিএআর) তো আমি আজকেই আনতে চায়। কিন্তু আমাকে দুই মিলিয়ন ডলার কে দেবে? অর্থের জোগাড় না হলে ইচ্ছা করলেই তো সবকিছু করা যায় না। তবে আমি এটুকু বলতে পারি, খুব শিগগির বাংলাদেশে ভিএআর আসবে। আজকাল কিংবা পরশু আসবেই। তবে নতুন মৌসুমে আসবে কিনা, সেটার নিশ্চয়তা আমি দিতে পারব না। কারণ, আমার ওই রকম ফান্ড নেই।

প্রশ্ন: সাম্প্রতিক সময়ে বিসিবি সভাপতির সঙ্গে আপনার একটা মনস্তাত্ত্বিক লড়াই হয়েছিল। এটা নিয়ে কী বলবেন?

কাজী সালাউদ্দিন: আমি বলব, যা হয়েছে এগুলো মিডিয়ার সৃষ্টি। আমি তো কিছুই বলিনি। আপনারা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আপনি কথা বলেন না কেন? আমি তো প্রাইম মিনিস্টারকে আপনাদের সামনে দেখিয়ে কথা বলব না। এটাই আমি বলেছিলাম। আমি তো কাউকে ছোট করার জন্য বলিনি। তার পরও তো তারা অনেক কথা বলেছিলেন। আমি তো উত্তর দিইনি। স্পটে আপনারা আমাকে খোঁচা দিয়ে দুইটা কথা বলাই দিয়েছেন। আর মন্ত্রী তো না বুঝে, না জেনে অনেক কথা বলেছেন।

প্রশ্ন: নির্বাহী কমিটির অনেকেরই অভিযোগ- আপনি নাকি সবার অগোচরে একাই অনেক সিদ্ধান্ত নেন।

কাজী সালাউদ্দিন: আমি যে ইমরুল হাসানকে লিগ কমিটির চেয়ারম্যান করেছি, সেটা তো বোর্ড মিটিং ছাড়াই করেছি। আমাকে বোর্ড ম্যান্ডেড দিয়েছে। আমি বলি, বোর্ডে যখন আমি একেকটা কমিটি বানাই, চেয়ারম্যান বানাইও আমি। আমাকে বোর্ড ম্যান্ডেড দিয়েছে- আপনি বানাই দেন। ইমরুলের কথা উঠেছে; কিন্তু সালাম মুর্শেদীকে যখন বানাইছি, সেটা তো একইভাবে। কাজী নাবিল আহমেদ আজকে যে জাতীয় দল ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান, সেগুলো একইভাবে। তাহলে এখানে কেন সমস্যা হবে?

প্রশ্ন: তাহলে বোর্ডের সদস্যরা কেন বাইরে গিয়ে সমালোচনা করে?

কাজী সালাউদ্দিন: এখানে নিয়মটা হলো বানানোর পরই ইসি সদস্যরা জানবে। নির্বাহী সদস্যদের আপনারা খোঁচাই করাইছেন। আমি তো নিয়মের বাইরে কাজ করিনি। আজকে যিনি যে পোস্টে আছেন, সবাই তো এভাবেই হয়েছেন।

প্রশ্ন: বিসিএল থেকে প্রিমিয়ার লিগে উঠেও খেলছে না গোপালগঞ্জ স্পোর্টিং ক্লাব।

কাজী সালাউদ্দিন: তাদেরই জিজ্ঞেস করেন। অর্থ নাই বলে সাইফ পাওয়ার তো চলে গেছে। খালি গোপালগঞ্জ বলেন কেন? সাইফ পাওয়ার তো একই কাজ করেছে। যারা এসে চলে যায়, তাদের অবশ্যই ফুটবল থেকে নিষিদ্ধ করা উচিত। সাইফ পাওয়ার একসময় ফুটবলে অনেক প্রেম দেখাইছে। লিগের মধ্য থেকেই চলে গেছে। এসে চলে যাওয়ার মানেই হলো ফুটবলের প্রতি আবেগ আর ভালোবাসা নাই। আমি এখানে বসে রয়েছি কেন। আমি স্বাধীনতা যুদ্ধ করে আসছি। ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলোতে আমার নাম এসেছে। আমি জাতীয় দলে খেলে আসছি, কোচিং করিয়েছি। বাংলাদেশের এমন কোনো ট্রফি নেই, যেটা আমি জিতিনি। আপনারা আমাকে গালাগাল করেন। অথচ আমি ১৫-১৬ বছর ধরে সাউথ এশিয়ার সভাপতি হিসেবে আছি। নির্বাচনের আগে ভারত প্রস্তাব দেয়, তার পর পাকিস্তান দেয়। আপনাদের কাছে পেপার আর টেলিভিশনে আমি খারাপ। তাহলে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, মালদ্বীপের মানুষের কাছে আমি কেন এতটা জনপ্রিয়? আমার মধ্যে কিছু আছে বলেই তো তারা বারবার চায়।



জয় দিয়ে এশিয়া কাপ শুরু বাংলাদেশের

স্পোর্টস ডেস্ক: জয় দিয়ে এশিয়া কাপের মিশন শুরু করল বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল। শনিবার (৯ ডিসেম্বর) আরব আমিরাতকে তাদের ঘরের মাঠেই পরাস্ত করে বাংলাদেশ যুব ক্রিকেট দল। এদিন দুবাইয়ের আইসিসি একাডেমিতে যুব এশিয়া কাপের তৃতীয় ম্যাচে টস জিতে বাংলাদেশকে প্রথমে ব্যাটিংয়ে আমন্ত্রণ জানায় আরব আমিরাত। আগে ব্যাট করে ৪৯.৩ ওভারে ২২৮ রানে অলআউট হয় বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট দল। দলের হয়ে ১০৩ বলে তিনটি চার আর এক ছক্কায় সর্বোচ্চ ৭১ রান করেন ওপেনার আশিকুর রহমান শিবলী। এছাড়া ৫৬ বলে ৫টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪২ রান করেন আরেক ওপেনার জিসান আলম। উদ্বোধনীতে তারা গড়েন ৭৪ রানের জুটি।

৫০ ওভারে ২২৯ রানের টার্গেটে তাড়া করতে নেমে মাহফুজুর রহমান রাব্বি ও পারভেজ রহমান জীবনের স্পিনে বিভ্রান্ত হয়ে ৪৭.৪ ওভারে ১৬৭ রানেই অলআউট হয় আরব আমিরাতের যুব দলটি। বাংলাদেশের ৬১ রানের জয়ে ৪টি করে উইকেট শিকার করেন পারভেজ ও মাহফুজ।

শুক্রবার আসরের উদ্বোধনী ম্যাচে আফগানিস্তানকে ১৭৩ রানে গুঁড়িয়ে দিয়ে ৭ উইকেটে জয় পায় ভারত। একই দিনে দ্বিতীয় ম্যাচে নেপালকে ১৫২ রানে অলআউট করে ৭ উইকেটের দাপুটে জয় পায় পাকিস্তান। শনিবার দ্বিতীয় দিনে আসরের তৃতীয় ম্যাচে আরব আমিরাতকে ৬১ রানে হারায় বাংলাদেশ। দিনের দ্বিতীয় এবং আসরের চতুর্থ ম্যাচে জাপানকে ৭৫ রানে গুঁড়িয়ে দিয়ে ৭ উইকেটে জয় পায় শ্রীলংকা। সোমবার নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে জাপানের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ।

আইসিসির মনোনয়নে দুই বাংলাদেশি নারী ক্রিকেটার

স্পোর্টস ডেস্ক: বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটাররা গত কয়েক মাস দুর্দান্ত পারফর্ম করছেন। ওয়ানডে, টি-টোয়েন্টি–দুই সংস্করণেই ধারাবাহিক পারফরম্যান্সে একের পর এক জয় পাচ্ছে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। এর সুফল হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থার (আইসিসি) সেরাদের তালিকায়ও মনোনয়ন পাচ্ছেন বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা।



অক্টোবর-নভেম্বরে বাংলাদেশ সফরে এসেছিল পাকিস্তান নারী ক্রিকেট দল। প্রথমে অক্টোবরে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ২-১ ব্যবধানে জেতে নিগার সুলতানা জ্যোতির নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ। এরপর ৪ থেকে ১০ নভেম্বর তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজেও পাকিস্তানকে ২-১ ব্যবধানে হারায় বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। ওয়ানডে সিরিজে দুর্দান্ত জয়লাভ করা বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটার নাহিদা আক্তার ও ফারজানা হক পিংকি নভেম্বরের সেরা ক্রিকেটারের মনোনয়ন পেয়েছেন।

সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশের ৭ উইকেটের জয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন পিংকি। শেষ ওয়ানডেতে করেছেন ১১৩ বলে ৬২ রান। নভেম্বরে তিন ওয়ানডে খেলে ৩৬.৬৭ গড় ও ৪৬.৬৩ স্ট্রাইক রেটে করেন ১১০ রান। যা নভেম্বর মাসে ওয়ানডেতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান। সর্বোচ্চ ১১৩ রান করেন পাকিস্তানি নারী ক্রিকেটার সিদরা আমিন। আর নাহিদা ওয়ানডে সিরিজে সর্বোচ্চ ৭ উইকেট নিয়ে হয়েছিলেন সিরিজসেরা। যা নভেম্বরে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ উইকেট। শেষ ওয়ানডেতে ২৬ রানে ৩ উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। নাহিদা, পিংকির সঙ্গে নভেম্বরের মাসসেরার মনোনয়ন পেয়েছেন পাকিস্তানের নারী ক্রিকেটার সাদিয়া ইকবাল। নাহিদার পর নভেম্বরে ওয়ানডেতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৬ উইকেট নিয়েছেন সাদিয়া।

যার মধ্যে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে ৯ ওভারে ১৩ রান খরচ করে নেন ৪ উইকেট। সেই ম্যাচে বাংলাদেশ ৮১ রানে অলআউট হয়ে গিয়েছিল। যা পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের নারী ক্রিকেট দলের ওয়ানডেতে সর্বনিম্ন স্কোর।









যুক্তরাষ্ট্র জিয়া পরিষদের আলোচনা সভায়

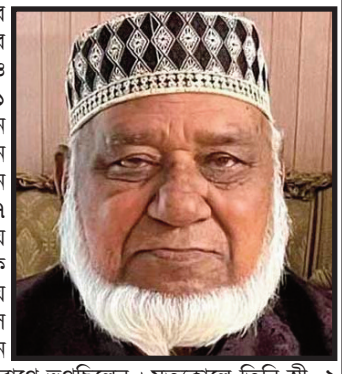
এক তরফা নির্বাচন বর্জন আর বিরোধীদলের যৌক্তিক আন্দোলনে সমর্থন দাবী

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্র জিয়া পরিষদ আয়োজিত 'বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তা শহীদ জিয়া এবং বর্তমান গণতন্ত্রের সংকট' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় বক্তারা ক্ষতাসীন আওয়ামী লী সরকারের অগণতান্ত্রিক কর্মকান্ডের সমালোচনা করে বলেছেন, শেখ হাসিনার সরকার গণতন্ত্রেও নাশে স্বৈরাচারী কায়দায় দেশ পরিচালনা করছেন। শেখ মুজিবের মতো একদলীয় 'বাকশাল' কায়েমের লক্ষ্যে একদলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের পায়তারা করছে। সরকার দেশ আর দেশের জনগণ নয়, বরং দল আর নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় ফ্যাসিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। অথচ দেশের আপামর মানুষ জিয়াউর রহমানের ডাকে সারা দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য মহান মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছে। বক্তারা একাত্তুরে শহীদ জিয়ার দেশপ্রেমের আদর্শ অনুস্মরণ করে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে সকল জাতীয়তাবাদী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান উপর গুরুত্বারোপ করেন। খবর ইউএনএ'র।

সিটির জ্যাকসন হাইটসের একটি রেষ্টুরেন্টে রোববার (৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় আয়োজিত জিয়া পরিষদের সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র প্রতিষ্ঠঅতা সভাপতি ডা. মজিবুর রহমান মজুমদার। সংগঠনের আহ্বায়ক, কেন্দ্রীয় জিয়া পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সহ সভাপতি সামসুল ইসলাম মজনুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনার সঞ্চালনা করেন যুক্তরাষ্ট্র জিয়া পরিষদের সদস্য সচিব জাকির হাওলাদার। সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন ড. মিজানুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজের সাবেক ছাত্রনেতা ড. দেওয়ান জাহিদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ সেলিম, বিএনপি নেত্রী রিটা রহমান, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা মোশাররফ হোসেন সবুজ, গিয়াস উদ্দিন, বদরুল হক আজাদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলে সাবেক নেতা মাজহারুল ইসলাম প্রমুখ। সেমিনারে সংগঠনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন হানিফ চৌধুরী, প্রফেসর সাদি আজাদ, আলমগীর হোসেন, হারুন অর রশীদ ও মোশাররফ হোসেন।

সভার প্রস্তাবে বাংলাদেশে ভোটার বিহীন নির্বাচনের শেখ হাসিনা সরকারকে না বলে এক তরফা নির্বাচন বর্জন, বিএনপি নেতৃত্বাধীন বিরোধীদলের যৌক্তিক আন্দোলন সমর্থন ও সহযোগিতা করা এবং সুষ্ঠু, অবাধ ও নির্বাচনের স্বার্থে সরকারের পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবী জানিয়ে দেশের জনগণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করা হয়।

কানেকটিকাট প্রবাসী সাজ্জাদুর রহমানের ইন্তেকাল ম্যানচেস্টারে দাফন



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট রাজ্যের ম্যানচেস্টার প্রবাসী ও সুনামগঞ্জের জগন্নাথপুর থানার ১ নম্বর কলকলিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব সাজ্জাদুর রহমান ইন্তেকাল করেছেন। গত ৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ১০টার দিকে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি দীর্ঘদিন ধরে কিডনি ও ফুসফুস জনিত রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ২ ছেলে ও এক মেয়েসহ অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

জানা গেছে, গত দেড়মাস ধরে তিনি কানেকটিকাটের হার্টফোর্ড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। প্রয়াত সাজ্জাদুর রহমানের বড় ছেলে তৌফিকুল আম্বিয়া টিপু যুক্তরাষ্ট্রস্থ জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকার আজীবন সদস্য, সুনামগঞ্জ জেলা সমিতির সভাপতি এবং কানেকটিকাট বিএনপি'র সভাপতি। মরহুমের আরেক ছেলে তারেকুল আম্বিয়া বাংলাদেশী আমেরিকান এসোসিয়েশন অব কানেকটিকাট (বাক)-এর সহ সভাপতি। মরহুমের জামাতা আহমেদ জিলু জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সাধারণ সম্পাদক।

যুক্তরাষ্ট্রে চলতি বছর রেকর্ডসংখ্যক বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর আগমন

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রেকর্ড সংখ্যক বাংলাদেশী শিক্ষার্থী ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন। এ সংখ্যা ১৩ হাজার ৫৬৩ জন। গত বছরের তুলনায় তা ২৮% এরও বেশি। ২০২৩ সালের যুক্তরাষ্ট্রের ওপেন ডোরস প্রতিবেদনের বরাত দিয়ে ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস সম্প্রতি তাদের ওয়েবসাইটে এ তথ্য জানায়।

২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলাদেশ ১৩তম স্থানে আছে। যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস জানায়, ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে বাংলাদেশী আন্ডার গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় আড়াই হাজার। আগের বছরের তুলনায় বাংলাদেশী আন্ডার গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০% বেড়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে প্রায় ১০ হাজার বাংলাদেশী শিক্ষার্থী পড়ালেখা করছেন।

সংখ্যার হিসেবে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা যুক্তরাষ্ট্রে গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ে অধ্যায়নরত বিদেশিদের মধ্যে সপ্তম শীর্ষ স্থানে আছে। গত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০০%-এর বেশি বেড়েছে।

২০১১-১২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার ৩১৪ জন। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস বলেন, ক্রমবর্ধমান হারে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে বেছে নিতে দেখে আমরা আনন্দিত।

যুক্তরাষ্ট্রে ক্যাম্পাস জীবনে নিত্য নতুন গবেষণা থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশী শিক্ষার্থীরা তাদের চমকপ্রদ অর্জন অব্যাহত রেখেছেন।

২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ১০ লাখেরও বেশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী যুক্তরাষ্ট্রে গেছেন। তাদের মধ্যে ৫৩ শতাংশই গেছেন চীন ও ভারত থেকে। চীন থেকে গেছেন ২ লাখ ৮৯ হাজার ৫২৬ জন, আর ভারত থেকে ২ লাখ ৬৮ হাজার ৯২৩ জন। চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার্থীর সংখ্যা আগের চেয়ে কিছুটা কমেছে। তবে ভারত থেকে শিক্ষার্থী যাওয়ার ৩৫% বেড়েছে।

শিকাগোতে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায়

ঢাকার ইউনিক গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কন্যা নাদিহার মৃত্যু



ঢাকা ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে মারা গেছেন ঢাকার ইউনিক গ্রুপ ও নতুন ভিশন লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহা. নূর আলী ও সেলিনা আলী দম্পতির দ্বিতীয় কন্যা, কানাডা প্রবাসী নাদিহা আলী (৩৭)। গত ৬ ডিসেম্বর বুধবার ইলিনয়স অঙ্গরাজ্যের শিকাগো বিমানবন্দরের কাছে সড়ক দুর্ঘটনা গুরুতর আহত হন নাদিহা। দুর্ঘটনার পর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। নাদিহার মৃত্যুর খবরে শিকাগোসহ যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে।

জানা গেছে, নাদিহা অলী কানাডায় থাকতেন। শিকাগোয় তার খালাকে দেখতে গিয়েছিলেন। শিকাগোতে জানাজার পর তার দাফন সেখানেই সম্পন্ন হয়েছে। কন্যার মৃত্যুর সংবাদ পেয়ে বৃহস্পতিবার নূর আলী ও সেলিনা আলী শিকাগোতে এসেছেন।

এদিকে ইউনিক গ্রুপের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার শিকাগোতে জানাজা শেষে নাদিহা আলীর দাফন সম্পন্ন হয়।

নাদিহা আলীর অকাল মৃত্যুতে ইউনিক গ্রুপের পক্ষ থেকে গভীর শোক প্রকাশ করা হয়েছে। এক শোক বার্তায় মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানায়।

নাদিহার মৃত্যুতে নতুন ভিশন লিমিটেডের পরিচালক মোহাম্মদ আলী হোসেন গভীর শোক প্রকাশ করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান

এছাড়া দেশের শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠী বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমেদ আকবর সোবহান এক শোকবার্তায় শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদন জানান এবং মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা করেন।



লন্ডন প্রবাসী হাজী ইকবাল হোসেনের সাথে নিউইয়র্ক প্রবাসী মৌলভীবাজারবাসীদের মতবিনিময়





বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: লন্ডন প্রবাসী, বিশিষ্ট রাজনীতিক, ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী হাজী ইকবাল হোসেনের যুক্তরাষ্ট্র সফর উপলক্ষ্যে প্রবাসী মৌলভীবাজারবাসীরা মতবিনিময় সভা করেছেন। এ উপলক্ষ্যে মৌলভী-বাজার ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন অব ইউএসএ গত ৩ ডিসেম্বর রোববার সন্ধ্যায় এস্টোরিয়ার জালালাবাদ ভবনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এসোসিয়েশনের সভাপতি ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভা পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান।

অনুষ্ঠানে টাইম টিভি'র সিইও এবং বাংলা পত্রিকার সম্পাদক আবু তাহের সহ অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন রফিক উদ্দিন চৌধুরী রানা, আবু সুফিয়ান, সৈয়দ জুবায়ের আলী, মিয়া মোহাম্মদ আফজাল, শাহীন কামালী, মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, আসাদুল গণি আসাদ, মইনুল ইসলাম, নজরুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে হাজী ইকবাল হোসেনকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি আয়োজক সংগঠনের পক্ষ থেকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।



TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.



বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

নিউইয়র্ক সিটি বাংলাদেশী সিভিল সার্ভিস সোসাইটির অভিষেক ও পুণর্মিলনী

নিউইয়র্ক: নিউইয়র্ক সিটি বাংলাদেশী সিভিল সার্ভিস সোসাইটি-এনবিসিএস'র নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের অভিষেক, বার্ষিক পারিবারিক পূনর্মিলন ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা গত ২ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় জ্যামাইকার আল আকসা পার্টি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর আগে আশা হোমকেয়ার মিলনাতয়নে সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভায় ২০২৪-২৫ সালের কার্যকরি পরিষদ নির্বাচনের লক্ষে মোঃ মোমেন ভূঁইয়া, আজহার আলী খান ও সুজাউদ্দিন মোল্লাকে নিয়ে তিন সদস্যের নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়।

কমিশন পরবর্তী দুই বছরের জন্য ১৭ সদস্য বিশিষ্ট কার্যকরি পরিষদ নির্বাচন করে। নির্বাচিত কর্মকর্তারা হলেনঃ সভাপতি- ডা. নাফিসুর রহমান, সিনিয়ার সহ সভাপতি- মাহবুব কবির, সহ সভাপতি- ডা. রেজাউল কবির, সাধারণ সম্পাদক- মোহাম্মদ এইচ আলম টিটু, যুগ্ম সম্পাদক- মোঃ শানু, সাংগঠনিক সম্পাদক- সোহেল আহমেদ, সাংস্কৃতিক সম্পাদক- আরিফ আহমেদ অর্ণব, সাহিত্য ও গণমাধ্যম সম্পাদক- মনজুর কাদের, অর্থ সম্পাদক- মোঃ শফিকুল ইসলাম, সহ অর্থ সম্পাদক- সাঈদা টি হাবীব, শিক্ষা সম্পাদক- সেলিনা শারমিন,



প্রযুক্তি সম্পাদক- সাইফ খান এবং কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে আশরাফুজ্জামান, আনোয়ার পারভেজ, রফিকুল ইসলাম, একেএম শামসুজ্জামান ও ফাতেমা খান। এছাড়া ১০ সদস্য বিশিষ্ট পূনর্গঠিত উপদেষ্টা কমিটির সদস্যবৃন্দ হলেনঃ মোহাম্মদ মোমেন ভূঁইয়া, মোঃ টি রহমান, আওকাত হোসেন খান, আজহার আলী খান, মোঃ আবদুল্লাহ, সুজাউদ্দিন মোল্লা, হানিফ মজুমদার, ড. তাজুল ইসলাম, সৈয়দ মিজানুর রহমান ও রীনা সাহা।

অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির কনভেনর আশরাফুজ্জামানের স্বাগত বক্তব্যের পর বর্তমান ও নবনির্বাচিত কার্যকরি কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। এসময় নতুন কমিটিকে শপথ গ্রহণ করান সুজাউদ্দিন মোল্লা। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ড. মহসিন পাটোয়ারী, উপ কনসাল জেনারেল নাজমুল হাসান, মোহাম্মদ মোমেন ভূঁইয়া, মাহবুব কবির ও হানিফ মজুমদার।

অনুষ্ঠানে সরকারি চাকরি থেকে সদ্য অবসরে যাওয়া সংগঠনের উপদেষ্টা আজহার আলী খানকে ক্রেস্ট দিয়ে বিশেষ সম্মাননা জানানো হয়। ক্রেস্ট তুলে দেন মোহাম্মদ আবদুল্লাহ। আওকাত হোসেন খান নবীন সদস্যদের পরিচিতির আসর পরিচালনা করেন।

অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন এলমা, জিএম জুয়েল, আরিফ অর্ণব, শাহ মাহবুব ও বিন্দু কনা। আবৃত্তি করেন মোঃ শানু ও নৃত্য পরিবেশনায় শিশুশিল্পী লিওনা।-প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

SNS এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস



(একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান)

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স, ব্যক্তিগত(Individual all States), কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নট ফর প্রফিট ট্যাক্স, সেল্স ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আইআরএস -এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি।

Authorized IRS e-file PROVIDER

Electronic Filing & Direct Deposit 2021 For Accurate Faster & Secure Refund

প্রফেশনাল করস্পন্ডেন্স, ট্রান্সলেশন সার্ভিস।

নোটারী পাবলিক

ফ্যাক্স সার্ভিস

রেজ্যুমি
দক্ষতার সাথে রেজ্যুমি ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়।

রেজিষ্ট্রেশন
বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেশন রেজিষ্ট্রেশন

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমার্সদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেওয়া হয়।

অফিস সময় : সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল ১০টা- রাত ৮টা ॥ শনি ও রোববার সকাল ১১ টা-রাত ৮টা

"EXPERIENCE COUNTS, TRUST US, WE SERVE YOU BETTER"
আমাদের রয়েছে ২৫ বছরের বেশি- বিধিসম্মত -নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতাও অভিজ্ঞতা

যোগাযোগ করুন ঃ এম এ কাইয়ূম
৩৫-৪২ ৩১ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক- ১১১০৬
ফোন ঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স ৭১৮-৩৬১-৬০৭১
(এন এবং ডব্লিউ ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী



SHEIKH SALIM
Attorney at Law

Accident Cases,
Medical Malpractice
& Legal Malpractice

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ক্রটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC
Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

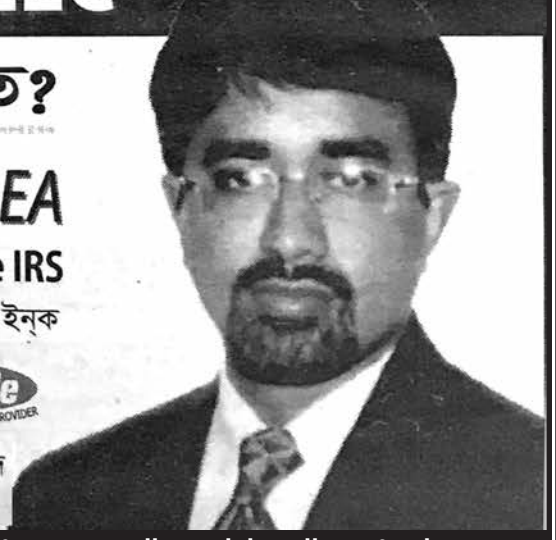
আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit
- Tax Preparation:
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Accounting:
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Business Licenses
- ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, EA
Admitted to practice before the IRS
সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক

Member : naea NYSSEA e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER



প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্‌ক এর সদস্য পদ গ্রহণ./ নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61 Street, 1st Fl, Woodside, NY 11377 Tel: 718-205-3460, 718-440-6712, Fax: 718-205-3475, e-mail: wasichoudhury@yahoo.com

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con **Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-**

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD AIRWAYS

KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SEC

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&i, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন


গণকণ্ঠ
শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের লড়াইয়ের শপথে উদ্দীপ্ত নতুন রাজনৈতিক সংগঠন
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল
দেশব্যাপী সাড়া

স্মৃতির গণকণ্ঠ

(শেষের পাতার পর)

গণকণ্ঠ নামটাই আমার জন্য এক চিরায়ত শিহরণ, আবেগের আধার। প্রথম জীবনের বারোটি বছর কেটেছে এই একটি বৃত্তে। অনেকটা আবেগতাড়িত হয়েই যাওয়া জিতু সাহেবের অফিসে। যদিও সেই কাগজ আর এখন নাই তারপরও সেই নাম, সেই লোগো! স্মৃতি জাগানিয়া। স্বাধীনতার আগে সাপ্তাহিকে সাংবাদিকতা শুরু, দৈনিককাল শুরু হয় গণকণ্ঠ দিয়ে। '৭২এর ১০ই জানুয়ারী বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যার্পন দিবসে সাপ্তাহিক, একই বছরের ২১ ফেব্রুয়ারী থেকে দৈনিক। কিন্তু আমার জন্য শুরুটা ছিল '৭১এর ১৯শে ডিসেম্বর। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ। আগের দিন ১৮ ডিসেম্বর পল্টন ময়দানে কাদের সিদ্দিকির ডাকে মুক্তিযোদ্ধা-জনতার জনসভায় হঠাৎই দেখা হয়ে যায় সদ্য যুদ্ধ ফেরত আফতাব ভাইয়ের সাথে। মঞ্চের পেছন দিকটায় কথা বলছিলাম বন্ধুদের সাথে, আফতাব ভাই দেখে এগিয়ে আসেন। আফতাবউদ্দিন আহমদ ছাত্রলীগের এজন বলিষ্ঠ সংগঠক। জয় বাংলা শ্লোগানের উদ্ভাবক। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এক বছরের সিনিয়র। স্বাধীনতার আগে থেকেই একসাথে চলাফেরা। খুবই স্নেহের পাত্র ছিলাম আমি তার। শুধান এখন কি করবি? বলি আগের সিনে সাপ্তাহিকেই ফিরে যাবো। বলেন, কিসের সিনে সাপ্তাহিক, আমরা কাগজ বের করছি চলে আয়। পরের দিনই ওয়ারির ৩১/ক র‍্যাঙ্কিন স্ট্রীটে গিয়ে দেখা করতে বলেন। পরের দিনই দেখা করি নির্দিস্ট জায়গায়। ছিল জামায়াতে ইসলামীর মুখপত্র বলে পরিচিত দৈনিক সংগ্রামের অফিস। রাতারাতি সেটা দখল করা হয়েছে। ওদিকে মতিঝিলে উর্দু দৈনিক পাসবানের অফিসও দখল হয়ে গেছে। র‍্যাঙ্কিন স্ট্রীটে বেশ বড় অফিস কমপ্লেক্স, একেবারে প্রেসসহ। শুধু প্রেস না, আধুনিক প্রযুক্তির অফসেট মেশিনও। আফতাব ভাই জানান পত্রিকার নাম গণকণ্ঠ। এটা হবে মেহনতি মানুষের মুখপত্র। তিনিই উদ্যোক্তা। নামটাও তার দেওয়া।

তিনি হলেন কার্যনির্বাহী সম্পাদক। সম্পাদক হিসেবে যোগ দিলেন সে সময়ের তুমুল জনপ্রিয় কবি আল মাহমুদ। একে একে আরও অনেকেই আসতে থাকলেন। কিন্তু সমস্যা হলো পত্রিকা প্রেস মুদ্রণ- এসব বিষয়ে কারও কোন প্রাক্টিক্যাল ধারনা নাই। আমাদের একটা পারিবারিক প্রেস ছিল। সে সুবাদে কিছুটা ধারনা রাখতাম। লেড কোয়ারেট এম গেলি, টেডেল মেশিন ফ্লাট মেশিন। ফলে এ দায়িত্বটাও এসে কাঁধে চাপলো। সাবেক সংগ্রামের প্রেস স্টাফদেরকে খুঁজে আনা হলো। শুরু হলো এক দক্ষযজ্ঞ। একঝাঁক তরুন যুবকের অক্লান্ত পরিশ্রমে ১০ই জানুয়ারী বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে প্রথম বের হয়েছিলো সাপ্তাহিক হিসেবে। মাস্টহেডটা সম্ভবত: শিল্পী কালাম মহামুদের করা। নীচে লেখা থাকতো মেহনতি মানুষের মুখপত্র। গণকণ্ঠ দৈনিক হিসেবে শুরু হয় '৭২এর ২১ ফেব্রুয়ারী। পরম সৌভাগ্য প্রথম দু'টি সংখ্যা প্রকাশের সাথেই আমার সক্রিয় সম্পৃক্ততা ছিল।

গণকণ্ঠ সত্য আর ন্যায়ের পক্ষে ছিল। এতে বাধা এসেছে অনেক। কয়েকবারই বন্ধ হয়েছে। মালিকানাও বদলেছে। প্রথমে এটির কোন ব্যক্তি মালিকানা ছিল না। কাজী আরেফ আহমেদ ছিলেন ব্যবস্থাপনা সম্পাদক। '৭৫এর ২৫শে জানুয়ারি পুলিশি এ্যাকশনে বন্ধ হবার পর আবার বের হয়েছিল '৭৯সালে। শাজাহান সিরাজ ছিলেন মালিকানায়। এরপর আসেন শ্রমিক নেতা রুহুল আমিন ভূইয়া। এ সময় কিছুদিন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন মীর্জা সুলতান রাজা। আমি যুক্ত ছিলাম '৮৩ পর্যন্ত। সহ সম্পাদক দিয়ে শুরু করে স্টাফ রিপোর্টার চীফ রিপোর্টার পর্যন্ত। রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে পরায় আর গণকণ্ঠে কাজ করা হয় নাই। ২৪/গ টিপু সুলতান রোডে যখন অফিস তখনই ব্যবসায়ী জাহাঙ্গীর হোসেন মালিকানায় আসেন। বর্তমানে ব্যবসায়ী নিজামউদ্দিন জিতু। বছর দশেক ধরে তিনি চালাচ্ছেন।

গণকণ্ঠ এখন এখনকার মত করে বের হচ্ছে। তারপরও নামটা আছে, সেই মাস্টহেডটা আছে। অফিসে পরিচয় হলো সংবাদকর্মী এবং স্টাফদের সাথে। জিতু সাহেব খুবই খাতিরযত্ন করলেন। সম্মান জানালেন। আসার আগে ছবি তোলা হলো কয়েকজনকে সাথে নিয়ে।

জাতিসংঘ ম্যান্ডেট ছাড়া পর্যবেক্ষক পাঠায় না: স্টিফেন ডুজারিক

ঢাকা ডেস্ক, ১০ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে পর্যবেক্ষক না পাঠানোর কথা পুনর্ব্যক্ত করেছে জাতিসংঘ। সেই সঙ্গে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের প্রত্যাশার কথা জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক। তিনি বলেছেন, 'সুনির্দিষ্ট ম্যান্ডেট ছাড়া জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক পাঠায় না।' স্থানীয় সময় শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি একথা বলেন।

ব্রিফিংয়ে প্রশ্ন করা হয়, 'বাংলাদেশ অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং গণতান্ত্রিক মিত্রদের সব ধরনের সহযোগিতাকে স্বাগত জানাবে। জাতিসংঘ কি বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠানোর পরিকল্পনা করছে?

জবাবে স্টিফেন ডুজারিক বলেন, 'না। আমি বলতে চাচ্ছি, নির্দিষ্ট ম্যান্ডেট ছাড়া জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক পাঠায় না।' আরেক প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়, 'জাতিসংঘ গণহত্যা প্রতিরোধ ও শাস্তিসংক্রান্ত কনভেনশনের ৭৫তম বার্ষিকী এবং গণহত্যার শিকার ব্যক্তিদের স্মরণ ও মর্যাদায় আন্তর্জাতিক দিবস উদ্যাপন করতে যাচ্ছে। আমরা একে সাধুবাদ জানাই। তবে, আমি আপনাকে দুঃখের সঙ্গে জানাতে চাই, জাতিসংঘ এখনো ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দখলদার বাহিনীর সংঘটিত গণহত্যার স্বীকৃতি দিতে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। এ বিষয়ে আমি আপনার সদয় মন্তব্য শুনতে চাই।'

জবাবে মহাসচিবের মুখপাত্র বলেন, 'সর্বপ্রথম, ঐতিহাসিক ঘটনাবলী এবং সেই ঐতিহাসিক ঘটনার সময় যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা রেখে, এতদিন আগের ঘটনা নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করব না। দ্বিতীয়ত, আমরা এখানে বারবার বলেছি, কোনো ঘটনাকে গণহত্যা হিসাবে চিহ্নিত করা মহাসচিবের দায়িত্ব নয়। এটি যথাযথ বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভর করে।'

ব্রিফিংয়ে আরেক প্রশ্নে জানতে চাওয়া হয়, 'নির্বাচনের আগে বিরাজমান রাজনৈতিক চাপের মধ্যে জনগণের গণতান্ত্রিক ও ভোটাধিকারের দাবিকে অযৌক্তিক আখ্যায়িত করে জাতিসংঘের সমর্থন কামনা করে বাংলাদেশ সরকার একটি চিঠি পাঠিয়েছে বলে গণমাধ্যমের খবরে জানা গেছে। এ বিষয়ে আপনার প্রতিক্রিয়া কী? আর মহাসচিব কি বিরোধী দলকে জেলে রেখে আরেকটি একতরফা নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য ক্ষমতাসীন দলকে পুরস্কার দেবেন?

জবাবে স্টিফেন ডুজারিক বলেন, 'আমি চিঠিটি দেখিনি। বাংলাদেশের নির্বাচনের বিষয়ে ইতোমধ্যে যা বলেছি, আমি আপনাকে সেটাই বলব। সেখানে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন হবে সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।'

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন
WIN ZONE Really Inc.
আমাদের সেবা সমূহ:
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে


MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.
Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস
সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন



Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট



New Price বিশাল মূল্যহ্রাস

রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



আমাদের আরও রয়েছে কবুতর, কোয়েল, চাকার, তিতি কুকুরী ও রাজা মোরগ, বাজি হাঁস, হাঁস ও কোয়েলের ডিম



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেগুলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb

বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ

বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



লাইভ তেলাপিয়া	$3.49lb
লাইভ বাফেলো	$3.49lb
আমেরিকান ইলিশ	$1.99lb
দেশী রুই	$1.79lb
Herring Fish (চাপিলা মাছ)	$2.49lb
Porgy	$1.49lb

লাইভ ক্যাটফিস, স্যালমন, স্ট্রাইপ ব্যাস, সীব্যাস, স্নেপ্ট, হ্যারিং, শ্রিম্প, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

রেশমী বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন বাসমতি রাইস	$ 17.99
আমিন পারবয়েলড রাইস	$ 9.99
ডোনার বাসমতি রাইস	$ 18.99
বাহার বাসমতি রাইস	$ 13.99
সুলতানা বাসমতি রাইস	$ 12.99

কচুর লতি (৩ প্যাক)	$4.99
৩ প্যাক কেসকি মাছ	$4.99
১ ডজন ডিম	.99c
আয়োডাইজ সল্ট (২টি)	.99c

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Direction: R, Q, V train to Northern Blvd
ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com







মিশিগানে আরবান মিউজিক ফেস্টিভ্যাল ১৩ জানুয়ারী

বিশেষ প্রতিনিধি: মিশিগান রাজ্যের ব্যান্ড মিউজিক ও সস্থানীয় শিল্পীদের তুলে ধরে বাংলা সংস্কৃতির বিকাশ ও লালনে এগিয়ে এসেছেন কিছু উদ্যমী তরুণ। এলক্ষ্য সামনে নিয়ে আগামী ১৩ জানুয়ারী নাইটস অব কলম্বাস হলে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলাদেশী আরবান মিউজিক ফেস্টিভ্যাল। এদিন বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত অনুষ্ঠানে স্থানীয় এবং নিউইয়র্ক থেকে আগত অনেক ব্যান্ড দল ও তাদের শিল্পীরা অংশগ্রহন করবেন। অনুষ্ঠানটি থাকবে সম্পূর্ণ ফ্রি।

এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের অন্যতম ইকবাল হোসেন ও হিমেল হোসেন গত ২ ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যায় হ্যামট্রামিকসহ স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে সাংবাদিকদের সাথে এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করেন। উদ্যোক্তারা জানান, প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনোদন প্রদানের পাশাপাশি বর্তমান প্রজন্মকে শেকড়ের সাথে সম্পৃক্ত করতে মূলত এমন উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে। এতে সাংবাদিকদের সামনে স্থানীয় ব্যান্ডসমূহ ও মিশিগানের লোকাল শিল্পীদের সমস্যা এবং সম্ভাবনার নানা দিক তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠানে আরো যারা উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন নাবিল সাঈদ, কবির আহমদ, রাব্বি আহমদ, দেলওয়ার আনসারী, আবেদ মনসুর এমদাদ চৌধুরী, জনি দেব, হিমু, নাহিল, ফাহিম আহমদ, আরিফ জিসান, নওরিন হোসেন প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে আয়োজকরা জানান, মিউজিক ফেস্টিভ্যালে মিশিগানের জনপ্রিয় ইক্কি গা, ডি-বয় হেমাল, টেন এন্ড হাফ মাইল ব্যান্ড, স্টিক ব্লিস গ্রুপ-অ্যাসিড, স্লিক ডাইস, সিলমা, এসআর ১০১ গ্রুপ, এসকিউ, ব্যাঙ্গি, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে শ্যাগি, কিং টাইগার, সিলেট মেইড, জিন্না খান, নদী, ফারহানা ইলোরা হোসেন, সৈয়দ শাফী আহমেদ, মোহাম্মদ আমজাদ, কানন বড়ুয়া, কামরুল হক, মাজ, সালেহ খান, রাব্বি,, আরমান, তানভীর, অপু, সাকজ শরিফ, কাজীসহ আরো অনেকেই একই মঞ্চে গান পরিবেশন করবেন। আরও জানানো হয় যে, দর্শকরা বিনামূল্যে মিউজিক ফেস্টিভালটি উপভোগ করতে পারবেন।

বাংলাদেশী আরবার মিউজিক ফ্যাস্টিভ্যালটি'র স্পন্সর হচ্ছেন এসএনএস হোম লোনের কর্ণধার নাসির সবুজ, কবির আহমেদ, আমিন রিয়েলিটি।

FAMILY DENTAL



We Do
Implant & Veneers

আপনার পরিবারের সবার যাবতীয় দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধি ঝঃংববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ংধরহ ঃড় ৩০ আব. ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CPA
ARMAN CHOWDHURY, CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

WELCOME 7 DAYS OPEN

AUTHORIZED e-file PROVIDER

718-475-5686

http://ArmanCPA.com



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET



ইসরাইলগামী সব জাহাজে হামলার হুমকি হুথির

ঢাকা ডেস্ক, ১০ ডিসেম্বর : ইসরাইলগামী সব জাহাজে হামলার হুমকি দিয়েছে ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুথি। একই সঙ্গে ইসরাইলি বন্দরগুলোতে যাওয়া এবং সেখানে কর্মকাণ্ড পরিচালনার বিরুদ্ধে সব আন্তর্জাতিক শিপিং কোম্পানিকে সতর্কও করেছে গোষ্ঠীটি।

এর আগে চলতি মাসেই ইসরাইলে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালান ইয়েমেনের ইরানসমর্থিত এই বিদ্রোহীরা।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাতীয়তা যেটাই হোক না কেন, ইসরাইলগামী সব জাহাজকে হামলার লক্ষ্যবস্তু করা হবে বলে শনিবার হুশিয়ারি উচ্চারণ করেছে ইয়েমেনের হুথি আন্দোলন। একই সঙ্গে ইসরাইলি বন্দরগুলোতে যাওয়া ও সেখানে কর্মকাণ্ড পরিচালনার বিরুদ্ধে সব আন্তর্জাতিক শিপিং কোম্পানিকে সতর্কও করেছে গোষ্ঠীটি।

টানা দুই মাসেরও বেশি সময় ধরে গাজায় আগ্রাসন চালাচ্ছে ইসরাইল এবং তাদের এই বর্বর হামলার মধ্যেই ইরানসমর্থিত এই সশস্ত্র গোষ্ঠীটি হুশিয়ারি আঞ্চলিক সংঘাতের ঝুঁকিকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

রয়টার্স বলছে, হুথিরা লোহিতসাগর এবং ওই সাগরের বাব আল-মান্দেব প্রণালিতে ইসরাইলি-সংযুক্ত বেশ কয়েকটি জাহাজ আক্রমণ চালানোর পাশাপাশি জব্দও করেছে। এই সমুদ্রপথ দিয়ে বিশ্বের বেশিরভাগ তেলবাহী জাহাজ যাতায়াত করে থাকে। এ ছাড়া হামাসের সঙ্গে সংঘাত শুরুর পর ইসরাইলে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র এবং সশস্ত্র ড্রোন নিক্ষেপও করেছে হুথিরা।

হুথি কর্মকর্তারা বলছেন, তাদের কর্মকাণ্ড ফিলিস্তিনিদের প্রতি সমর্থনের প্রদর্শন। অন্যদিকে ইসরাইল বলেছে, জাহাজে হামলা 'ইরানের সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড' এবং এটি আন্তর্জাতিক সমুদ্র নিরাপত্তার জন্য হুমকি।

হুথি গোষ্ঠীর একজন সামরিক মুখপাত্র বলেছেন, লোহিতসাগর এবং আরব সাগর থেকে সব জাহাজকে ইসরাইলি বন্দরগুলোর দিকে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, 'যদি গাজা তার প্রয়োজনীয় খাদ্য ও ওষুধ না পায়, তা হলে লোহিতসাগরে ইসরাইলি বন্দরগুলোর দিকে যাওয়া সব জাহাজ তাদের জাতীয়তা নির্বিশেষে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হবে।'

তাৎক্ষণিকভাবে এই আদেশ কার্যকর হবে বলেও বিবৃতিতে বলা হয়েছে।

এর আগে গত সপ্তাহে ইসরাইলের দক্ষিণাঞ্চলীয় ইলাত শহরের কয়েকটি সামরিক চৌকিতে একের পর এক ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করে হুথি গোষ্ঠী। তবে ওই হামলায় ইসরাইলে কোনো ক্ষতি কিংবা হতাহত হয়েছে কিনা তাৎক্ষণিকভাবে তা পরিষ্কার হওয়া যায়নি। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের একজন কর্মকর্তা সেই সময় জানান, বুধবার ইয়েমেনের হুথি নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল থেকে ছোড়া একটি ড্রোনে গুলি চালিয়ে ভূপাতিত করেছে যুক্তরাষ্ট্রের আরলে বার্ক ডেস্ট্রয়ার। তবে এতে কোনো ক্ষতি কিংবা হতাহত হয়নি। এ ছাড়া ড্রোনটির লক্ষ্যবস্তুও পরিষ্কার ছিল না।

মূলত গত ৭ অক্টোবর হামাস-ইসরাইলের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত দক্ষিণ লোহিতসাগরে ষষ্ঠবারের মতো ড্রোনে গুলি চালিয়েছে মার্কিন নৌবাহিনী। মধ্যপ্রাচ্যের জলসীমায় ইসরাইলি কয়েকটি বাণিজ্যিক জাহাজে সাম্প্রতিক একের পর এক হামলার মাঝেই গত সপ্তাহে ওই হামলার ঘটনা ঘটে।

বাংলা পত্রিকা
পড়ুন, লিখুন এবং
বিজ্ঞাপন দিন
718-482-9923


Sarwor Khan
LIC. Real Estate Saleperson
Cell: 347-665-7580
EXIT REALTY PRIME
This is the best time to Buy or Sell your home
বাড়ী কিনার এখনই উপযুক্ত সময়
সুলভে বাড়ী কিনতে
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
• Residential
• Commercial
• Co-op Condo
• HUD
• Pre-Forclosure
• Rental & Short Sale
• রেসিডেনসিয়াল
• কমার্শিয়াল
• কো-অপ কনডো
• HUD-বাড়ি
• প্রি-ফরক্লোজার
• ভাড়া ও শর্ট সেল

189-10 Hillside Ave, Jamaica NY 11423
Tel: 718-262-0205 Cell: 347-665-7580
Email: sarworexitrealty@gmail.com, Web:Exitprimeny.com

GLOBAL MULTI SERVICES, INC

তারেক হাসান খান, সিইও
অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়
• INCOME TAX
• IMMIGRATION
• ACCOUNTING
• TAX AUDIT
• BUSINESS SETUP
• TRAVELS
IRS e-file
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
tax time!
tax refund
37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864, Email: globalmsinc@yahoo.com





শ্লোগান ছিলো 'আওয়ার ওয়ার্ক স্ট্রেন্থ-২০২৪ প্রেসিডেন্ট ইলেকশান'

বর্ণাঢ্য আয়োজনে অ্যাসাল'র ১৬ তম বার্ষিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত লাসভেগাসে এশিয়ান-আমেরিকানদের প্রথম 'জাতীয় সম্মেলন' ১৯ জুন



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): যুক্তরাষ্ট্রে এশিয়ার ৮ দেশীয় প্রবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগঠন অ্যাসাল। যার পুরো নাম অ্যালায়েন্স অব সাউথ এশিয়ান আমেরিকান লেবার। আমেরিকান রাজনীতিতে প্রবাসী বাংলাদেশী সহ দক্ষিণ এশিয়ান কমিউনিটির অধিকার নিয়ে কাজ করাই মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। দিনে দিনে বাড়ছে অ্যাসল'র পরিধি। অ্যাসাল'র গুরুত্ব বাড়ছে মূলধারার রাজনীতিতে। সিটি কাউন্সিল থেকে শুরু করে ইউএস কংগ্রেস সদস্য, সিনেট সদস্যগণ পর্যন্ত এখন গুরুত্ব দিচ্ছেন অ্যাসল-কে। সাড়া দিচ্ছেন অ্যাসাল-এর ডাকে। যার ফলে এবার রেকর্ড সংখ্যক জনপ্রতিনিধি সহ দক্ষিণ এশিয় ইমিগ্র্যান্টদের সরব উপস্থিতিতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো অ্যাসাল'র ১৬ তম বার্ষিক কনভেনশন। এবারের কনভেনশনের শ্লোগান ছিলো- 'আওয়ার ওয়ার্ক স্ট্রেন্থ-২০২৪ প্রেসিডেন্ট ইলেকশন'। কনভেনশনে যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন জাতীয় নির্বাচন বিশেষ করে আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দক্ষিণ এশিয়ান আমেরিকানদের আরো জোরালো ভূমিকা রাখার পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশীসহ এশিয়ান কমিউনিটির অধিকার সুরক্ষায় উপর গুরুত্তারোপ করা হয়। এছাড়াও এশিয়ান আমেরিকানদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষায় 'ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব এশিয়ান আমেরিকান ইলেক্টেড অ্যান্ড এপয়েন্টেড অফিসিয়ালস' গঠনের ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করা হয়। সিটির ব্রুকলীনস্থ ম্যারিয়ট হোটেলের বিশাল হল রুমে গত ২ ডিসেম্বর শনিবার বিকেলে এ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বেলা ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত এই কনভেনশন চলে। কনভেনশনে আগামী ১৯ জুন লাসভেগাসে এশিয়ান-আমেরিকানদের প্রথম 'জাতীয় সম্মেলন' অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়। খবর ইউএনএ'র।

এবারের কনভেনশনে প্রধান অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক সিটি কম্পট্রোলার ব্র্যাড ল্যান্ডার। উদ্বোধন করেন অ্যাসাল'র ১৬ তম বার্ষিক কনভেনশন কমিটির চেয়ার ও ইয়েল ইউনিভার্সিটির স্কুল অব মেডিসিনের রিসার্চ সায়েন্টিস্ট অধ্যাপক ড. গোলাম এম আই চৌধুরী ইকবাল। কি নোট স্পিকার ছিলেন নিউইয়র্ক থেকে নির্বাচিত ইউএস সিনেটর ক্রিস্টিন জিলিব্রান্ড। কনভেনশনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অ্যাসাল'র ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ও প্রতিষ্ঠাতা, মূলধারার প্রখ্যাত লেবার ইউনিয়ন লিডার মাফ মিসবাহ উদ্দিন।

কনভেনশনে সরাসরি উপস্থিত থাকতে না পেরে ভিডিও বার্তা পাঠান নিউইয়র্কের গভর্ণর ক্যাথি হোকুল, ইউএস সিনেটর চার্লস ই. শুমার, কংগ্রেসম্যান হাকিম জেফরি, নিউজার্সীর গভর্ণর ফিলিপ ডি. মারফি, নিউইয়র্ক সিটি মেয়র এরিক অ্যাডামস স্টেট কম্পট্রোলার থমাস পি. ডিনাপোলি, অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস, স্টেট সিনেটর আন্দ্রিয়া স্টুয়ার্ট কাজিনস, স্পিকার কার্ল ই হিস্টি।

কনভেনশনে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জর্জিয়ার স্টেট সিনেটর শেখ রহমান, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন ল্যু, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর ন্যাথালিয়া ফার্নান্দেজ, অ্যাসেম্বলীওম্যান কারিনা রেস, অ্যাসেম্বলীম্যান রন কিম, অ্যাসেম্বলীম্যান জাহরান মামদানি, নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলম্যান শেখর কৃষ্ণান, কাউন্সিলমেম্বার লিন্ডা লি, কাউন্সিলমেম্বার ফারাহ লুইস, এনএএসিপি'র নিউইয়র্ক সিটি প্রেসিডেন্ট অ্যান্থনি হারমন, এনওয়াইসি লেবার কাউন্সিল ফর ল্যাটিন আমেরিকান অ্যাডভান্সমেন্ট'র এনওয়াইসি প্রেসিডেন্ট পেড্রো এ কার্ডি, এনওয়াইসি কোয়ালিশন অব ব্ল্যাক ট্রেড ইউনিয়নিস্ট এর প্রেসিডেন্ট চার্লস জেনকিনস, পাবলিক এমপ্লয়ী ফেডারেশনেনর ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্যারন ডিসিলভা ও ভাইস প্রেসিডেন্ট ডারলিন উইলিয়ামস, লোকাল ১৯৩০'র প্রেসিডেন্ট ডেবরা উইলিয়ামস সহ মূলধারার নির্বাচিত কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ এবং শ্রমিক নেতৃবৃন্দ। যৌথভাবে অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন সংগঠনের ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট মাফ মিসবাহ উদ্দিন ও ন্যাশনাল সেক্রেটারী এম করিম চৌধুরী।

কনভেনশনে অ্যাসাল'র বিভিন্ন চ্যাপ্টারের নেতৃবৃন্দ তাদের শুভেচ্ছা বক্তব্যে ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন। তাদের উপস্থিতিতে কনভেশন স্থল অ্যাসাল'র মিলন মেলায় পরিণত হয়। এর মধ্যে উল্লেখ্রযাগ্যরা হলেন- ইউএস ক্যাপিটাল চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট শরাফাত হোসেন বাবু, ব্রুকলীন চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট ডা. মুজিবুর রহমান মজুমদার, কুইন্স চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট কাজী ফরিদ আহমেদ, ব্রঙ্কস চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ তাহমিদুল হক, স্ট্যাটান আইল্যান্ড চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট ইরাশাদ শেখ, নিউজার্সী চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট মো. ফারুক হোসেন, মিশিগান চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট সৈয়দ মো. আলী রেজা, পেনসিলভানিয়া চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট শাহ এম গোলাম কাদের, নিউইয়র্ক স্টেট ক্যাপিটাল রিজিয়ন চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট মিজানুর রহমান, জ্যাকসন হাইটস চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট সোমনাথ ঘিমিরি, মেরিল্যান্ড চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট কবিরুল ইসলাম, রিচমন্ড হিল চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট আলবার্ট বান্ডিও, লং আইল্যান্ড চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট ডা. মুজিবুল হক, হেল্থকেয়ার চ্যাপ্টারের প্রেসিডেন্ট ড. রফিক আহমেদ নিজ নিজ চ্যাপ্টারের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। এছাড়াও বিভিন্ন চ্যাপ্টারের কর্মকর্তাদের মধ্যে মো. রাব্বি আলম, সাহানা বেগম, আদান ইসলাম, মোঃ আলাউদ্দিন, সুলতানা খানম, মাসুদ রানা তপন, হাসান আলী, গোলাম ফারুক শাহীন, এ এস এম মাইন উদ্দিন পিন্টুসহ সাপ্তাহিক বাংলাদেশ প্রতিদিনের নির্বাহী সম্পাদক লাবলু আনসার বক্তব্য রাখেন।

কনভেনশনে স্বাগত বক্তব্যে মাফ মিসবাহ উদ্দিন অ্যাসাল'র লক্ষ্য ও কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরে বলেন, এবারের থিম 'আওয়ার ওয়ার্ক স্ট্রেন্থ-২০২৪ প্রেসিডেন্ট ইলেকশান'। তিনি মূলধারার রাজনীতিতে দক্ষিণ এশীয়দের অবস্থান আরো সুসংহত করতে অ্যাসাল'র দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, বাংলাদেশীসহ দক্ষিণ এশিয়রা যাতে নিজ নিজ অধিকার ও মর্যাদা সুসংহত রাখতে পারেন সে লক্ষে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে 'অ্যাসাল'। তিনি বলেন, অ্যাসাল ক্রমবর্ধমান বাংলাদেশীসহ দক্ষিণ এশিয়ানদের বিভিন্ন যৌক্তিক দাবি জোরালোভাবে তুলে ধরছে। ইমিগ্র্যান্টদের নানা ইস্যুগুলো জনপ্রতিনিধিদের ইস্যুতে পরিণত করে তা বাস্তবায়নে কাজ করছে অ্যাসাল। আমরা যেসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে সেসব সমস্যা সমাধানে নিরলস কাজ করে যাচ্ছি।

মাফ মিসবাহ উদ্দিন তার বক্তব্যে অ্যাসাল'র ২০ চ্যাপ্টারের নানা কর্মকান্ডের স্বীকৃতি দিয়ে বলেন, সদস্যদের কঠোর পরিশ্রমের ফলেই আজকের এ অবস্থানে আসতে সক্ষম হয়েছে অ্যাসাল। তবে আমাদের আত্মতৃপ্তির সুযোগ নেই, আমাদের আরো অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে। অ্যাসালের আমন্ত্রণে কনভেনশনের অতিথিসহ যোগদানকারী সকলের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

ইউএস সিনেটর ক্রিস্টিন জিলিব্রান্ড তার বক্তব্যে অ্যাসাল'র ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, অ্যাসাল ইমিগ্রান্ট কমিউনিটির ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও তাদের এগিয়ে নিতে কাজ করছে। যুক্তরাষ্ট্রে শ্রম পরিবেশ উন্নয়ন, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি আদায়ের লড়াইয়ে অ্যাসাল অবদান রাখছে বলে উল্লেখ করে বলেন, অ্যাসাল জানে আমরা তাদের ভালোবাসি, আমরা তাদের সাথে আছি এবং তারা আমাদের সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ করে দক্ষিণ এশীয় সম্প্রদায়ের জন্য যা করে আমরা তার প্রশংসা করি। তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ার প্রবাসীরা পরিশ্রমী এবং পরিবার বান্ধব। এই কমিউনিটি আমেরিকান সোসাইটিতে ব্যাপক অবদান রাখছে। দিনদিন তারা মূলধারার রাজনীতিতে শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলছে। অ্যাসাল এশিয়ান কমিউনিটির মুখপাত্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নিজেদের কণ্ঠস্বরকে আরও শক্তিশালী করতে কমিউনিটির সবাইকে ভোটার হওয়া এবং সকল নির্বাচনে ভোট দেবার জন্যও তিনি আহবান জানান।

প্রসঙ্গত ক্রিস্টিন জিলিব্রান্ড বলেন, 'অ্যাসাল আমার পুরানো বন্ধু, আমরা এর আগেও একসাথে কাজ করে ছিলাম। আমি ইউনিয়নের মেম্বার ছিলাম, আমি ইউনিয়নকে চিনি, আমি শ্রমিক আন্দোলনের অংশ ছিলাম, চুক্তির আলোচনা স্থির হবে, একসাথে আমরা এই সিটিকে এগিয়ে নিয়ে যাব।' তিনি বলেন, আমরা নিরাপত্তা নিয়ে কাজ করছি। আমাদের অর্থনীতি উন্নত হচ্ছে, বেকারত্ব কমছে।'

ষ্টেট সিনেটর শেখ রহমান বলেন, আমরা ঐক্যবদ্ধ নেই বলে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। সকলে ঐকবদ্ধ থাকলে বড় কিছু অর্জন করা সম্ভব। তিনি বলেন, আমরা অনেকেই মানবিকতার সাফাই গাই, অথচ গাজায় নির্বিচারে শিশু, নারীসহ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীদেরকেও বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা ঐক্যবদ্ধ নেই বলে আমরা অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। এশিয়ানদের ভোটে বিজয়ী অনেকের নগ্ন আচরণও আমরা প্রত্যক্ষ করছি। গাজায় নির্বিচারে মুসলিম নিধনে কারা মদদ দিচ্ছে তাও এখন আর আমাদের অজানা নেই। তাই সকলে যদি ঐকবদ্ধ থাকতে পারি তাহলে কেউই এমন নির্দয় আচরণে মদদ দিতে সাহস দেখাবে না।

অ্যাসাল সেক্রেটারী এম করিম চৌধুরী কনভেনশনে বিগত বছরের কার্যক্রম তুলে ধরে অ্যাসালের ন্যাশনাল কমিটিসহ বিভিন্ন চ্যাপ্টারের কর্মকর্তাদের পরিচয় করিয়ে দেন। এসময় তিনি ১০টি রাজ্যের ২০টি চ্যাপ্টারের কার্যক্রমের বিবরণও তুলে ধরেন।

উল্লেখ্য, কনভেনশনের শুরুতে শপথ বাক্য পাঠ করান অ্যাসাল স্ট্যাটেন আইল্যান্ড চ্যাপ্টারের ইউথ কমিটির মিনহা মাহজাবীন। সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ড. রফিক আহমেদ। এবারের কনভেনশনে অ্যাসাল'র পক্ষ থেকে স্টেট অ্যাসেম্বলিম্যান মাইকেল কিউসিক, নিউইয়র্ক সিটি সেন্ট্রাল লেবার কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট ভিনসেন্ট আলভারেজ, টিডবিউইউ লোকাল ১০০ এর প্রেসিডেন্ট রিচার্ড ডেভিস ও জুমা জেনিফার (মরনোত্তর)-কে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এছাড়াও নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের পক্ষ থেকে অ্যাসাল'র ন্যাশনাল সেক্রেটারী এম করিম চৌধুরী ও ব্রুকলীন চ্যাপটারের পলিটিক্যাল ডাইরেক্টর মো. আজিজুল হককে সাইটেশন প্রদান করা হয়। কনভেনশন উপলক্ষে তথ্য সমৃদ্ধ একটি বিশেষ জার্নালও প্রকাশ করা হয়।

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

IRS e file

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

স্থান পরিবর্তন



অফিস : ৩৭-২৯
৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা
জ্যাকসন হাইটস
নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩

ইনকাম ট্যাক্স
ইমিগ্রেশন
ট্রাভেলস্

KAKATUA 25th Anniversary 1990 2015

KAKATUA AGENCY
কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorised IRS e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

মেঘনা ট্রাভেলস
ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

অমিতাভের পোস্ট ঘিরে রহস্য

(শেষের পাতার পর)

বাজতে চলেছে। অর্থাৎ অমিতাভের ছেলে অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের সম্পর্ক নাকি ভালো যাচ্ছে না। বেশ কিছুদিন ধরেই মায়ের কাছে এসে থাকছেন ঐশ্বরিয়া, এমনটাই শোনা যাচ্ছে। এরই মধ্যে অভিষেক বচ্চনও হাত থেকে বিয়ের আংটি খুলে ফেলেছেন! এরপর ঐশ্বরিয়ার হাত থেকেও নেমে গেছে বিয়ের আংটি! সেই সঙ্গে শ্বশুর অমিতাভ বচ্চনও সামাজিক মাধ্যমে ঐশ্বরিয়াকে আনফলো করে দিয়েছেন! ভারতীয় বিনোদন সংবাদ মাধ্যম পিংকভিলার প্রতিবেদনে উঠে এসেছে সেই তথ্য।

এরই মধ্যে অমিতাভ বচ্চনের নতুন একটি পোস্ট ফের উসকে দিচ্ছে বিচ্ছেদের গুঞ্জনকে। রবিবার সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট করেছেন অমিতাভ, যা নিয়ে আলোচনা চলছে ব্যাপক। এই পোস্ট কি ঐশ্বরিয়াকে কেন্দ্র করেই করেছেন বিগ বি? এমন প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে অনুরাগীদের মনে।

এক্সে (টুইটার) চশমা চোখে নিজের একটা সাদাকালো ছবি পোস্ট করেছেন অমিতাভ। ছবিতে তাকে বেশ গভীর চিন্তায় মগ্ন দেখা যাচ্ছে। ক্যাপশনে অমিতাভ লিখেছেন, 'যা বলা হয়েছে, সব করা হয়েছে। তাই যা করার করে ফেলুন, কাজ সম্পন্ন করুন।'

অনেকেই দাবি করছেন, ঐশ্বরিয়াকে উদ্দেশ্য করেই এই পোস্ট করেছেন অমিতাভ। বচ্চন পরিবারে তাহলে বিচ্ছেদের সুরই বাজছে! যদিও নিজের পোস্টে কারো নাম উল্লেখ করেননি বিগ বি। তবে তার পোস্ট ঘিরে রহস্য দানা বেঁধেছে অনুরাগীদের মনে। সম্প্রতি 'দ্য আর্চিস'-এর প্রিমিয়ারে গোটা বচ্চন পরিবারকে উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছিল। মেয়েকে নিয়ে এসেছিলেন ঐশ্বরিয়া।

অভিষেকের সঙ্গে পোজ দিয়ে ছবিও তুলতে দেখা যায় তাকে। আর সেখানে অভিনেত্রীর হাতে বিয়ের আংটি দেখা যায়নি। এর আগে অভিষেকের হাতেও দেখা যায়নি বিয়ের আংটি। যার ফলে গুঞ্জন আরো তীব্র হচ্ছে এই জুটিকে ঘিরে। 'দ্য আর্চিস'-এর প্রিমিয়ারের পরপরই ঐশ্বরিয়াকে ইনস্টাগ্রামে আনফলো করে দিয়েছেন অমিতাভ। অমিতাভ বচ্চন সামাজিক মাধ্যমে মাত্র ৭৪ জনকে ফলো করেন। বিগ বির এই ফলো করা ব্যক্তিদের তালিকায় আছেন সালমান খান, অভিষেক বচ্চন, ক্যাটরিনা কাইফ, দীপিকা পাড়ুকোন, আলিয়া ভাট, বিরাট কোহলি, শ্বেতা বচ্চন নন্দা, নব্যা নভেলি নন্দা প্রমুখ। অন্যদিকে ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন মাত্র একজনকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ফলো করেন আর তিনি হলেন অভিষেক বচ্চন। যদিও এই বিচ্ছেদ গুঞ্জন প্রসঙ্গে এখনো মুখ খোলেননি কেউই। বচ্চন পরিবার কিংবা ঐশ্বরিয়ার পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে জানানো হয়নি কিছু।

ঐশ্বরিয়াকে সর্বশেষ দেখা গেছে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তৈরি হওয়া চলচ্চিত্র 'পোন্নিয়িন সেলভান ২'তে। মণি রত্নমের মহাকাব্যিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করে দারুণ প্রশংসিত হয়েছেন অভিনেত্রী। অন্যদিকে অভিষেক বচ্চনের সর্বশেষ স্পোর্টস ড্রামা 'ঘুমর' দর্শক মহলে বেশ সাড়া পেয়েছে।

প্রবাসী সেজে প্রবাসীর সর্বস্বান্ত করে আমীর

(শেষের পাতার পর)

লাগেজ নিয়ে কাজে নেমে পড়ে। এই সময়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকে প্রায়ই প্রবাসীরা দেশে আসেন। যাদের কাছে কম জিনিসপত্র থাকে তাদের টার্গেট করে এ চক্রটি। আমীর প্রবাসী সেজে এক যুগে অনেক প্রবাসীকে সর্বস্বান্ত করেছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে এ পর্যন্ত সে সাতবার গ্রেপ্তারও হয়েছে।

তদন্ত সূত্রে জানা যায়, আমীর বিমানবন্দরের দুই নম্বর গেটের পাশে একটি ফাস্টফুডের দোকান দিয়ে ব্যবসা করত। একপর্যায়ে কয়েকটি চক্রের সঙ্গে তার সখ্য গড়ে ওঠে। প্রাথমিক পর্যায়ে একটি চক্রের সঙ্গে এক মাসেই পাঁচটি কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করে সে। এতে ১৫ হাজার টাকা পায় আমীর। এর পর থেকে কখনও একা আবার কখনও একজন সঙ্গী নিয়ে সে প্রতারণা করে আসছে। সর্বশেষ গতকাল বুধবার ধরা পড়ার আগে ১৫ জুলাই বিমানবন্দরেই এক প্রবাসীকে অজ্ঞান করতে গিয়ে ধরা খায়। চার মাস পর কারাগার থেকে বেরিয়ে একই কাজে ফেরে সে।

গত ৫ ডিসেম্বর মঙ্গলবার এক সৌদি প্রবাসী চাঁদপুর যাবার পথে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব খোয়ান। এ ঘটনায় আমীরকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা



ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA,
- Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration

*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ



Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com









শেখ হাসিনা সরকারের পদত্যাগ ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবীতে

জাতিসংঘের সামনে যুবদলের বিক্ষোভ সমাবেশ

সালাহউদ্দিন আহমেদ, নিউইয়র্ক থেকে: সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াসহ গ্রেফতারকৃত দলের সকল পর্যায়ের নেতা-কর্মীর নিঃশর্ত মুক্তি, নির্বাচনী তফসিল বাতিল এবং শেখ হাসিনা সরকার-কে পদত্যাগ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের এক দফা দাবীতে যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (৫ ডিসেম্বর) অপরাহ্নে জাতিসংঘ সদর দফতরের সামনে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা সরকার বিরোধী নানা শ্লোগান দেন এবং ব্যানার-ফেস্টুন হাতে সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন। বক্তারা বলেন, একতরফা প্রহসনের নির্বাচন দেশ-জাতি আর বিদেশীরা মেনে নেবে না। সমাবেশ শেষে যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের পক্ষে জাতিসংঘ মহাসচিবের নিকট স্মারক লিপি প্রদান করেন যুবদল নেতা আবু সাঈদ আহমদ, ইলিয়াস খান ও জাকির এইচ চৌধুরী।

যুক্তরাষ্ট্র যুবদলের বিদায়ী সভাপতি জাকির এইচ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান জিল্লু। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা কামাল পাশা বাবুল, সাবেক সহ সভাপতি মোঃ আনোয়ার হোসেন, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মোঃ গিয়াস উদ্দিন, বিএনপি নেতা মোশারফ হোসেন সবুজ, কেন্দ্রীয় যুবদলের সিনিয়র আন্তর্জাতিক সম্পাদক আবু সাইদ আহমদ, কেন্দ্রীয় সহ আন্তর্জাতিক সম্পাদক ইলিয়াস খান ও কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মাকসুদুল হক চৌধুরী। যৌথভাবে সমাবেশ পরিচালনা করেন যুবদল নেতা আমানত হোসেন আমান, মোহাম্মদ কাশেম ও শাহবাজ আহমেদ।

সমাবেশে অতিথিবৃন্দ ছাড়াও উল্লেখযোগ্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপি নেতা হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা, আহবাব হোসেন চৌধুরী খোকন, ফয়েজ আহমেদ চৌধুরী, চৌধুরী সালেহ আহমদ, কাজী আমিনুল ইসলাম স্বপন, যুক্তরাষ্ট্র জাসাস নেতা জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, জাতীয়তাবাদী মহিলাদল নেত্রী সৈয়দা মাহমুদা শিরিন ও ফাতেমাতুজ্জোহরা পলি প্রমুখ। সমাবেশে জিল্লুর রহমান জিল্লু বলেন, ভোটার বিহীন নির্বাচনের সরকার শেখ হাসিনার পায়ের নীচে মাটি নেই বলেই একতরফা নির্বাচন করতে চাচ্ছে। কিন্তু দেশের জনগণ এই নির্বাচন মেনে নেবে না। প্রতিদিন-ই সোমবার হয় না। সাপ্তাহে যেমন ৭দিন তেমনী সময়ও পরিবতনশীল। তিনি বলেন, সরকার বিএনপি-কে ধ্বংস করতে চায় বলেই নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে, হামলা করে, গ্রেফতার করে স্বৈরাচারী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি একদিন হাসিনা সরকারের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেবে বলে তিনি হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

আবু সাইদ আহমদ বলেন, আওয়ামী লীগের দু:শাসনের বিরুদ্ধে দেশের মানুষ জেগে উঠেছে। বিএনপি-যুবদলের নেতৃত্বে চলমান আন্দোলনে এই সরকারের পতন হবে এবং দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হবে। তিনি গণতান্ত্রিক সকল আন্দোলনে দেশ ও প্রবাসের সকল জাতীয়বাদী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

ইলিয়াস খান বলেন, বাংলাদেশের আগামী দিনের নেতা তারেক রহমানের নেতৃত্বে হাসিনা সরকার বিরোধী আন্দোলন চলছে, আন্দোলন চলবে। আমরা রাজপথে আছি, রাজপথেই থাকবো। দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছাড়া জাতীতাবাদী শক্তি ঘরে ফিরবে না।

জাকির এইচ চৌধুরী বলেন, ক্ষমতার মোহে হাসিনা সরকার অন্ধ হয়ে গেছে বলেই গণতন্ত্র বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত রয়েছে, স্বৈরাচারী কায়দায় দেশ পরিচালনা করছে। শেখ হাসিনা দেশে একদলীয় বাকশাল কায়েম করতে চায়।

প্রচন্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে বিএনপি ও যুবদল সহ বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগি সংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নেন। বেলা ২টা থেকে বিকেল ৫টে পর্যন্ত এই সমাবেশ চলে। এসময় তারা গগণ বিদারী শ্লোগানে জাতিসংঘের সমানের আকাশ মুখরিত করে তোলেন। সমাবেশে উল্লেখযোগ্য নেতা-কর্মীর মধ্যে এ জেড এম জাহাঙ্গীর হাসাইন, আনিসুর রহমান, সৈয়দ গউসুল হোসেন, লিয়াকত আলী, শামীম মাহমুদ, অহিদুজ্জামান নিলু, মনিরুল ইসলাম মনির, আহসান উল্লাহ মামুন, মাসুদ রানা, হুমায়ুন আহমেদ, বাদল মির্জা, মোহাম্মদ আলী মিলন, মোঃ সোলায়মান, মাসুক আহমদ সুজন, সোহাগ আফসার, মোঃ মহসিন লাল, রাহিমুল ইসলাম প্রিন্স, সালাহউদ্দিন রুবেল, সেলিম আহমেদ, হুমায়ুন কবির, মোঃ কামরুল হাসান, কামাল হোসেন, তোফায়েল আহমেদ, মিজানুর রহমান মুরাদ, দিদার চৌধুরী, আজিজুল হক মন্টু, হাজী ইসহাক শেখ, মোঃ আনসার শেখ, মোঃ আতিকুর রহমান সাবু, মোঃ সেলিম আহমেদ, জিনাত রিনা, হাবিবা বেগম, রুবেল, সাইফুল, রিয়াজ, নাসির মোসলেহ উদ্দিন, জাবেদ, রিফাত, আলমগীর, ফয়সাল, টিপু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty
of Western New York

155 Summer St
Buffalo, NY 14222

Looking for intake or scribing Positions for Starling Diagnostics In the Bronx.

- Foreign Medical Graduate Preferred
- Typing speed 50+ preferred
- Experience 1 to 3 years Preferred
- Bangla and English Language

Please email your resume to
mohammod.ali@starlingdiagnostics.com
Daytime phone (267)342-1481.

starling diagnostics

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service

MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ

নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:

বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

---

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১ — $ 7.00
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সথ্ড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট

প্যাকেজ-২ — $ 8.00
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট

প্যাকেজ-৩ — $10.00
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট

প্যাকেজ-৪ — $11.00
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

থেরাপিস্ট আবশ্যক

চিকিৎসক কর্তৃক প্রেসক্রাইবকৃত একজন রোগীর জন্য থেরাপিস্ট আবশ্যক ।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৩৭১-৮৮৯৮

বেবি সিটার আবশ্যক

Columbia medical Hospital এর ডাক্তার আফসানা রহমানের ৯ মাসের মেয়েকে দেখাশুনার জন্য বৃহস্পতি ও শুক্রবারের একজন বেবি সিটার দরকার বাসার দুই বকের ভিতর Train আছে ।
Address:709 W 169th Street.1st floor.Manhattan, New York.
যোগাযোগ :-(347) 944-2284, 347 475 7554

ড্রাইভিং শিখতে চান?

সহজ পদ্ধতিতে এবং ফেক্সিবল সময়ের মধ্যে ড্রাইভিং শিখার জন্য যোগাযোগ করুন ।
যোগাযোগঃ উদ্দিন
929-519-5139



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD
Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD
Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট,
TLC/Motor Vehicle Exam,
মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT — 8 Weeks Course, 4 Hours Each Class, Total 32 Classes (4 days/week), Total Cost : $2000.00, Time : 2 pm to 6 pm

SHSAT — 8 Weeks Course, 5 days/week, Total Cost : $2000.00, Time : 2 pm to 6 pm

COMMON CORE MATH & ENGLISH — 1st Grade to 6th Grade, 8 weeks course, 3 Hrs./day, 4 days/week, Cost : 600.00

Get 25% Discount sign up by 4th July

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Quality Education Is Our Priority!

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস

167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয় ।

বাসা ভাড়া

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৮৩ স্ট্রীট, হিলসাইড এবং জ্যামাইকা এভিনিউ-এর মধ্যে সাবওয়ের সন্নিকটে ২ বেডরুমের বেসমেন্ট বাসা ভাড়া হবে। নতুন রিনোভেটেড।

যোগাযোগঃ
৭১৮-৬০৭-৯৫৫১
৩৪৭-৮৭০-০৭৪০।

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ।
ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭
অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

বেইসমেন্ট ভাড়া

জেএফকে বিমান বন্দর থেকে ১০ মিনিটের দুরত্বে। ছোট পরিবার নিয়ে বসবাসবাসের জন্য (New renovation) বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হইবে। নিউইয়র্কের কুইন্সের রোজডেলে ১বেডরুম ১ ফুল বাথরুম, ১ লিভিং রুম সাথে কিচেন ভাড়া দেওয়া হইবে ঠিকানা: 242-03 133rd ave, Rosedale, New York 11422 যোগাযোগ করুন : **203-993-7788 Humayunchy@hotmail.com**

রুম ভাড়া

২৩-৩০ ৪২ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া নিরিবিলি পরিবেশে রুম ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৯১৭-৮৬১-৯০৩৫।

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের রিচমন্ডহীলে জ্যামাইকা এভিনিউ এবং ১০৪ স্ট্রীটে ২টি বড় বেড রুম, লিভিং, ডাইনিং, কিচেন ও বাথরুম-এর বেসসেন্ট ভাড়া হবে। জে ট্রেন সাবওয়ে থেকে এক ব্লক দূরে।
যোগাযোগ: ৪২৫-৭৭২-০৫৮১
ডি-১১/১৮

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার আবশ্যক

নিউইয়র্কের একটি মিডিয়া হাউজের জন্য ফুল টাইম একজন বিজ্ঞাপন ম্যানেজার আবশ্যক। শুধুমাত্র সিরিয়াস আগ্রহীরাই যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগ:
৭১৮-৭৫৩-০০৮৬

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন: **মোহাম্মদ তুহিন**
☎ **৭১৮-৩১০-০৪১৩**

TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-
TDS INSURANCE BROKERAGE CORP.

পাত্র-পাত্রী চাই

(১)আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে ডিগ্রীপ্রাপ্ত। মুসলিম। সাতাশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্রী চাই। (২) ডাটা সাইন্সে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়রত। মুসলিম। তেইশ বছর। সিলেট বাড়ী। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক পাত্র চাই। এসএমএস করুন। গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে। **৩৪৭-৩৪৫-৮২০৭.**

পূর্বাচলে রাজউকের নির্ভেজাল ৫ কাঠার প্লট বিক্রয়

ঢাকার মাস্টার প্ল্যান শহর পূর্বাচলের আকর্ষণীয় লোকেশনে সরাসরি রাজউকের বরাদ্দতো ৫ কাটার নির্ভেজার একটি প্লট বিক্রয় হবে। আমেরিকান সিটিজেন ইঞ্জিনিয়ার নিজের কেনা প্লটটি সরাসরি নিজে বিক্রি করবেন।
যোগাযোগের ফোন: ১-৪০৮-৫৬৪-৩৯১০
Email: gomaruf@gmail.com

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪ সে-০৫/০৬

One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact



ফ্লোরিডায় গবাদী পশু খামার বিক্রি হবে

ফ্লোরিডার অরল্যান্ডোতে একটি গবাদী পশু খামার/ফার্ম/ল্যান্ড গবাদী পশু সহ বিক্রি করা হবে। জমির পরিমান ৪৩+ একর। জমিটি হাই এন্ড ড্রাই প্লাসটুরেস। কোন ওয়েটল্যান্ড নেই। জমিতে বিদ্যুৎ. পানি, দুটি লেক, চারটি বাম আছে। কোরবানীর সব ইকুইপমেন্ট সহ কোরবানী করার সকল ব্যবস্থা বিদ্যমান। এছাড়াও একটি ট্রাক্টর এবং থাকার জন্য একটি ট্রেইলার বাড়ী আছে। মূল্য: ২২,৯৯৯ ডলার প্রতি একর। যোগাযোগ: আব্দুল বাতেন।
টেক্সট # ৪০৭-৭১৯-২৫১৯
Email: chevron803@gmail.com

টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোচিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্
যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২



আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।
যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০

JAMAICA GARAGE FOR RENT

INDOOR GARAGE WITH REMOTE KEY FOR RENT. 175 STREET & HILLSIDE AVENUE. LEAVE MESSAGE: 917-533-3928

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
Bangla Bazar Jame Masjid
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
Marriage Registrar New York State
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
Tel: 347-208-9055
Email:abuleahea@gmail.com

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY
KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR
IMAM & KHATUB
MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.
70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444





জেবিএ'র উদ্যোগে জ্যামাইকায় তিন শতাধিক কম্বল বিতরণ

(শেষের পাতার পর)

গত ৬ ডিসেম্বর বুধবার দুপুরে জ্যামাইকার লিটল বাংলাদেশ চত্তরে এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে কুইন্স বরো প্রেডিসডেন্ট ডনবান রিচার্ড প্রধান অতিথি ছিলেন। আমন্ত্রিত অতিথি ছিলেন মেয়র অফিসের প্রতিনিধি। সংগঠনের সভাপতি শাহ নেওয়াজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রধান উপদেষ্টা এবিএম ওসমান গণি, সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, বাংলাদেশী আমেরিকান সোসাইটির সভাপতি মোহাম্মদ আলী, জেবিএ'র সহ সভাপতি আহসান হাবীব, সহ-সভাপতি রীনা সাহা, সাধারণ সম্পাদক রাব্বী সৈয়দ, সহ-সাধারণ সম্পাদক আনজাম সিদ্দিকী রাফি, সাংগঠনিক সম্পাদক-লুৎফর রহমান,কার্যকরী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ আহনাফ আলম। এদিন বেলা ১টা থেকে ২টা পর্যন্ত ৩ শতাধিক দেশী-বিদেশীর মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে নিউইয়র্ক সিটির মেয়রের প্রতিনিধি, মূলধারার রাজনীতিক ও সাংবাদিকসহ আয়োজকদের পক্ষ থেকে উল্লেখযোগ্য কর্মকর্তাদের মধ্যে আসাদুজ্জামান বাবু, মরিয়ম মারিয়া, জলি আহমেদ, এডভোকেট কামরুজ্জামান বাবু, সামিউল করিম আলমগীর, বদরুদ্দোজা সাগর, মোতালিব সিকদার, মোস্তফা অনিক রাজ, বেলাল আহমদ, বদরুদ্দোজা সাগর, মোসলেহউদ্দিন খান সেলিম, মাহবুবুল ফিরোজ, হুমায়ুন কবীর তুহিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে জেবিবিএ'র প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়: জেবিএ'র কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে কুইন্স বরোর প্রেসিডেন্ট ডোনাভান রিচার্ডস বলেন, নিউইয়র্কে কনকনে হিমেল হাওয়া, তুষারপাত ও তীব্র শৈত্যপ্রবাহ দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বাস্তুহারা মানুষদের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং মানুষের অসহায়ত্বকে প্রকট করে তোলে। সেই সব শীতার্ত হতদরিদ্র মানুষের প্রতি সাহায্য ও সহানুভূতির হাত প্রসারিত করে জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন মানবিক কাজ করেছে।

জেবিএ'র সভাপতি শাহনেওয়াজ বলেন, নিঃস্বার্থভাবে শীতার্ত মানুষের সাহায্য ও সেবা করাই মানবতার সেবা। এমন মহৎ কাজই মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তিনি বলেন,ছোট্ট এই প্রচেষ্টা দ্বারা জ্যামাইকায় বসবাসকারী শীতার্ত সব মানুষের শীত নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় শীত বস্ত্র দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের এই ছোট উদ্যেগের ফলে কিছু মানুষের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি,এইটা আমাদের সংগঠনের স্বার্থকতা বলে মনে করি। তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ, দলমত-নির্বিশেষে সমাজের ধনাঢ্য ও বিত্তবান ব্যক্তিদের অসহায় মানুষের পাশে অবশ্যই দাঁড়ানোর আহবান জানান। এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের জনকল্যাণমূলক আয়োজন অব্যাহত থাকবে বলে উল্লেখ করেন।

প্রবাসী বাংলাদেশী ছাড়াও অন্যান্য ভাষা ও জাতির মানুষ কম্বল নিতে অনুষ্ঠানে আসেন।

আতিকুর রহমান সালুর চিরবিদায় ঃ দাফন সম্পন্ন

(শেষের পাতার পর)

জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার বাদ মাগরিব নিউইয়র্কের জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারে (জেএমসি)। এতে ইমামতি করেন জেএমসি'র ইমাম ও খতিব মির্জা আবু



জাফর বেগ। জানাজা নামাজের আগে মরহুম সালু স্মরণে সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি ও জেএমসি'র সাবেক সভাপতি ডা. এম এম বিল্লাহ, সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক হামিদ রেজা খান ও মোহাম্মদ হোসেন খান, জেএমসি পরিচালনা কমিটির সভাপতি ডা. সিদ্দিকুর রহমান প্রমুখ। এই পর্ব সঞ্চালনা করেন জেএমসি'র সেক্রেটারী আফতাব মান্নান। জেএমসি'র জানাজায় বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ও জেএমসি'র জয়েন্ট সেক্রেটারী ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার সহ কমিউনিটির সর্বস্তরের শত শত প্রবাসী অংশ নেন।

জেএমসি'র জানাজা শেষে মরহুম আতিকুর রহমান ইউসুফজাই (সালু)-এর মরদেহ নিউজার্সী নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানকার একটি ফিউনেরালে রাখা হয়। বুধবার (৬ ডিসেম্বর) বাদ জোহর নিউজার্সীর প্যাটারসনস্থ জালালাবাদ মসজিদে মসজিদে মরহুমের দ্বিতীয় দফা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ হোসেন খান, ফোবানা'র একাংশের চেয়ারম্যান চেয়ারম্যান গিয়াস আহমেদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার ফরহাদ সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী অংশ নেন। পরবর্তীতে তাঁর মরদেহ স্থানীয় টটোয়া এলকার লেওরেল গ্রোব সিমেট্রিতে দাফন করা হয়।

আতিকুর রহমান সালু'র ইন্তেকাল

ইউএনএ পরিবেশিত আগের খবরে বলা হয়: যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সী রাজ্যে বসবাসকারী সাবেক ছাত্রনেতা, বিশিষ্ট সংগঠন, রাজনীতিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা আতিকুর রহমান সালু আর নেই (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন)। মঙ্গলবার (৫ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় ভোর পৌনে ৫টার দিকে নিউজার্সীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা, নাতি সহ বহু আত্মীয়-স্বজন, গুণগ্রাহী ও অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মী-ভক্ত রেখে গেছেন। তাঁর আকস্মিক ইন্তেকালের খবরে কমিউনিটিতে শোকের ছায়ানেমে এসেছে।

আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটির চেয়ারম্যান ও ফোবানা'র সাবেক চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান সালুর চলতি বছরের মাঝামাঝি তার ক্যান্সার রোগ ধরা পড়ে। এরপর থেকেই তার চিকিৎসা চলছিলো এবং তিনি চিকিৎসকের পরামর্শে নিয়মতি কেমো নিচ্ছিলেন। গত সপ্তাহে তিনি নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হলে গত ৩০ নভেম্বর শনিবার তাকে নিউজার্সীর প্যাসিক সিটির একটি হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মূলত: তিনি লাইফ সাপোর্টেই ছিলেন। মঙ্গলবার তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

তাঁর বিদেহী আত্মার মাফফেরাত কামনায় পরিবারের পক্ষ থেকে দেশবাসী ও সকল প্রবাসী বাংলাদেশীর দোয়া কামনা করা হয়েছে।

আতিকুর রহমান সালু'র পরিচিতি

জন্ম টাঙ্গাইলে ১৯৪৮ সনে। শৈশব ছাড়িয়ে কৈশোরের দিনগুলো কেটেছে দূরন্তপনায়। হাই স্কুলের শেষ প্রান্তে নিউ ক্লাশ টেনে পড়াকালে সমগ্র হাই স্কুলের জেনারেল ক্যাপ্টেন এবং পরবর্তীকালে মধ্য ষাট দশকে টাঙ্গাইল জেলার ঐতিহ্যবাহী করটিয়া কলেজ (বর্তমানে সা'দত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ) ছাত্র সংসদের এজিএস এবং সেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন ও পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও পরবর্তীতে আইনে ডিগ্রী লাভ। এর মাঝে ১৯৬২ থেকে ১৯৬৯ সনের টাঙ্গাইলের প্রতিটি ছাত্র আন্দোলনে তথা ঢাকা সহ তৎকালীন সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী ছাত্র-গণ আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান ও কারাবরণ। ক্রমান্বয়ে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের তৎকালীন টাঙ্গাইল মহকুমা-তথা টাঙ্গাইল জেলার সাধারণ সম্পাদক, সভাপতি পদ ও পরবর্তীকালে অভিবক্ত পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং পরবর্তীকালে সংগঠনের (মেনন গ্রুপ) সাংগঠনিক সম্পাদক, পর্যায়ক্রমে পূর্ব বাংলা বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন তথা বাংলাদেশ বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। এখানে উল্লেখ্য, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের মূল স্লোগান ছিলো 'মেহনতী জনতার সাথে একাত্ত হও', এই মূলমত্রে দিক্ষিত হয়ে জনাব আতিকুর রহমান সালু শ্রমিক রাজনীতির সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন। এক সময় তিনি তৎকালীন টাঙ্গাই মহকুমা প্রেস কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। ১৯৬৯ সনের ১১ দফা আন্দোলনের অন্যতম নেতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সর্ব দলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভায় কখনো কখনো করেছেন প্রতিনিধিত্ব। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলনের রক্তাক্ত সিঁড়ি বেয়ে, ১৯৬৯ এর সুমহান গণঅভ্যুত্থান, মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ছিলেন অন্যতম সংগঠক। মূলত কবি সালু ছিলেন সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কর্মী। সেখান থেকে ক্রমে ক্রমে ছাত্র আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ততা।

১৯৭০ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত লক্ষ লোকের সমাবেশে স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েমের প্রস্তাব হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাঠ করেন সংগঠনের তৎকালীন সাংগঠনিক সম্পাদক আতিকুর রহমান সালু। অনেক আত্মত্যাগ ও লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় বাংলাদেশ, আমাদের সুমহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকা অসামান্য। ১৯৭১ সনে মুক্তিযুদ্ধ সময়ে ভারতে অন্তরীণ মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি করে বাংলাদেশ জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি নামে যে কমিটি গঠিত হয় তিনি ছিলেন সেই কমিটিরও কেন্দ্রীয় সদস্য। বিভিন্ন সময় পট পরিবর্তনের হাওয়াতেও আতিকুর রহমান সালু আদর্শচ্যুত হননি। বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা ও ফারাক্কা লং মার্চের মহানায়ক মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সান্নিধ্যে থেকে দেশ ও জনগণের জন্যে নির্লোভভাবে কাজ করে গেছেন। ১৯৭৬ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক ফারাক্কা লং মার্চে অংশ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে ২০০৫ সালের ৪ঠা মার্চ আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটির উদ্যোগে উজানে ভারতের এক তরফা পানি প্রত্যাহারের প্রতিবাদে ও আমাদের নদী পানির অধিকার রক্ষা ও আদায়ের জন্য কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারীতে অনুষ্ঠিত লং মার্চেও অন্যদের সাথে নিয়ে নেতৃত্ব প্রদান করেন, যেখানে ৫ লক্ষাধিক লোকের সমাগম ঘটে। তিনি আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

আতিকুর রহমান সালু দেশ, জাতি ও জনগণের কল্যাণের জন্য, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পতাকা সমুন্নত রাখার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি এক দিকে কবি, গীতিকার, সুরকার, লেখক, অ্যাক্টিভিষ্ট ও বীর মুক্তিযোদ্ধা। '৬০ দশক থেকে সমানতালে চলছে তার নিরব কাব্য চর্চা। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আনিকার জন্য কবিতা'। আনিকা ছিলো আতিকুর রহমান সালুর ছোট মেয়ে। ২০০৬ সালের ৩০ মে আমেরিকার ভার্জেনিয়ায় এক গাড়ী দূর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে সফল অস্ত্রপচার পরবর্তীকালে অকালে মৃত্যুবরণ করে ১৬ বছর বয়সের আনিকা ৩১ জুলাই ২০০৬ শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করে। 'অন্য রকম কবিতা' মরহুম সালুর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ।

যে কারণে ফুটবলে নিষিদ্ধ

(শেষের পাতার পর)

(বাফুফে)। বাফুফের ডিসিপ্লিনারি কমিটি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে বিকেএসপির ফুটবল দল আগামী বছর ঘরোয়া ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। রোববার (১০ ডিসেম্বর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে)।

বাফুফে জানায়, এ বছর তৃতীয় বিভাগ ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল চকবাজার কিংস। সেই দলের কয়েকজন ফুটবলার দ্বিতীয় বিভাগে বিকেএসপির হয়ে খেলেছেন। আবার বিকেএসপির কয়েকজন শিক্ষার্থী চকবাজার কিংসের হয়ে তৃতীয় বিভাগে অন্য নামে খেলেছেন। দুই লিগে দুই পরিচয়ে খেলার বিষয়টি বাফুফের নজরে আসে। এরপর বাফুফে সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়, কোচ ও কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে দোষ খুঁজে পায়। তারপর বাফুফে ডিসিপ্লিনারি কমিটি এ বিষয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

ডিসিপ্লিনারি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বিকেএসপি'র সিনিয়র ফুটবল কোচ শাহীনুল হক এবং প্রশিক্ষক রবিউল ইসলামকে ফুটবলসংশ্লিষ্ট কর্মকান্ড থেকে এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ করেছে বাফুফে। পাশাপাশি দুজনকে ২৫ হাজার টাকা করে আর্থিক জরিমানাও করা হয়েছে।

নাম পরিবর্তনকারী তিন খেলোয়াড় নিজ দলের পক্ষে পরবর্তী ছয় ম্যাচ নিষিদ্ধ থাকবে বলে জানানো হয়েছে। আর বিকেএসপিকে ঘরোয়া ফুটবলে এক বছর নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানার অর্থ ৬ জানুয়ারীর মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

সাংবাদিক মুকতাবিস-উন-নূর

(শেষের পাতার পর)

কথা রয়েছে। মুকতাবিস-উন-নূর সিলেটের জনপ্রিয় দৈনিক জালালাবাদ ও এক সময়ের সাড়া জাগানো অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক সিলেট কণ্ঠের সম্পাদক। তিনি সিলেট প্রেসক্লাবের দীর্ঘকালীন সাবেক সভাপতি।

সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, মিশিগান বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি জ্যৈষ্ঠ সাংবাদিক হেলাল উদ্দীন রানা আশির দশকের প্রথম দিকে সিলেট কণ্ঠে কাজ করেছেন। তাঁর নিউইয়র্ক, মিশিগান ও কানাডা সফরের কথা রয়েছে।

উল্লেখ, মুকতাবিস-উন-নূর-এর মেঝো ছেলে যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগন রাজ্যের পোর্টল্যান্ডে সপরিবারে বসবাস করেন। এছাড়াও নিউইয়র্কের প্রবীণ প্রবাসী তালেব-উন-নূর হচ্ছেন তাঁর বড় ভাই।

আল আমীন জামে মসজিদ এন্ড

(শেষের পাতার পর)

প্যানেল ও 'কয়েছ-আলম' প্যানেল। খবর ইউএনএ'র।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, আল আমীন জামে মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টারের এবারের নির্বাচনে মসজিদ পরিচালনা কমিটির ১১টি পদে ১৪জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ পর্যন্ত টানা ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। মোট ভোটার হচ্ছে ১৪৬ জন।

জানা গেছে, রোববারের নির্বাচনে ইতিমধ্যেই ৪টি পদে 'শাহাব উদ্দীন- আমীন' প্যানেল থেকে ৪জন ইতিমধ্যেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। এরা হলেন: জেটি প্রোজেক্ট অর্গানাইজার মহিত পারভেজ, কার্যকরী সদস্য আব্দুল মান্নান, মোহাম্মদ এ ইসলাম ও জসিম আহমেদ সাদেক।

'শাহাব উদ্দীন-আমীন' প্যানেলের প্রার্থীরা হচ্ছেন: সভাপতি- শাহাব উদ্দীন, সহ সভাপতি- ডা. আহসান উল্লাহ, সেক্রেটারী- আমিন হোসাইন, জয়েন্ট সেক্রেটারী- মোহাম্মদ এ রহীম, ট্রেজারার- মোহাম্মদ শফোত খান, জয়েন্ট ট্রেজারার- মোহাম্মদ মোতাইর হোসাইন ও প্রোজেক্ট অর্গানাইজার- আব্দুস সালাম মিয়া।

অপরদিকে 'কয়েছ-আলম' প্যানেলের প্রার্থীরা হলেন: সভাপতি কয়েছ আহমে, সহ সভাপতি- আমীর আলী, সেক্রেটারী- আবুল আলম, জয়েন্ট সেক্রেটারী- আবু সোলায়মান, ট্রেজারার- শামসুল ইসলাম, জয়েন্ট ট্রেজারার- সাইফুল ইসলাম, প্রোজেক্ট অর্গানাইজার- এমদাদ রহমান তরফদার।

বদলে দেই পৃথিবী
ধাঁপে ধাঁপে
শুভকাজে

RENAISSANCE
HOME HEALTH CARE



নিউইয়র্ক সিটির সর্বশ্রেষ্ঠ হোমকেয়ার প্রতিষ্ঠান রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ার

সর্বোচ্চ সম্মানীতে রেঁনেসা হোম এন্ড হেলথ কেয়ারে যোগ দিন

আপনার মর্যাদা, সম্মান ও সহানুভূতির সাথে সর্বোচ্চ গুণগত পরিসেবা প্রদানই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- আমাদের রয়েছে আকর্ষণীয় ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ
- ছুটির দিনে দ্বিগুণ বেতন
- বিনামূল্যে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা
- গুগল-এ ৪.৫ স্টার রেটিং



রেনেসাঁয় কাজ করতে চান? আজই যোগাযোগ করুন

(718) 649-3670

1959 WESTCHESTER AVE.
BRONX, NY 10462

www.renaissancehomehc.com

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday / December 11 // 2023

সাবওয়ো ভাড়াফাঁকির দিন শেষ- এমটিএ!

বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট: সাবওয়েতে ট্রেনের প্ল্যাটফর্মে ঢোকার আগে ভাড়া দেওয়ার যে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা নিউইয়র্কে রয়েছে তা সহজেই ডিঙ্গিয়ে পার হয়ে ভাড়া ফাঁকি দেওয়া একদল যাত্রীর জন্য নিত্য চর্চায় পরিণত হয়েছে। তবে তা প্রতিহতে এবার সক্রিয় হয়েছে এমটিএ। ভাড়া ফাঁকি দেওয়ার কারণে প্রতি বছরে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের লোকসান কমাতে এবার টার্নসটাইলগুলো পাল্টে ফেলতে উদ্যোগ নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। কুইন্সের জামাইকার সাটফিন বুভার্ডে এরই মধ্যে প্রবেশপথে বসানো হয়েছে নতুন ব্যবস্থা। দরজার মতো দেখতে প্রবেশপথে এমন এক ধরনের প্যাডেল লাগানো হয়েছে যার উপর দিয়ে লাফিয়ে কিংবা নিচ দিয়ে ঢুকে পড়ার সুযোগ নেই। তবে সেখানে এমটিএ কার্ড সোয়াইপ করলে কিংবা এটিম কার্ড ট্যাপ করলেই সহজে খুলে যাবে সে দরজা। সাটফিন ব্লভার্ডের আর্চার এভিনিউ থেকে অনেক মানুষই এয়ারট্রেন বা লং আয়ল্যান্ড রেল রোড যায়। এ অবস্থায় রেল স্টেশনে ঢোকার পথটি আরও একটু সহজ করা হয়েছে যাতে যাত্রীরা লাগেজ বা স্ট্রলার নিয়েও অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারেন।

মিশিগানে মানুষের ভালবাসায় সিক্ত নিউইয়র্ক কমিউনিটি নেতা হাসনু









বিশেষ প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে বাংলাদেশী কমিউনিটির মানুষের ভালবাসায় সিক্ত হলেন নিউইয়র্কের কমিউনিটি নেতা, বাংলাদেশি-আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য ও ক্রীড়া সংগঠক আব্দুল হাসিম হাসনু। গত গত ৩ ডিসেম্বর, রোববার সন্ধ্যায় স্থানীয় ওয়ারেন শহরের একটি অভিজাত রেস্তোরাঁয় মিশিগানে বসবাসকারী বাংলাদেশী অভিবাসীদের সাথে মতবিনিময় করেন হাসনু। প্রবাসীদের এ মিলনমেলার আয়োজন করে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব মিশিগান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্বে করেন আয়োজক সংগঠনের সভাপতি জাভেদ চৌধুরী। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুমন কবীরের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব মিশিগান-এর সাধারণ সম্পাদক মো. হাবিবুর রহমান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশনের সভাপতি সৈয়দ মঈন দীপু, সাধারণ সম্পাদক মো. লুতফুর রহমান, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি এন ইসলাম শামীম, কমিউনিটি নেতা আবুল হোসেন ভিংরাজ, ইঞ্জিনিয়ার আহাদ আহমদ, সাংবাদিক জুয়েল খান প্রমুখ।

গভায় বক্তারা আব্দুল হাসিম হাসনুর সামাজিক কর্মকান্ড ও মানবিকতা তুলে ধরে বলেন, প্রবাসের এই ব্যস্ত জীবনে তিনি যেভাবে মানুষের কল্যাণে পাশে দাঁড়ান, বিপদগ্রস্ত মানুষদের সহযোগিতার জন্য হাত প্রসারিত করেন তা অনন্য এবং আমাদের জন্য অনুকরণীয়।

মতবিনিময় অনুষ্ঠানে অতিথির বক্তব্যে আব্দুল হাসিম হাসনু মিশিগানে বাংলাদেশী কমিউনিটির কথা তুলে ধরে বলেন, মোটর সিটি মিশিগানে বাংলাদেশীরা নিজেদের যোগ্যতায় ব্যবসা-বাণিজ্যসহ বিভিন্ন সেক্টরে এগিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে পেশাগত জীবনে সুনামের সাথে স্বনামে নিজদের মেধার সাক্ষর রাখছে। শুধু তাই নয় রাজনীতিতে বাংলাদেশিদের সফলতা আমাদের আশাবাদী করে তুলে। তিনি আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, 'আপনাদের এমন ভালবাসায় আমি অভিভূত। মিশিগান থেকে আপনাদের ভালবাসা সাথে করে নিয়ে যাচ্ছি।'

সংগঠনের পক্ষ থেকে আব্দুল হাসিম হাসনুকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এছাড়া অনলাইন নিউজ পোর্টাল ভয়েস অব মিশিগানের পক্ষ হাসনুকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করেন নিউজ পোর্টাল এর সম্পাদক ও প্রকাশক শফিক রহমান। এছাড়া মিশিগানের বিভিন্ন সংগঠন আব্দুল হাসিম হাসনুকে নানা উপহার সামগ্রী প্রদান করে। পরে অতিথির সম্মানে নৈশভোজে অংশ নেন শতাধিক বাংলাদেশী।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সম্প্রতি ফেঞ্চুগঞ্জের ক্রীড়া সংগঠক সিকন্দর আলীর মৃত্যুতে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

ডায়েটে সাদা না লাল ডিম?

(শেষের পাতার পর)

খাবো নাকি লাল? প্রশ্নটা স্বাভাবিক। রঙের ভিত্তিতে পুষ্টিমানও তো আলাদা হতে পারে। এর উত্তর দিচ্ছে ভারতের গণমাধ্যম বোল্ড স্কাই। যেকোনো মুরগীর ডিমের রঙ নির্ভর করে মুরগির প্রজাতি, খাদ্যাভ্যাস, স্ট্রেস লেভেল ও পরিবেশের ওপর। ডিমের রঙ যাই হোক না কেন, পুষ্টিগুণে ফারাক নেই কোনো। প্রোটিন, ভিটামিন বি১২, রিবোফ্লাভিন, কোলিন ও সেলেনিয়ামের মত জরুরি উপাদান ঠিকই আছে। পার্থক্য কি একেবারেই নেই?

এক গবেষণায় জানা গেছে, বাদামি ডিমে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড সামান্য বেশি থাকে। তবে পার্থক্যটা খুবই সামান্য। সাদা বা বাদামি এই পার্থক্য করে খাওয়ার প্রয়োজন নেই।

বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

ন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে পারে। এক্ষেত্রে ইউটিউবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে বন্ধু-বান্ধবের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। তবে সর্বোত্তম হচ্ছে বাড়ী ক্রয়ের অগে বা বাড়ীর মালিক হওয়ার পূর্বে বাড়ী সুন্দর ও ভালো রাখার ছোটখাটো সমস্যাগুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া ভালো।

নিউইয়র্কে আপনার ক্রেডিট স্কোর, ক্রেডিট রিপেয়ার, মর্টগেজ সহ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা পরামর্শ দিয়ে থাকি। প্রয়োজনে কল করুন: ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬)



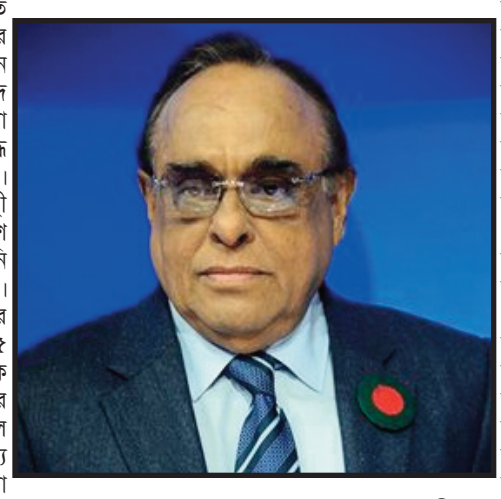
ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের ইন্তেকাল

ঢাকা ডেস্ক: সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি....রাজিউন)। শনিবার (৯ ডিসেম্বর) সন্ধ্যা ৬টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে মারা যান তিনি। রাজধানীর বারিধারা জামে মসজিদে তার প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে বাদ জোহর দ্বিতীয় জানাজা শেষে মরহুমের মরদেহ রোববার (১০ ডিসেম্বর) আজিমপুর কবরস্থানে মা-বাবার কবরের পাশে তাকে দাফন করা হয়।

নির্ভীক সাংবাদিক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে পিরোজপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকার নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ছাত্রজীবনে স্কাউট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

১৯৬১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রি সম্পন্ন করে ব্যারিস্টারি পড়তে লন্ডন যান এবং মিডল টেম্পল-ইন এ ভর্তি হন। সেখান থেকে ফিরে এসে ১৯৬৫ সালে তিনি হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। যুক্তরাজ্যে অবস্থানকালে তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের লন্ডন প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। এ সময় তিনি কমনওয়েলথ প্রেস ইনস্টিটিউটেরও একজন সদস্য ছিলেন। ইউরোপীয় কমন মার্কেট কমিশনের আমন্ত্রণে তিনি ব্রাসেলস পরিদর্শন করেন। চীনের জাতীয় দিবস উপলক্ষে ১৯৬৯ এবং ১৯৮৯ সালে সরকারি প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য হিসেবে চীন সফর করেন।

১৯৬৯ সালে বাবার আকস্মিক মৃত্যুর পর ইত্তেফাক সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব তিনি পালন করেন। পরে ১৯৭৩ সালে ইত্তেফাকের সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি হন। একই বছর বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া-কাঁঠালিয়া আসন থেকে নির্বাচিত হন। সংসদে তিনি নিবর্তনমূলক যেকোনো আইন পাসের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিপন্থী রাষ্ট্রপতির ৫০ নম্বর আদেশ জারির সময় তিনি বিরোধিতা করেন। পরবর্তীকালে সরকার আদেশটি রদ করে। ১৯৭৫ সালে সংবিধানের মৌলিক চরিত্র পরিবর্তন করে বাকশাল শাসন প্রবর্তন হলে প্রতিবাদ স্বরূপ সংসদ সদস্য পদ থেকে তিনি ইস্তফা দেন।



১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর তিনি দেশে গণতন্ত্র ও বেসামরিক সাংবিধানিক সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ নেন। গণতন্ত্র ও ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতাদের একটি ঐক্যমঞ্চে শামিল করতে তৎপর হন। দেশে একটি ভারসাম্যমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি তার লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এই লক্ষ্য অর্জনে তিনি ব্যক্তিগতভাবেও উদ্যোগ নেন। এই প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসূ করার কাজে তিনি যখন ব্যস্ত ছিলেন, তখন সরকার তাকে ১৯৭৬ সালের নভেম্বর মাসে গ্রেপ্তার করে। তিন মাস ডিটেনশনে আটক রাখার পর ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

রাজনীতি ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে উদার ও স্বাধীন মতামত রাখার জন্য তিনি 'নিউ নেশন' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করেন, যা পরবর্তীকালে দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদের সভাপতি ও প্রেস কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। বাংলাদেশে প্রথম গঠিত প্রেস কমিশনেও তাকে সদস্য করা হয়। প্রেস কমিশনের রিপোর্ট প্রণয়নে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন (২০০০-২০০১) এবং আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও মানবাধিকার রক্ষায় মূল্যবান অবদান রাখেন।

১৯৯০ সালে বহুল আলোচিত '৩১ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি'র তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা এবং স্বাক্ষরদাতা। এই বিবৃতিতে দেশে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বার্থে নির্দলীয় জাতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানানো হয়েছিল। দেশ ও জাতির বিপদকালে বিবেকবানদের নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকা উচিত নয়, এই উপলব্ধি থেকেই তিনি এই উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

বহুল আলোচিত ওয়ান-ইলেভেনের পর তিনি এক বছর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অন্যতম উপদেষ্টা হিসেবে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়া রক্ষায় এবং সরকারের নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, 'বাংলাদেশ : বাস্তবতা ও প্রত্যাশা', 'গণতন্ত্রের সাফল্য চাহিয়াছি', 'ঘুরে দাঁড়াতে হবে', 'আমার জীবন আমাদের স্বাধীনতা', 'বাংলাদেশ : কি চেয়েছি, কি পেয়েছি', 'অবিস্মরণীয় মানিক মিয়া' প্রভৃতি।

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশী আমেরিকান স্টুডেন্টদের বিক্ষোভ

(শেষের পাতার পর)

হাইটসের ডাইভারসিটি প্লাজায় এ বিক্ষোভ সমাবেশে বাংলাদেশ ও ফিলিস্থিনের জাতীয় পতাকা এবং বিভিন্ন শ্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শণ করেন শিক্ষার্থীরা।

সমাবেশে শিক্ষার্থীরা অবিলম্বে গাজায় মানবিক বিপর্যয় রোধে যুদ্ধ বন্ধের দাবী এবং ইসরাইলকে বিশ্বের অসভ্য ও সন্ত্রাসী রাষ্ট্র আখ্যায়িত করে ইসরাইলের সঙ্গ ত্যাগ করার জন্য আমেরিকা সরকারের প্রতি আহবান জানান। তারা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ৮০ শতাংশেরও বেশি মানুষ ইসরাইলের মানবতাবিরোধী অপরাধের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। অথচ, রহস্যজনক কারণে বাইডেন সরকার জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে ইসরাইলকে সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে। তারা বলেন, বাইডেস প্রশাসন যদি অবিলম্বে জনগণের ভাষা বুঝতে না পারে তাহলে আগামী নির্বাচনে তাদেরকে ভরাযবির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

১৭ বছর ধরে বন্ধ : আবার চালুতে অনিশ্চয়তা

(শেষের পাতার পর)

থেকে সব কিছু ঠিকঠাক। আমরা এফএএ'র অনুমতির অপেক্ষায় আছি।' অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এভিয়েশন অথরিটি (এফএএ) বলছে ঢাকার বিমানবন্দর উপযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই রুটে বিমান চলাচলের অনুমতি দেয়া সম্ভব নয়। এনিয়ে চলছে পাল্টাপল্টি বক্তব্য। অথচ যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রাণের দাবী 'ঢাকা-নিউইয়র্ক-ঢাকা' ফ্লাইট চালু না হওয়ায় প্রবাসীদের মাঝে ক্ষোভের পাশাপাশি সরকার বিরোধী নানা হতাশা কাজ করছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ক্ষতির মুখে ১৯৯৬ সালে বন্ধ হয়ে যায় ঢাকা-নিউইয়র্ক ফ্লাইট। ১০ বছর পর আবারও শুরু হলেও টিকে থাকতে পারেনি বেশিদিন। তারও ১৭ বছর পর এবার কোমর বেধে নেমেছে বিমান ও সিভিল এভিয়েশন। কিন্তু ফ্লাইট পরিচালনার অনুমতি শর্ত পুরনে কতটা এগাতে পারছে সংস্থাদুটি, তা নিয়ে চলছে দু-পক্ষের ঢিল ছোড়াছুড়ি। তৃতীয় বারের মতো ফ্লাইট পরিচালনার জন্য ফেডারেল এভিয়েশন অথরিটি (এফএএ) এর কাছে আবেদন করেছে বিমান। তবে লাভের অংক এড়িয়ে এভিয়েশন খাতে সুনাম বাড়াতে নিউইয়র্কে ডানা মেলার লক্ষ্য এবার বিমানের।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ফ্লাইট পরিচালনার নতুন শর্ত, 'শাহজালাল বিমানবন্দরকে ক্যাটাগরি ১ এ উন্নিত করা' এবং নিরপত্তা সহ অন্যন্য শর্ত পুরণে কাজ করতে হচ্ছে সিভিল এভিয়েশন কে। সহযোগিতা করছে যুক্তরাষ্ট্রের বোয়িং কোম্পানীও। ডানা মেলার লক্ষ্য চলতি বছরের অক্টোবরে থাকলেও তা আর আলোর মুখ দেখেনি। অনুমোদন পাবার পর লোকসানে বিমান পরিচালনা করলেও, শুধু ঢাকা নিউইয়র্ক রুটেই বিমান কর্তৃপক্ষের জরিমানা গুনতে হবে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা।





TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
NMLS#177308
Direct Lender
□ Low Closing Cost □ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York

M. Kamal, MLO
CPA

জেবিএ'র উদ্যোগে জ্যামাইকায় তিন শতাধিক কম্বল বিতরণ

বাংলা পাত্রিকা রিপোর্ট: চলতি শীত মৌসুমে মানুষের কষ্ট লাঘবে নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকাবাসীদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছে নবগঠিত জ্যামাইকা বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ইনক। **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

সাঈদ তারেকের কলাম

স্মৃতির গণকণ্ঠ



রোববার (৩ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় ব্যবসায়ী নিজামউদ্দিন জিতু আমন্ত্রন জানিয়েছিলেন তার ঢাকার বাংলামোটরস্থ অফিসে। এটাই বর্তমান দৈনিক গণকণ্ঠের অফিস। জিতু সাহেব এখন এই পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক। **(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)**

সাংবাদিক মুকতাবিস-উন-নূর যুক্তরাষ্ট্রে আসছেন

বিশেষ প্রতিনিধি: প্রখ্যাত সাংবাদিক মুকতাবিস-উন-নূর যুক্তরাষ্ট্র সফরে আসছেন। ১১ ডিসেম্বর সোমবার তাঁর পোর্টল্যান্ড ওরেগনে এসে পৌঁছানোর **(বাকি অংশ ৪৪ পাতাও**



বাড়ি ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে **(বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)**

বাংলা পত্রিকা'র অনুসন্ধানী রিপোর্ট-০২

সংগঠনগুলোতে নেতৃত্বে কোন্দল, বাড়ছে বিভক্তি

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্ক তথা উত্তর আমেরিকার বাংলাদেশী কমিউনিটির সামাজিক সংগঠন বৃদ্ধির পাশাপাশি অধিকাংশ সংগঠনে নেতৃত্বের কোন্দলের কারণে বাড়ছে বিভক্তি। উত্তর আমেরিকার সকল সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত ফোবানা সহ একাধিক সামাজিক সংগঠন বিভক্ত নেতৃত্বের কারণে খন্ড-বিখন্ড হয়ে পড়ছে। ফলে প্রবাসীদের মাঝে হতাশা, গড়ে উঠছে না কার্যকর নেতৃত্ব। অনুসন্ধানে জানা যায়, আশির দশকে প্রতিষ্ঠিত ফেডারেশন অব বাংলাদেশী এসোসিয়েশন্স ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা) শুরুতে একটি মর্যাদাপূর্ণ সংগঠনে পরিণত হয়। প্রবাসের বাইরেও বিশেষ করে বাংলাদেশে এই ফোবানা'র সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বিভক্ত নেতৃত্বের কারনে সেই ফোবানা আজ তিন/চার ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে ফোবানার সুনাম বিনষ্ট হয়ে গেছে। কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত ইগো, নেতৃত্বের কোন্দল আর রাজনৈতিক মতাদর্শ মূলত: এই বিভক্তির মূল কারণ **(বাকি অংশ ০০ পাতায়)**

গাজায় গণহত্যা বন্ধের দাবীতে

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশী আমেরিকান স্টুডেন্টদের বিক্ষোভ

বিশেষ প্রতিনিধি: নিউইয়র্কের বিভিন্ন স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী আমেরিকান স্টুডেন্টদের উদ্যোগে গাজায় গণহত্যা বন্ধের দাবীতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। শনিবার (৯ ডিসেম্বর) বিকেলে জ্যাকসন **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

বিমানের ঢাকা-নিউইয়র্ক-ঢাকা রুট

১৭ বছর ধরে বন্ধ : আবার চালুতে অনিশ্চয়তা

বিশেষ প্রতিনিধি: বিমানের নিউইয়র্ক যাত্রায় আবার অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। বিগত ১৭ বছর ধরে বিমানের 'ঢাকা-নিউইয়র্ক-ঢাকা' ফ্লাইট বন্ধ রয়েছে। বিমান তথা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে ঢাকার সব কিছুই 'ওকে'। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গত সেপ্টেম্বর মাসে নিউইয়র্ক সফলকালীন সময়ে প্রবাসীদের এক অনুষ্ঠানে বলেন 'আমাদের পক্ষ **(বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)**

নিউইয়র্ক ও নিউজার্সীতে পৃথক পৃথক জানাজা

আতিকুর রহমান সালুর চিরবিদায় ঃ দাফন সম্পন্ন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বীর মুক্তিযোদ্ধা, ষাটের দশকের প্রখ্যাত ছাত্রনেতা, মওলানা ভাসানীর সহচর, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক, আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটির চেয়ারম্যান ও ফোবানা'র সাবেক চেয়ারম্যান আতিকুর রহমান ইউ-সুফজাই (সালু)-এর মরদেহ বুধবার (৬ ডিসেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সীতেই দাফন সম্পন্ন হয়েছে। ক্যান্সারে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। গত মঙ্গলবার ভোর ৪টা ৫০ মিনিটে নিউজার্সীর একটি হাসপাতালে চি-কিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। খবর ইউএনএ'র। মরহুম আতিকুর রহমান ইউসুফজাই সালু'র মরদেহ দাফনের আগে দু'দফা তার নামাজে **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**





চলনে ও বলনে ভারসাম্য আনুন

জাফর আহমাদ

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"নিজের চলনে ভারসাম্য আনো এবং নিজের আওয়াজ নীচু করো। সব আওয়াজের মধ্যে খারাপ হচ্ছে গাধার আওয়াজ।"(সুরা লোকমান:১৯) **(বাকি অংশ ১৫ পাতায়)**

খেলার খবর

যে কারণে ফুটবলে নিষিদ্ধ বিকেএসপি

স্পোর্টস ডেস্ক: বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে (বিকেএসপি) জালিয়াতির অভিযোগে নিষিদ্ধ করেছে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

হেলথ টিপস

ডায়েটে সাদা না লাল ডিম?

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: রোজকার ডায়েটে একটা করে ডিম কমবেশি সবাইই খেয়ে থাকেন। তবে অনেকের মনে প্রশ্ন থাকে, সাদা ডিম **(বাকি অংশ ৪৬ পাতায়)**

বিনোদন

অভিষেক-ঐশ্বরিয়ার বিচ্ছেদের গুঞ্জনে

অমিতাভের পোস্ট ঘিরে রহস্য

বিনোদন ডেস্ক: বেশ কিছুদিন ধরেই বলিউডের বাতাসে গুঞ্জন ভেসে বেড়াচ্ছে, বলিউড শাহেনশাহ অমিতাভের সংসারে বিচ্ছেদের সুর **(বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)**


GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

আল আমীন জামে মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টারের নির্বাচন ১৭ ডিসেম্বর

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশী অধ্যুষিত আল আমীন জামে মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টারের নির্বাচন আগামী ১৭ ডিসেম্বর নির্বাচন রোববার। আগামী ২০২৪-২০২৭ সাল অর্থাৎ চার বছরের জন্য অনুষ্ঠিতব্য এবারের নির্বাচনে দুটি প্যানেল সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। প্যানেল দু'টি হচ্ছে 'শাহাব উদ্দীন- আমীন' **(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)**

বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
• ব্যক্তিগত ও বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং • আই আর এস ও স্টেট অডিট সমাধান
• কর্পোরেশন ও এল এল সি সেটআপ • বিজনেস পরামর্শ • সেলস ট্যাক্স ফাইলিং
• বুককিপিং • সিটিজেনশিপ কেস • এসাইলাম কেস • ফ্যামিলি ভিসা • পে-রোল
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
Kuwait Airways
BRITISH AIRWAYS
Biman
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিশ্চিন্তে টাকা পাঠান বাংলাদেশের সর্বত্র
Authorized Agent of
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 11416
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com